

ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায়-১০: বিমা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা

প্রশ্ন ▶ ১ মি. সিহান তার বাবার সাথে একই বাড়িতে থাকেন। বাড়িটি সিহানের বাবার নামে। ভূমিকম্প হলে বাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এই কথা চিন্তা করে মি. সিহান বাড়িটি বিমা করতে গেলে বিমা কোম্পানি বাড়িটি বিমা করতে অঙ্গীকৃতি জানায়। তখন মি. সিহানের বাবা নিজেই বাড়িটি বিমা করেন। তারপর মি. সিহান বিমা কোম্পানিকে না জানিয়ে বাড়ির ২য় তলার কাজ শুরু করেন। ২য় তলার কাজ শেষ হওয়ার পরপরই বাড়িটি একপাশে হেলে যায়। মি. সিহানের বাবা বিমা দাবি পেশ করলে বিমা কোম্পানি বিমা দাবি পূরণে অঙ্গীকৃতি জানায়।

জ. বো. ১৭/

- ক. বিমা কী? ১
- খ. বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. কোন নীতির জন্য মি. সিহানের প্রস্তাবে বিমা কোম্পানি বাড়িটি বিমা করতে সম্মত হয়নি? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সিহানের বাবা কি বিমা দাবি পাওয়ার যোগ্য? বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ব বিমা হলো এক ধরনের লিখিত চুক্তি, যেখানে বিমাগ্রহীতা নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে তার সম্ভাব্য ঝুঁকি বা বিপদের ভাব বিমাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্পণ করে।

ব বিমাকৃত বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার যে আর্থিক স্বার্থ থাকে তাকে বিমাযোগ্য স্বার্থ বলে। এ ধরনের স্বার্থ না থাকলে বিমা চুক্তি করা যায় না। সাধারণত বিমাযোগ্য স্বার্থ বিমাকারী প্রতিষ্ঠান স্বার্বোধ সংরক্ষিত হয়। মূলত বিমার বিষয়বস্তুর ওপর বিমাকারীর আর্থিক স্বার্থ থাকে এবং বিমাকারী প্রতিষ্ঠান এ বিমাকৃত বিষয়বস্তুর আর্থিক ক্ষতি হলে তা পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

গ উদ্দীপকে বিমাযোগ্য স্বার্থের অভাবে মি. সিহানের বিমা চুক্তির প্রস্তাব বিমা কোম্পানি প্রত্যাখ্যান করেছে।

বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে মালিকানা স্বত্ত্ব বা আর্থিক স্বার্থকে বোঝায়। অর্থাৎ বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতিতে বিমাগ্রহীতার আর্থিক ক্ষতির বিষয়টি জড়িত থাকে।

উদ্দীপকে মি. সিহান যে বাড়িতে বাস করেন তা তার বাবার নামে ছিল। অর্থাৎ বাড়িটির প্রকৃত মালিক মি. সিহানের বাবা। ভূমিকম্পজনিত ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে মি. সিহান বাড়িটি বিমা করার প্রস্তাব করলে বিমা কোম্পানি এতে অঙ্গীকৃতি জানায়। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি মূলত বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতির আলোকে বিমা প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ বাড়িটি ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রকৃতপক্ষে বাড়িটির মালিক মি. সিহানের বাবা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, যা মি. সিহানের ওপর প্রত্যক্ষভাবে কোনো প্রভাব ফেলবে না।

ঘ উদ্দীপকের উল্লেখ্য পরিস্থিতিতে প্রত্যক্ষ কারণে ক্ষতিপূরণ ও সহিষ্ণুসের নীতি লঙ্ঘিত হওয়ায় মি. সিহানের বাবা বিমা দাবি আদায়ে অধোগ্য হবেন।

বিমা চুক্তি স্বার্বোধ বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে সহিষ্ণুসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। আর তাই উভয় পক্ষ বিমা সম্পর্কিত সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সঠিকভাবে প্রদানে বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকে মি. সিহানের বাবা নিজ মালিকানাধীন বাড়িটি বিমা করেন। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর ক্ষতির সম্ভাব্য ঝুঁকি হিসেবে ভূমিকম্পকে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীতে মি. সিহান বিমা কোম্পানিকে না জানিয়ে বাড়ির ২য় তলার কাজ শুরু করেন। যার প্রেক্ষিতে বাড়িটি একপাশে হেলে পরে, যা বিমা শর্তের অনুরূপ হিল না।

উল্লেখ্য পরিস্থিতিতে মি. সিহানের বাবা বিমা দাবি পাওয়ার অযোগ্য। কারণ বিমাকৃত বাড়িটির সম্ভব্য ঝুঁকি হিসেবে ভূমিকম্পকে উল্লেখ করা হলেও তা পুনর্জন্মনির্মাণ ক্ষতিতে হেলে পড়ে। এর স্বার্বোধ চুক্তির প্রত্যক্ষ কারণ নীতির ব্যত্যয় (Violate) ঘটেছে। এছাড়াও মি. সিহান বাড়ির পুনর্জন্মনির্মাণের বিষয়টি বিমা কোম্পানির নিকট গোপন করেছেন, যা বিমা চুক্তির সহিষ্ণুসের সম্পর্ককে লঙ্ঘন করেছে। তাই মি. সিহানের বাবা বিমা দাবি আদায় করতে পারবেন না।

প্রশ্ন ▶ ২ জনাব জমিরের একটি পোশাক তৈরির কারখানা আছে। তিনি তার প্রতিষ্ঠানটি ৫০ লক্ষ টাকায় বিমা করেছিলেন। দুর্ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জনাব জমির বিমা দাবি পেশ করেন। বিমা কোম্পানি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। উদ্ধোরকৃত সম্পত্তি বিমা কোম্পানি দাবি করায়, জনাব জমির শুরুতে তা হস্তান্তরে অঙ্গীকৃতি জানালেও পরবর্তীতে তা প্রদানে বাধ্য হন।

জ. বো. ১৭/

- ক. বিমা কাকে বলে? ১
- খ. বিমাকে পরম বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সম্পত্তি হস্তান্তর বিমার কোন নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? আলোচনা করো। ৩
- ঘ. সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার পরেও জনাব জমিরের সম্পত্তি হস্তান্তরে অঙ্গীকৃতির সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল কি না? তোমার মতামত দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ব বিমা হলো এক ধরনের লিখিত চুক্তি, যেখানে বিমাগ্রহীতা নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে তার সম্ভাব্য ঝুঁকি বা বিপদের দায় বিমাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্পণ করে।

ব বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়পক্ষই আবশ্যকীয় সব তথ্য একে অন্যকে প্রদানে বাধ্য থাকেন বিধায় বিমা চুক্তিকে পরম বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয়।

বিমা চুক্তির মাধ্যমে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে সহিষ্ণুসের (Fiduciary) সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। সে কারণে চুক্তিবন্ধ পক্ষসমূহ একে অন্যের কাছে চুক্তির বিষয়ে সব তথ্য সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশে বাধ্য থাকেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সম্পত্তি হস্তান্তর বিমার স্থলাভিষিক্তকরণের (Subrogation) নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই নীতি অনুযায়ী, বিমাকৃত সম্পদের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করলে বিমা কোম্পানি ঐ সম্পত্তির ভগাবশেষ বা যা কিছু অবশিষ্ট থাকে তার মালিকানা পায়। এটি বিমা ব্যবসায়ের একটি অন্যতম মূলনীতি।

উদ্দীপকে জনাব জমিরের একটি পোশাক তৈরির কারখানা আছে। প্রতিষ্ঠানটি দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি বিমা কোম্পানির কাছে বিমা দাবি পেশ করেন। সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পর বিমা কোম্পানি উদ্ধোরকৃত সম্পত্তি হস্তান্তরের দাবি জানায়। জনাব জমির প্রথমে এতে অসম্মতি জানায়। কিন্তু তিনি পরে সম্পত্তি হস্তান্তরে বাধ্য হন। বিমার স্থলাভিষিক্তকরণের নীতিটি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে বলা যায়। কারণ, এখানে বিমা কোম্পানি বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতির সম্পূর্ণ অংশের ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছে। তাই এ নীতি অনুযায়ী এ সম্পত্তির অবশিষ্টাংশের মালিকানা পাবে বিমা কোম্পানি।

৩ উদ্দীপকে জনাব জমিরের বিমাকৃত সম্পত্তি হস্তান্তরে অঙ্গীকৃতির সিদ্ধান্তটি স্থলাভিষিক্তকরণ (Subrogation) নীতি অনুযায়ী সঠিক ছিল না। বিমা চুক্তির একটি অপরিহার্য উপাদান হলো স্থলাভিষিক্তকরণ। বিমা চুক্তি অনুযায়ী, সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করলে বিমা কোম্পানি বিমাকৃত সম্পত্তির অবশিষ্ট অংশের মালিক হবে।

উদ্দীপকে জনাব জমির তার প্রতিষ্ঠানের জন্য বিমা করেন। দুর্ঘটনায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি তাকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। তবুও উন্মারযোগ্য সম্পত্তি হস্তান্তর করতে জনাব জমির অঙ্গীকৃতি জানান। এখানে, জনাব জমিরের প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তিনি বিমাকৃত সম্পূর্ণ মূল্যাই বিমা কোম্পানি থেকে ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। অর্থাৎ তিনি তার ন্যায্য পাওনা পেয়েছেন। স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণকৃত সম্পত্তি থেকে যদি কিছু উন্মার করা যায়- তার মালিক হবে বিমা কোম্পানি। তাই বলা যায়, উন্মারযোগ্য সম্পত্তি হস্তান্তরে জনাব জমিরের অঙ্গীকৃতি জানানো উচিত হয়নি।

প্রশ্ন ▶ ৩ মি. চৌধুরী জাহাজ ব্যবসায়ী। বিদেশ থেকে পণ্য আনা-নেয়া তার কাজ। বৈদ্যুতিক সর্ট সার্কিটের মাধ্যমে আগুন লেগে তার একটি জাহাজের দুই-তৃতীয়াংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি বিমা কোম্পানির কাছে সম্পূর্ণ জাহাজের ক্ষতিপূরণ চেয়ে বিমা দাবি পেশ করেন। বিমা কোম্পানি প্রথমে দাবি পূরণে অপারগতা প্রকাশ করলেও পরবর্তীতে শর্ত সাপেক্ষে তা পূরণ করতে চায়।

/চ. বো. ১৭/

- | | | |
|----|---|---|
| ক. | বিমা কী? | ১ |
| খ. | বিমাকে পরম বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয় কেন? | ২ |
| গ. | মি. চৌধুরীর দাবি পূরণে বিমা কোম্পানির অপারগতা প্রকাশের কারণ কী? | ৩ |
| ঘ. | কি শর্তে বিমা কোম্পানি মি. চৌধুরীর দাবি পূরণ করবে বলে তুমি মনে করো? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। | ৪ |

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা হলো এক ধরনের লিখিত চুক্তি, যেখানে বিমাগ্রহীতা নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে তার সম্ভাব্য ঝুঁকি বা বিপদের ভার বিমাকারী বাস্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্পণ করে।

সহজান তথ্য

উন্মারণ : জনাব তাহমিদ একটি সুতার কারখানা স্থাপন করেন। তার কারখানার শ্রমিকদের কল্যাণের দায়িত্ব তার। এক্ষেত্রে জনাব তাহমিদ তার কারখানার ঝুঁকি মোকাবিলায় এবং শ্রমিকদের নিরাগতা প্রদানে মুন্ডাইট বিমা কোম্পানি লি.-এর সাথে চুক্তিবন্ধ হন।

ব সূজনশীল প্রশ্নের ২(খ) নং উত্তর মুক্তব্য।

৩ উদ্দীপকে মি. চৌধুরী আংশিক ক্ষতির বিপক্ষে সম্পূর্ণ জাহাজের ক্ষতিপূরণ দাবি করায় বিমা কোম্পানি দাবি পূরণে অপারগতা প্রকাশ করে। বিমা চুক্তি ক্ষতিপূরণের চুক্তি। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর যতটুকু ক্ষতি হয় ততটুকু ক্ষতিপূরণ করাই বিমা চুক্তির উন্দেশ্য। ক্ষতি আংশিক বা সম্পূর্ণ যাই থেকে না কেন বিমা কোম্পানি বিমা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তা পূরণ করে।

উদ্দীপকে মি. চৌধুরী জাহাজ ব্যবসায়ী। জাহাজের মাধ্যমে তিনি বিদেশ থেকে পণ্য আনা-নেয়া করেন। বৈদ্যুতিক সর্ট সার্কিটের মাধ্যমে আগুন লেগে তার একটি জাহাজের দুই-তৃতীয়াংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে ক্ষতি আংশিক হলেও তিনি বিমা কোম্পানির কাছে সম্পূর্ণ জাহাজের ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। তবে বিমা চুক্তির আইনগত উপাদান বিবেচনায় ক্ষতিপূরণ অবশ্যই ক্ষতির পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত হতে হবে। অর্থাৎ মি. চৌধুরীর জাহাজের আংশিক ক্ষতিতে বিমা কোম্পানি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণে বাধ্য নয়।

ঘ উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি মি. চৌধুরীর দাবি পূরণে সমরিত আনুপাতিক ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে দাবি পরিশোধ করবে।

সমরিত আনুপাতিক ক্ষতি মূলত বিমাকৃত বিষয়বস্তুর আংশিক ক্ষতিতে নির্ধারণ করা হয়। এ ধরনের ক্ষতিতে বিমাকারী সর্বোচ্চ নির্ধারিত মূল্য পর্যন্ত বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকে মি. চৌধুরী একজন জাহাজ ব্যবসায়ী। তার বিমাকৃত একটি জাহাজ বৈদ্যুতিক সর্ট সার্কিটের মাধ্যমে আগুন লেগে আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মি. চৌধুরী সম্পূর্ণ জাহাজের ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা কোম্পানি তা প্রত্যাখ্যান করে। পরবর্তীতে বিমা কোম্পানি শর্ত সাপেক্ষে বিমা দাবি পরিশোধে সম্মত হয়।

বিমা কোম্পানি শর্ত সাপেক্ষে বিমা দাবি পরিশোধ বলতে বিমা চুক্তির আইনগত শর্তকে নির্দেশ করেছে। অর্থাৎ বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ নীতির আলোকে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে সেই পরিমাণ দাবি পরিশোধ করবে। আংশিক ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি সমরিত আনুপাতিক ক্ষতি নির্ধারণ প্রতিক্রিয়া ক্ষতির মূল্য নির্ধারণ করবে।

সহজান তথ্য

সমরিত আনুপাতিক ক্ষতি : বিমাকৃত বিষয়বস্তুর আংশিক ক্ষতি হল এ পর্যন্ততে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির বিমাকৃত মূল্যকে এর বাজার মূল্য দিয়ে ভাগ করে ক্ষতির পরিমাণ দ্বারা গুণ করা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো, ক্ষতিগ্রস্ত পদ্ধের বাজারমূল্য হিসাবে বিমাগ্রহীতার অকৃত ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা।

প্রশ্ন ▶ ৪ জনাব আশিক তার ব্যক্তিগত গাড়ির জন্য 'চিত্রা বিমা কোম্পানি লি.' হতে দশ লক্ষ টাকা মূল্যের একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। গাড়িটি হাঁটাং দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে তিনি বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করেন। বিমা কোম্পানিটি তার আবেদনের প্রেক্ষিতে যথাযথ নিয়মে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। অন্যদিকে, বিমা কোম্পানি গাড়িটির ধ্বংসাবশেষে পঞ্চাশ হাজার টাকায় বিক্রয় করার পর জনাব আশিক সেটিও দাবি করেন। কিন্তু বিমা কোম্পানি তার দাবিটি প্রত্যাখ্যান করে।

/চ. বো. ১৭/

- | | | |
|----|--|---|
| ক. | বিমা চুক্তি কী? | ১ |
| খ. | বিমাকে 'কেন ঝুঁকি বন্টনের ব্যবস্থা বলা হয়?' ব্যাখ্যা করো। | ২ |
| গ. | উদ্দীপকে জনাব আশিক কোল ধরনের সম্পত্তি বিমা গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. | উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি কর্তৃক জনাব আশিকের সর্বশেষ দাবিটি প্রত্যাখ্যানের ঘোষিতকতা বিমার মূলনীতির আলোকে মূল্যায়ন করো। | ৪ |

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রিমিয়ামের বিনিময়ে অন্যের ঝুঁকি নিজের কাঁধে নেয়ার জন্য বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাকে বিমা চুক্তি বলে।

খ বিমার মাধ্যমে বিমাগ্রহীতা তার সম্ভাব্য ঝুঁকি কে কয়েকটি পক্ষের মধ্যে বন্টন করে। তাই বিমাকে ঝুঁকি বন্টনের মৌখিক ব্যবস্থা বলা হয়।

বিমা হলো এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত বিমাগ্রহীতার ক্ষতিকে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়। এ ব্যবস্থায় বিমাকারী বিমাগ্রহীতাদের কাছ থেকে প্রিমিয়াম সংগ্রহ করে। পরবর্তীতে কোনো বিমাগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাকে উক্ত প্রিমিয়াম থেকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়।

ঘ উদ্দীপকে জনাব আশিক যানবাহন বা মটর বিমা গ্রহণ করেছেন। এ ধরনের বিমা মূলত যানবাহন বা মোটরযানকে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য করা হয়। মানুষের জীবন ও যানবাহন (সম্পত্তি) উভয়ই এ বিমার মূল বিষয়বস্তু।

উদ্দীপকে জনাব আশিক তার ব্যক্তিগত গাড়ির জন্য চিত্রা বিমা কোম্পানি কাছ থেকে দশ লক্ষ টাকা মূল্যের একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। গাড়িটি হাঁটাং দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এতে তিনি বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করেন এবং বিমা কোম্পানিও যথানিয়মে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। এখানে জনাব আশিকের বিমার বিষয়বস্তু হলো তার ব্যক্তিগত গাড়ি। মূলত দুর্ঘটনাজনিত কারণে উন্মুক্ত ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই তিনি এ বিমা করেন। এ সকল বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, জনাব আশিকের গৃহীত বিমাপত্রটি হলো যানবাহন বা মটর বিমা।

য উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি কর্তৃক জনাব আশিকের সর্বশেষ দাবিটি প্রত্যাখ্যান করা বিমার স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি অনুযায়ী ঘোষিক।

বিমা ব্যবসায়ের অন্যতম একটি মূলনীতি হলো স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি। এ নীতি অনুযায়ী সম্পত্তির সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পর সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ বা উচ্চারযোগ্য অংশের মালিকানা পাবে বিমা কোম্পানি।

উদ্দীপকে জনাব আশিক তার ব্যক্তিগত গাড়ির জন্য চিঠা বিমা কোম্পানি হতে যানবাহন বিমাপত্র প্রদান করেন। দুর্ঘটনায় তার গাড়িটি ধ্বংসগ্রাস হলে বিমা কোম্পানিটি এর সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। পরবর্তীতে গাড়িটির ধ্বংসাবশেষ বিমা কোম্পানি ৫০ হাজার টাকায় বিক্রয় করে। জনাব আশিক সম্পত্তি বিক্রয়কৃত এ অর্থ দাবি করলে বিমা কোম্পানি তা প্রত্যাখ্যান করে।

উদ্দীপকে উর্ধ্বে দুর্ঘটনার কারণে আশিকের গাড়ির সম্পূর্ণ অংশই ধ্বংসগ্রাস হয়। বিমা কোম্পানিও চুক্তি অনুযায়ী তাকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। এক্ষেত্রে বিমার স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি অনুযায়ী গাড়ির ধ্বংসাবশেষের মালিক হবে বিমা কোম্পানি। আর এ কারণেই বিমা কোম্পানি গাড়ির ধ্বংসাবশেষ বিক্রির অর্থ জনাব আশিককে দিতে অসীম জানায়, যা অবশ্যই ঘোষিক হয়েছে।

প্রমাণ ৫ মিস তাসলিমা তার ব্যক্তিগত গাড়ির জন্য ত্রিশ লক্ষ টাকার বিমা করেন। দুর্ঘটনায় গাড়িটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মিস তাসলিমা বিমা দাবি পেশ করার কিছুদিনের মধ্যে বিমা প্রতিষ্ঠানটি দাবিকৃত ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটি কুমিল্লার একজন ব্যবসায়ী বিশ হাজার টাকায় কেনেন। কিন্তু গাড়ি থেকে প্রাপ্ত অর্থ মিস তাসলিমা দাবি করলেও বিমা প্রতিষ্ঠানটি দিতে অসীম জানায়। কারণ স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি কার্যকর হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই। স্থলাভিষিক্তকরণের নীতির মূল কথা অনুযায়ী যখনই বিমা প্রতিষ্ঠানটি মিস তাসলিমা বিমাদাবি পরিশোধ করেছে তখনই তার ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটির সকল অধিকার বিমা প্রতিষ্ঠানটির হয়ে গেছে। সুতরাং গাড়িটির বিক্রয়লক্ষ্য অর্থের মালিক বিমা প্রতিষ্ঠানটি। তাই বিমা প্রতিষ্ঠানটি মিস তাসলিমা এই দাবিটি পূরণ করেন নি।

প্রমাণ ৬ মি. শিকদার একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি। তিনি তার শিল্পের সম্প্রসারণে এমন একটি নতুন প্রকল্প হাতে নিতে চাচ্ছেন, যেখানে মোটা অঙ্কের বিনিয়োগ প্রয়োজন সেখানে ঝুকিও প্রচুর। তার বিনিয়োগযোগ্য মূলধন (সম্পত্তি) হারানোর ভয়ে বিমা কোম্পানির কাছে বিমা করতে গেলে বিমা কোম্পানি বিমা করতে অপারগতা জানায়।

- ক. বিমাযোগ্য স্বার্থ কী? ১
খ. নিয়ন্ত্রণ অযোগ্য ঝুকি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের মিস তাসলিমা কোন নীতির আওতায় বিমা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অর্থলাভ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বিমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মিস তাসলিমার সর্বশেষ দাবি পূরণ না করার ঘোষিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

১ বিমাকৃত বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থকেই বিমাযোগ্য স্বার্থ বলে।

২ যে ঝুকি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ সীমার বাইরের কোনো কারণ থেকে উত্তৃত হয় তাকে নিয়ন্ত্রণ অযোগ্য ঝুকি বলে।

নিয়ন্ত্রণ অযোগ্যতাকে সংজ্ঞায়িত করা হয় মানুষের অসহযোগের ভিত্তিতে। অর্থাৎ এই ঝুকিসমূহ মানুষের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব। এ ধরনের ঝুকি প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক উভয় কারণেই সৃষ্টি হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বন্যা, ঘরা, ভূমিকম্প, অগ্ন্য়ৎপাত, যুদ্ধ, দাঙ্গা ইত্যাদি।

৩ উদ্দীপকে মিস তাসলিমা বিমার আর্থিক ক্ষতিপূরণ নীতির আওতায় বিমা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অর্থলাভ করেছেন।

আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি হচ্ছে এমন একটি নীতি যার আওতায় বিমাগ্রহীতাকে আর্থিক সহায়তা এমনভাবে দেয় যেন বিমাগ্রহীতা এমন অবস্থায় ফিলে যায় যে তার কোনো ক্ষতিই হ্যানি।

উদ্দীপকে মিস তাসলিমা তার ব্যক্তিগত গাড়ির জন্য ত্রিশ লক্ষ টাকা বিমা করেন। দুর্ঘটনায় গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে মিস তাসলিমা বিমাদাবি পেশ করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই বিমাকারী দাবিকৃত ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। মূলত ক্ষতিপূরণের নীতি অনুযায়ী বিমার বিষয়বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হলে এবং বিমাচুক্তির সব শর্ত মেনে চললে বিমাদাবি পেশ করার কিছুদিনের মধ্যেই যত দ্রুত পারা যায় বিমাকারী ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেয়, যা মিস তাসলিমার ক্ষেত্রে হয়েছে। অর্থাৎ মিস তাসলিমা বিমা ব্যবসায়ের ক্ষতিপূরণ নীতির আওতায় ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন।

৪ বিমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মিস তাসলিমার সর্বশেষ দাবি পূরণ না করাটা ঘোষিক। কারণ বিমাদাবি পরিশোধ করার সাথে সাথেই বিমাকারী মিস তাসলিমার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

সম্পত্তি বিমার ক্ষেত্রে সম্পদের সম্পূর্ণ ক্ষতি হলে এবং বিমাকারী পূর্ণ বিমাদাবি পরিশোধ করলে উক্ত সম্পত্তির অবশিষ্ট অংশের ওপর বিমাকারী পূর্ণাঙ্গ অধিকার পায়। বিমাগ্রহীতার কাছ থেকে অধিকারটি বিমাকারীর কাছে চলে যাওয়া সংক্রান্ত নীতিকেই স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি বলা হয়। উদ্দীপকে মিস তাসলিমা গাড়িটি ত্রিশ লক্ষ টাকার বিমা করেন। দুর্ঘটনায় গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি বিমাদাবি পেশ করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই বিমাদাবি পেয়ে যান।

পরবর্তীতে তার ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটি কুমিল্লার একজন ব্যবসায়ী বিশ হাজার টাকায় কেনেন। কিন্তু গাড়ি থেকে প্রাপ্ত অর্থ মিস তাসলিমা দাবি করলেও বিমা প্রতিষ্ঠানটি দিতে অসীম জানায়। কারণ স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি কার্যকর হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই। স্থলাভিষিক্তকরণের নীতির মূল কথা অনুযায়ী যখনই বিমা প্রতিষ্ঠানটি মিস তাসলিমা বিমাদাবি পরিশোধ করেছে তখনই তার ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটির সকল অধিকার বিমা প্রতিষ্ঠানটির অর্থে পেয়ে গেছে। সুতরাং গাড়িটির বিক্রয়লক্ষ্য অর্থের মালিক বিমা প্রতিষ্ঠানটি। তাই বিমা প্রতিষ্ঠানটি মিস তাসলিমা এই দাবিটি পূরণ করেন নি।

প্রমাণ ৭ মি. শিকদার একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি। তিনি তার শিল্পের সম্প্রসারণে এমন একটি নতুন প্রকল্প হাতে নিতে চাচ্ছেন, যেখানে মোটা অঙ্কের বিনিয়োগ প্রয়োজন সেখানে ঝুকিও প্রচুর। তার বিনিয়োগযোগ্য মূলধন (সম্পত্তি) হারানোর ভয়ে বিমা কোম্পানির কাছে বিমা করতে গেলে বিমা কোম্পানি বিমা করতে অপারগতা জানায়।

- ক. বিশুদ্ধ ঝুকি কী? ১
খ. আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে মি. শিকদারের বিনিয়োগযোগ্য মূলধন কোন ধরনের ঝুকির অন্তর্গত? বিমা ব্যবসায়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে মি. শিকদারের নতুন প্রকল্প বিমা প্রতিষ্ঠান বিমা করতে অপারগতা জানানো কি ন্যায়সংজ্ঞাত হয়েছে বলে তুমি মনে করো? যুক্তি দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

১ যে সকল সম্ভাব্য দুর্ঘটনায় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিশ্চিতভাবেই ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাকে বিশুদ্ধ ঝুকি বলে।

২ যে নীতির আলোকে চুক্তিতে উত্তৃত কারণে বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দেয় তাকে আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি বলে। এ নীতি অনুযায়ী বিমাগ্রহীতা বিমাকৃত বিষয়বস্তুর সম্ভাব্য ঝুকি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ পাবে। তবে ক্ষতির পরিমাণ আর্থিক মূল্যে মূল্যায়িত হতে হবে।

৩ উদ্দীপকে মি. শিকদারের বিনিয়োগযোগ্য মূলধন আর্থিক ঝুকির অন্তর্গত।

কোনো দুর্ঘটনা, ঝুকি বা বিপদ থেকে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যে আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা লক্ষ্য করা যায় তাকে আর্থিক ঝুকি বলে। পরিমাণযোগ্য সকল ঝুকিকেই আর্থিক ঝুকি হিসেবে গণ্য করা হয়।

উদ্দীপকে মি. শিকদার প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি। তিনি তার শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য নতুন প্রকল্প চালু করতে চাচ্ছেন। এক্ষেত্রে অধিক পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন এবং ঝুকি ও প্রচুর। এক্ষেত্রে তার সর্বোচ্চ ঝুকি হলো বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের ঝুকি। এ বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের ঝুকি পরিমাণযোগ্য। এ ক্ষেত্রে মি. শিকদারের অর্থের অঙ্কে বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়া এ ঝুকি আর্থিক অঙ্কে পরিমাণযোগ্য হওয়ায় এটি আর্থিক ঝুকির অন্তর্গত।

ঘ উদ্দীপকে মি. শিকদারের নতুন প্রকল্প বিমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিমা করতে অপরাগতা প্রকাশ ন্যায়সঙ্গত হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বিমা ব্যবসায়ের সাফল্য নির্ভর করে কাম্য পরিমাণ ঝুঁকি প্রহণের ওপর। বিমা কোম্পানি যদি নিজের সামর্থ্যের বেশি ঝুঁকি প্রহণ করে তবে অধিক পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিয়ে গিয়ে কোম্পানি আধিক সংকটে পড়ে।

উদ্দীপকে মি. শিকদার প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি, শিল্পের সম্প্রসারণে তিনি একটি নতুন প্রকল্প বিনিয়োগ করতে চান। যেখানে বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের পরিমাণ বেশি প্রয়োজন এবং ঝুঁকি প্রচুর। ঝুঁকির পরিমাণ ছাড়াবিকের চেয়ে বেশি হওয়ায় বিমা কোম্পানি বিমা প্রত্নাব প্রহণে অপরাগতা জানায়।

বিমা কোম্পানি মূলত তার সামর্থ্যমাফিক ঝুঁকি প্রহণের নীতি মেনে চলায় এ ঝুঁকি বর্জন করেছে। বৃহৎ ঝুঁকি মোকাবিলায় বিমা কোম্পানি দেউলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা পায়। তাই সামর্থ্যমাফিক ঝুঁকি প্রহণের নীতি অনুসরণ করায় মি. শিকদারের বিমা প্রত্নাবটি বিমা কোম্পানি ছাড়া প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

প্রশ্ন ৭ সুতার ব্যবসায়ী তারেক সুতার গুদাম বিমা করেছিল। সুতার পরিমাণ সঠিকভাবে উল্লেখ না করায় বিমা কোম্পানি তার বিমা চুক্তি বাতিল করেছে। অন্যদিকে রাসেল ১৫ বছর মেয়াদি ১০,০০,০০০ টাকার একটি জীবন বিমা প্রহণ করে। ১ বছর ৫ মাস পর যখন রাসেল বিমার কিস্তি দিতে অপরাগতা প্রকাশ করে তখন কোম্পানি তাকে কোন অর্থ দেয়নি। এমতাবস্থায় রাসেল খুবই মর্মাহত হলেন।

রাসেল উল্লেখ করেছেন চাকা/

- ক. শস্য বিমা কাকে বলে? ১
খ. প্রত্যক্ষ কারণের নীতি কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. বিমা কোম্পানি কেন বিমাচুক্তি বাতিল করেছে? বিমার মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রাসেল বিমা কোম্পানি হতে কোন অর্থ না পাওয়ার কারণ কী? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষি কাজে বিদ্যমান প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক ঝুঁকি আধিকভাবে মোকাবিলার কৌশলকে শস্য বিমা বলে।

খ বিমাকৃত বিষয়বস্তু যেসব কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তাকে প্রত্যক্ষ কারণের নীতি বলে।

প্রত্যক্ষ কারণগুলো বিমাচুক্তিতে লিপিবদ্ধ থাকে। বিমাচুক্তিতে লিপিবদ্ধ প্রত্যক্ষ কারণগুলো ছাড়া অন্য কোন কারণে বিমার বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বিমাকারী বিমা দাবি দেয় না।

গ চূড়ান্ত সন্ধিশাসের নীতির লজ্জনের কারণে বিমা কোম্পানি বিমাচুক্তি বাতিল করেছে।

বিমার ক্ষেত্রে বিমাকারী ও বিমাগ্রাহীর মধ্যে সন্ধিশাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই এক্ষেত্রে সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সঠিকভাবে প্রদানে উভয়পক্ষ একে অপরের নিকট বাধ্য থাকে। বিমা চুক্তির এই নীতি হল চূড়ান্ত সন্ধিশাসের নীতি।

উদ্দীপকের সুতার ব্যবসায়ী তারেক সুতার গুদাম বিমা করেছিল। তারেক বিমা কোম্পানির বাছে সুতার পরিমাণ সঠিকভাবে উপস্থাপন করেন। এজন্য বিমা কোম্পানি তার বিমাচুক্তি বাতিল করেছে। তারেক বিমাচুক্তির একটা গুরুত্বপূর্ণ নীতি ভঙ্গ করেছে। তারেক সাহেবের দায়িত্ব ছিল বিমা কোম্পানিকে সঠিক তথ্য দেওয়া। ইচ্ছাকৃত ভুল উপস্থাপনার জন্য বিমা কোম্পানি যেকোনো সময় বিমাচুক্তি বাতিল করতে পারে। তাই চূড়ান্ত সন্ধিশাসের অভাব থাকায় বিমা কোম্পানি তারেক সাহেবের চুক্তিটা বাতিল করেছে।

ঘ উদ্দীপকের রাসেল সম্পর্ণ মূল্যের শর্ত পূরণ না করায় কোন অর্থ পায়নি।

বিমাগ্রাহী বিমাপত্রের প্রিমিয়াম পরিশোধে অসমর্থ্য হলে তিনি তা বিমা কোম্পানির কাছে সমর্পণ করে কিছু অর্থ পেতে পারেন। এরপ গ্রহণযোগ্য অর্থই হল সমর্পণ মূল্য। সমর্পণ মূল্য মূলত প্রিমিয়ামের একটা অংশ।

উদ্দীপকের রাসেল ১৫ বছর মেয়াদি ১০,০০,০০০ টাকার একটি জীবন বিমা প্রহণ করেন। সে নিয়মিত ১ বছর ৫ মাস প্রিমিয়াম প্রদান করে। তারপর কিস্তি দিতে অপরাগতা প্রকাশ করে। কোম্পানি তাকে কোন অর্থ দেয়নি। কোম্পানির বিবেচনায় সে সমর্পণ মূল্য পাওয়ার যোগ্য নয়। এজন্য বিমা কোম্পানি তাকে কোন অর্থ দেয়নি।

বিমাগ্রাহীতা প্রিমিয়াম পরিশোধ এ অসমর্থ্য হলে বিমা কোম্পানির কাছে তা সমর্পণ করে সমর্পণ মূল্য পেতে পারেন। তবে শর্ত থাকে যে, কমপক্ষে ২ বছর কিস্তির টাকা নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে। ২ বছর কিস্তি প্রদানের পরই কেবল বিমাগ্রাহীতা সমর্পণ মূল্য দাবি করতে পারবে। উদ্দীপকের রাসেল ১ বছর ৫ মাস নিয়মিত কিস্তি প্রদান করেছে। সমর্পণ মূল্যের শর্ত পূরণ না হওয়ায় সে কোন অর্থ পায়নি।

প্রশ্ন ৮ ঢাকার কবির চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে জাপান থেকে অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ আমদানি করেন। সমুদ্রপথে ঝড়বাঞ্চা, বজ্রপাতা, জলদস্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি মর্তান ইস্যুরেস কোম্পানির সাথে ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের শর্তে প্রতিবছর ১.৫ লক্ষ টাকা প্রিমিয়ামের বিনিয়োগে একটি বিমাচুক্তি সম্পন্ন করেন। বিমাচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই কবিরের পণ্য পরিবহনকৃত জাহাজ বরফের সাথে ধাক্কা লেগে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার পণ্য নষ্ট হয়ে যায়।

- ক. জীবন বিমা কর্পোরেশন কী? ১
খ. বিমাকে সন্ধিশাসের চুক্তি বলা হয় কেন? ২
গ. কবির কোন ধরনের বিমা প্রহল করেছিলেন? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. কবির কী বিমাকারীর নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী? উভয়ের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে সরকারি মালিকানাধীন পরিচালিত জীবন বিমা সংস্থাটি একক প্রতিষ্ঠানটিই জীবন বিমা কর্পোরেশন।

খ বিমাকারী এবং বিমাগ্রাহীর সন্ধিশাসের উপর চুক্তি সংঘটিত হয় বলে বিমাকে সন্ধিশাসের চুক্তি বলা হয়।

বিমা হচ্ছে সন্ধিশাসের চুক্তি। উভয় পক্ষ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু সম্পর্কিত সত্য তথ্য আদান-প্রদান করে। এটাই চূড়ান্ত সন্ধিশাস।

গ কবির নৌ বিমা প্রহল করেছিলেন।

নৌপথে পরিবহনকালে উচ্চত ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাধারণত এ ধরনের বিমা করা হয়। ক্ষতি আংশিক বা সম্পূর্ণ যাই হোক বিমাকারী তা প্রদান করে। চুক্তিতে উল্লিখিত কারণে ক্ষতি হলেই কেবল ক্ষতি পূরণ করে।

উদ্দীপকের কবির চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে জাপান থেকে অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ আমদানি করেন। সমুদ্রপথে ঝড়বাঞ্চা, বজ্রপাতা, জলদস্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি বিমাচুক্তি করেন। সমুদ্রের বিপদ বা ঝুঁকি এড়ানোর জন্য নৌ বিমা করা হয়। তিনি যেহেতু সমুদ্রের ঝুঁকি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিমা করেছেন। সুতরাং বলা যায়, তিনি নৌবিমা করেছিলেন।

ঘ কবির বিমাকারীর নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী নয়। নৌবিমার ক্ষেত্রে বিমাচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর যদি কোন ক্ষতি সংঘটিত হয় তখন বিমাকারী প্রতিষ্ঠান ক্ষতিপূরণ দিবে। চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার আগে যদি কোন দূর্ঘটনা ঘটে তার জন্য বিমা কোম্পানি দায়ী নয়।

উদ্দীপকের কবির সাহেব ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ সাপেক্ষে প্রতিবছর ১.৫ লক্ষ টাকা প্রিমিয়ামের বিনিয়োগে একটি বিমাচুক্তি সম্পন্ন করেন। কিন্তু অন্যদিকে এই চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই তার ১৫ লক্ষ টাকার পণ্য নষ্ট হয়ে যায়। নৌবিমার ক্ষেত্রে আংশিক বা সম্পূর্ণ যে পরিমাণ ক্ষতিই হোক বিমা কোম্পানি তা পূরণ করবে। কিন্তু এটা হতে হবে বিমাচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পরে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে কবির সাহেবের বিমাচুক্তি সম্পত্তি হবার পূর্বেই তার জাহাজ বরফের সাথে ধাক্কা দেলে ১৫ লক্ষ টাকার পুণ্য নষ্ট হয়ে যায়। এখানে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান এর হাতে অধিকার আছে বিমাচুক্তিটা বাদ দেওয়ার। কারণ এই চুক্তিটি সম্পত্তি হয়েন। সেখানে বিমাদাবি চাওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। তবে বিমাচুক্তিটি সম্পত্তি করা হলে বাকি অর্থের জন্য কবির ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা পাবেন। উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, কবির সাহে বিমাদাবি পাওয়ার অধিকারী নন।

প্রশ্ন ৯ মি. আবুল একজন ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তি। তিনি তার জীবনের জন্য একটি বিমা কোম্পানির সাথে দুই লক্ষ টাকায় চুক্তিবন্ধ হয়ে বিমাপত্র সংগ্রহ করেন। তিনি চুক্তির সময় তাঁর 'রোগের বিষয়টি' উল্লেখ করেননি। তিনি মাস পর তিনি মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি বিমাদাবি পেশ করেন। কিন্তু বিমা কোম্পানি বিমাদাবি পরিশোধে অঙ্গীকৃতি জানায়।

/জাহিদজী ক্যাস্টমেট লেসেজ/

- অ. প্রিমিয়াম কী? ১
- ৰ. বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় কেন? বর্ণনা করো। ২
- গ. মি. আবুল বিমা চুক্তির কোন নীতি লঙ্ঘণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. বিমা কোম্পানির সিদ্ধান্তটি কতখানি যৌক্তিক বলে তুমি মনে করো? ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

a বুকি বহনের প্রতিদান মূল্যই হলো প্রিমিয়াম।

b বিমাপত্রে উল্লিখিত কারণে ক্ষতি হলে বিমাকারী বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ করে বলে বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

বিমা হলো সম্ভাব্য আর্থিক বুকির বিপরীতে ক্ষতিপূরণের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা। বিমা চুক্তিতে উল্লিখিত কারণে বিমাকৃত বিষয়বন্ধু ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণে বাস্তু থাকে।

c মি. আবুল বিমা চুক্তির 'সহিশৃঙ্খল সম্পর্কের নীতি' লঙ্ঘন করেছেন। বিমা হলো বিমা গ্রহীতা ও বিমাকারীর মধ্যে একটি চুক্তি। এর আওতায় বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারী একে অপরকে বিমা সম্পর্কিত সকল তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য। যা সহিশৃঙ্খলের নীতি নামে পরিচিত।

উদ্দীপকে মি. আবুল একজন ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তি। তিনি দুই লক্ষ টাকার একটি জীবন বিমাপত্র সংগ্রহ করেন। চুক্তির সময় তিনি তার রোগে 'স্বাস্থ্যটি' উল্লেখ করেননি। বিমা চুক্তির 'চূড়ান্ত সহিশৃঙ্খলের নীতি' অনুসৰি চুক্তিকে প্রত্যাবিত করতে পারে সম্ভাব্য এমন সব তথ্য উভয় পূর্ণ প্রকাশ করতে বাধ্য থাকে। একেতে বিমাগ্রহীতা কোনো তথ্য গোপন করে বিমাকারী চুক্তি বাতিল করার অধিকার রাখে। উদ্দীপকে মি. আবুল তার রোগের বিষয়টি বিমাকারীর কাছে প্রকাশ করেনি। যা চূড়ান্ত সহিশৃঙ্খলের নীতির লঙ্ঘন।

d উদ্দীপকে মি. আবুলকে বিমাদাবি পরিশোধে বিমা কোম্পানির অঙ্গীকৃতি জানানোর সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক হয়েছে বলে আমি মনে করি। বিমা হলো পরম বিশ্বাসের চুক্তি। এ চুক্তিতে উল্লিখিত কারণে বিমাগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমাকারী তা পূরণ করে থাকে।

উদ্দীপকে মি. আবুল একজন ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তি। তিনি একটি বিমা কোম্পানি থেকে দুই লক্ষ টাকার একটি জীবন বিমাপত্র সংগ্রহ করেন। তবে বিমাপত্রে ক্যান্সারের বিষয়টি উল্লেখ করেননি। তিনি মাস পর তিনি মারা যান। তাঁর মনোনীত ব্যক্তি বিমাদাবি পেশ করলে বিমা কোম্পানি দাবি পরিশোধে অঙ্গীকৃতি জানায়। যা যৌক্তিক সিদ্ধান্ত হয়েছে।

উদ্দীপকের মি. আবুল 'পরম বিশ্বাসের নীতি' অনুযায়ী বিমা কোম্পানিকে সকল তথ্য প্রদান করেন নি। তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত, এ তথ্যটি গোপন করা হয়েছে। যার ফলে 'পরম বিশ্বাসের নীতি' ভঙ্গ করা হয়েছে। তথ্য গোপন করায় বিমা কোম্পানি তার সম্ভাব্য মৃত্যু বুকির চেয়ে কম হবে প্রিমিয়াম ধার্য করেছে। একেতে মি. আবুলের মৃত্যুতে বিমা দাবি পরিশোধ করতে হলে বিমা কোম্পানির ক্ষতি হবে। তাই বিমা কোম্পানি বিমা দাবি পূরলে অঙ্গীকৃতি জানিয়েছে। যা ধৰ্যার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ১০ জাহিদ এন্ড সস ৪০,০০,০০০ টাকার সম্পত্তি ২০,০০,০০০ টাকার বিমা করে। পরে ঐ সম্পত্তি চুক্তিতে উল্লিখিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। ক্ষতির পূর্বে তার প্রকৃত মূল্য ছিল ২৫,০০,০০০ টাকা। কিন্তু বিমা কোম্পানির নিকট থেকে ২০,০০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা যাবে। শরিফ জাহিদকে বললেন যদি সম্পত্তির বর্তমান বাজার মূল্য ১৭,০০,০০০ টাকা হয় তাহলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে শুধু ১৭,০০,০০০ টাকাই পাওয়া যাবে।

(বিপজ্ঞা প্রাপ্তির স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে, সার্বিক/

১. ব্যবসায়িক বুকি কী?

২. আনুপাতিক হারে অংশগ্রহণ নীতি বলতে কী বোঝা?

৩. জাহিদ এন্ড সস কোন ধরনের বিমা করে? ব্যাখ্যা করো।

৪. শরিফ এর বক্তব্য অনুযায়ী বিমা কোম্পানি ১৭,০০,০০০

টাকার বেশি ক্ষতিপূরণ করবে না তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একই? বিপ্লবণ করো।

৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

a ব্যবসায় পরিচালনা সংক্রান্ত অসুবিধার কারণে সৃষ্টি বুকির হলো ব্যবসায়িক বুকি।

b একটি সম্পত্তির বিপরীতে একাধিক বিমা করা হলে বিমা কোম্পানিগুলো যে নীতি অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে তাকে আনুপাতিক হারে অংশগ্রহণের নীতি বলে।

একই সম্পত্তি একাধিক বিমাকারীর কাছে বিমা করা যায়। সহবিমাকারীগণ তখন বিমা দাবি পরিশোধের ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে অংশগ্রহণ করে। যে বিমা কোম্পানির কাছে যে পরিমাণ অংশ বিমা করা হয় তারা সেই হারে বিমা দাবি প্রদান করে থাকে। কিন্তু সর্বমোট বিমার পরিমাণ সম্পদের আসল মূল্যের সমান অর্থবা কম হতে হবে।

c জাহিদ এন্ড সস এর বিমাটি অগ্নিবিমা।

এ ধরনের বিমা সাধারণত অগ্নিকাশের ক্ষতিজনিত বুকি হাসের জন্য করা হয়। চুক্তিতে উল্লিখিত কারণে সম্পত্তির ক্ষতি হলে বিমাকারী বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। এ বিমাপত্র নিদিন্ত সময়ের জন্য হয়ে থাকে। উদ্দীপকের জাহিদ এন্ড সস ৪০,০০,০০০ টাকার সম্পত্তি ২০,০০,০০০ টাকায় বিমা করে। পরে ঐ সম্পত্তি চুক্তিতে উল্লিখিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। ক্ষতির পূর্বে তার প্রকৃত মূল্য ছিল ২৫,০০,০০০। কিন্তু বিমা কোম্পানির নিকট থেকে ২০,০০,০০০ টাকা আদায় করা যাবে। অগ্নিবিমার চুক্তি অনুসারে বিমা করার সময় সম্পত্তির যে মূল্যে বিমা করে শুধু সেই মূল্য বিমা কোম্পানি প্রদান করে। অগ্নিবিমাতে সাধারণত সম্পূর্ণমূল্য বিমা করা হয় না। কারণ আগুনে পুড়ে সম্পদের মূল্য শূন্য হয়ে যায় না। তাই কিছু অংশ বিমা করা হয়। উদ্দীপকে ও দেখা যায়, সম্পদের অর্ধেক বিমা করা হয়েছে। সুতরাং উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা বলতে পারি যে বিমাটি অগ্নিবিমা ছিল।

d শরিফের বক্তব্য অনুযায়ী বিমা কোম্পানি ১৭,০০,০০০ টাকার বেশি ক্ষতিপূরণ করবে না এ বক্তব্যের সাথে আমি একই।

জাহিদের মূল্যায়িত অগ্নিবিমা পত্রিত মূল্য আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল। এ ধরনের বিমার ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ সম্মিলিতভাবে মূল্য নিরূপণ করে। বিমাপত্রে উল্লিখিত সুনির্দিষ্ট কারণে সম্পদের ক্ষতি হলে বিমাকারী সম্পরিমাণ ক্ষতি পূরণ করতে বাধ্য বাজার মূল্য যাই থাকুক।

উদ্দীপকের শরিফ জাহিদকে বলেন যদি সম্পত্তির বর্তমান বাজার মূল্য ১৭,০০,০০০ টাকা হয় তাহলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে শুধু ১৭,০০,০০০ টাকাই পাওয়া যাবে। বিষয়টি মূল্যায়িত বিমাপত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না। তিনি অমূল্যায়িত বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরছেন। তাই আমি তার মতের সাথে একই। মূল্যায়িত রিমাপত্রের মূল্য প্রথমেই নির্দিষ্ট থাকে। বাজার মূল্য যাই থেক না কেন যে মূল্যে মূল্যায়িত করে বিমাপত্রি খোলা হয়েছিল সেই মূল্যটা এখনে বিবেচিত হয়। সম্পদিটির যে অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার বর্তমান বাজার মূল্য ২৫,০০,০০০ টাকা। জাহিদ ক্ষতিপূরণ পাবে ২০,০০,০০০ টাকা। কারণ ২০,০০,০০০ টাকায় সম্পদটি মূল্যায়িত করা হয়েছিল। একইভাবে বাজারমূল্য ১৭,০০,০০০ টাকা হলেও সে ২০,০০,০০০ টাকা ক্ষতি পূরণ পাবে।

মুক্তির পথ ১১ মি. অমৃল্য বেসরকারি অফিসে ঢাকরি করেন। তার শরীরের অবস্থা সুবিধাজনক নয়। অন্যদিকে তার বন্ধু বিজয় সরকারি ঢাকরে। বন্ধু বেতন কম পেলে কী হবে, সে তো ঢাকরি শেষে পেনশন পাবে। মি. অমৃল্য বিমা কর্মকর্তাকে কর্মশী঳ জিঞ্চাসা করলেন। কর্মকর্তা বললেন, এমন পলিসি আছে যেখানে পেনশনের মত টাকাই শুধু নয় নানান সুবিধাও পাওয়া যাবে। মি. অমৃল্যের প্রশ্ন, যদি আমি তা শেষ পর্যন্ত ঢালাতে না পারি তবে কী হবে? বিমা কর্মকর্তার "জবাব, এমন অবস্থা হলে বিমা কোম্পানি আপনার টাকা মেরে থাবে এমন মনে করার কোন কারণ নেই।

/বিশ্বারগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ/

- ক. আজীবন বিমাপত্র কী? ১
- খ. যৌথ বিমা বা যুগ্ম বিমা বলতে কী বোঝ? ২
- গ. মি. অমৃল্যকে বিমা কর্মচারী কোন ধরনের বিমাপত্র খুলতে পরামর্শ দিয়েছেন ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. মি. অমৃল্যের কি শেষ পর্যন্ত বিমা কর্মকর্তার কথায় আস্থা রাখা উচিত হবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

১ যে বিমাপত্রে বিমাগ্রাহীতা মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত প্রিমিয়াম পরিশোধ করে কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে বিমা দাবি পায় না তাকে আজীবন বিমাপত্র বলে।

২ একই বিমা পলিসির আওতায় একের অধিক ব্যক্তির জীবন একত্রে বিমা করা হলে তাকে যৌথ বা যুগ্ম বিমাপত্র বলে।

জীবন বিমার শুরুর দিকে একক জীবন বিমা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে বিমাগ্রাহীতার প্রয়োজনে যৌথ বিমাপত্রের আবির্ভাব ঘটে। একাধিক ব্যক্তির জীবন এক সাথে স্থি একত্রে নিদিষ্ট মেয়াদের জন্য এ বিমা চুক্তি করতে পারেন। শুধু জীবন বিমার ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য।

৩ মি. অমৃল্যকে বিমা কর্মচারী সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র খুলতে পরামর্শ দিয়েছেন।

সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র নিদিষ্ট মেয়াদের জন্য করা হয়। নিদিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিমাগ্রাহীতা মারা গেলে বিমাকৃত অঙ্ক পায় মনোনীত ব্যক্তি। আর বিমাগ্রাহীতা বেঁচে থাকলে মেয়াদ শেষে সে নিজেই বিমাকৃত অর্থ ভোগ করে।

উদ্দীপকে মি. অমৃল্য বেসরকারি অফিসে ঢাকরি করেন। তার শরীরের অবস্থা সুবিধাজনক নয়। তার বন্ধু বিজয় কম বেতনে ঢাকরি করলেও ঢাকরি শেষে পেনশন পাবে। মি. অমৃল্য পেনশন সুবিধা পাওয়ার জন্য বিমা কর্মকর্তার পরামর্শ নেন। বিমা কর্মকর্তা তাকে এমন বিমাপত্র নিতে বলেন, যেখানে পেনশনের সুবিধা লাভের পাশাপাশি নানান সুবিধা পাবেন। বিমা কর্মকর্তা মূলত তাকে মেয়াদি বিমাপত্র খুলতে বলেছেন। এর আওতায় নিদিষ্ট মেয়াদ শেষে পেনশনের মত একজো মোটা অঙ্কের টাকা পাবেন। আবার এ সময়ের মধ্যে মারা গেলে তার পরিবার বিমাকৃত টাকা পাবেন। যা তার বন্ধুর পেনশনের চেয়ে সুবিধাজনক। তাই বলা যায়, বিমা কর্মকর্তা মি. অমৃল্যকে সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র খুলতে বললেন।

৪ মি. অমৃল্যের শেষ পর্যন্ত বিমা কর্মকর্তার পরামর্শ মতো সাধারণ মেয়াদি বিমা খেলা উচিত।

সংশ্লেষের পাশাপাশি আর্থিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করে মেয়াদি জীবন বিমাপত্র। এ বিমা নিদিষ্ট সময়ের জন্য করা হয়। এ সময়ের মধ্যে বিমাগ্রাহীতার মৃত্যু হলে তার মনোনীত ব্যক্তি আর বেঁচে থাকলে বিমাগ্রাহীতা বিমাকৃত অঙ্ক পায়।

উদ্দীপকে মি. অমৃল্য বেসরকারি ঢাকরি করেন। তার বন্ধু বিজয় কম বেতন সরকারি ঢাকরি করেন। বন্ধু বিজয় ঢাকরি শেষে পেনশন পাবেন কিন্তু তিনি পাবেন না। তাই ডিবিআই অনিচ্যতায় বিমা কর্মকর্তার পরামর্শ গ্রহণ করেন। বিমা কর্মকর্তা তাকে মেয়াদি জীবন বিমাপত্র নিতে বলেন। যা থেকে পেনশনের মতো সুবিধার পাশাপাশি বিভিন্ন সুবিধা পাবেন।

মেয়াদি বিমাপত্র নিশ্চিতভাবে বিমাকৃত অর্থ পাওয়া যায়। বিমাগ্রাহীতার মৃত্যু বা বেঁচে থাকার যে কোনো অবস্থায় বিমা দাবি পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকায় জন্মাব অমৃল্যের এ বিমাপত্র গ্রহণ করা উচিত। তাছাড়া প্রিমিয়াম ঢালাতে অসমর্থ হলে সম্পর্ক মৃত্যু পাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে এ বিমায়। তাই বিমা কোম্পানি দ্বারা মি. অমৃল্যের টাকা মেরে থাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এ সকল সুবিধা বিবেচনায় মি. অমৃল্যের উচিত কর্মকর্তার কথায় আস্থা রাখা।

প্রশ্ন ১২ বিপর্যয়জনিত অনিচ্যতা মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতি পদক্ষেপে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অপ্রত্যাশিত এবং মানুষের এ না চাওয়া অনেক ঘটনার ফলে মানুষের মূল্যবান অনেক সম্পদ এবং সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। নানারকম ঝুঁকি থেকে সৃষ্টি এই অনিচ্যতা এবং অনিচ্যতা থেকে সৃষ্টি ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করার জন্য বিমা নামে একটি চুক্তিনির্ভর ব্যবস্থার স্থানীয় হয় মানুষজন। এই প্রক্রিয়াকে বন্ধ কর্তৃত মধ্যে ক্ষতি বন্টনের সমবায় ব্যবস্থা হিসেবে পরিগণিত করা হয়।

/কাস্টলবেট প্রাবলিক স্কুল এ্যাক্সেসজ সেবাস্ট্যান/

- ক. বাজি চুক্তি কী? ১
- খ. "বিমা চুক্তি বাজি ধরার চুক্তি নয়" — ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে মানুষের মূল্যবান সম্পদ ও সম্পত্তির জন্য বিভিন্ন বিমার গুরুত্ব আলোচনা করো। ৩
- ঘ. "বিমা হলো ঝুঁকি বন্টনের ব্যবস্থা"-এ উক্তি সম্পর্কে তোমার মতামতের যথার্থতা আলোচনা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

১ যে চুক্তির বিষয়বস্তুতে পক্ষসমূহের সংগত স্বার্থ জড়িত থাকে না তাই বাজিচুক্তি।

২ বিমা চুক্তি কোন বাজি ধরার চুক্তি নয়। পণ্য নষ্ট বাজি চুক্তিতে বৈধ চুক্তির অনেক অপরিহার্য উচ্চাক্ষরে স্থিত থাকে না। এই চুক্তি আইন দ্বারা স্বীকৃত নয়। অন্যদিকে ২০০৫ চুক্তির বিষয়বস্তুর উপর উভয়পক্ষের স্বার্থ জড়িত থাকে। বিমা চুক্তিতে বিমাগ্রাহীতা ও বিমাকারীর মধ্যে চৃড়ান্ত সরিষ্ঠাসের ভিত্তিতে আর্থিক ক্ষতিপূরণের চুক্তি হয়। যে অনিচ্যত ঘটনার জন্য চুক্তি করা হয় এ ঘটনাক্ষেত্রে বাজি ধরার চুক্তি নয়।

৩ মানুষের মূল্যবান সম্পদ ও সম্পত্তির জন্য বিমার গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের জীবন ও সম্পদের সাথে জড়িত ঝুঁকিগুলো আর্থিকভাবে মোকাবিলা করাই হল বিমা। বিমাকৃত সম্পদের কোন ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি সব কিছু ঠিকঠাক থাকা সাপেক্ষে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। উদ্দীপকে বিমা ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। বিপর্যয়জনিত অনিচ্যতা মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অপ্রত্যাশিত অনেক ঘটনার ফলে মানুষের মূল্যবান অনেক সম্পদের ক্ষতি হয়। নৌবিমার ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিমা ব্যবসার সুফলে মানুষ নিরাপদে পণ্য আনা-নেওয়া করতে পারে। নানারকম ঝুঁকি—সৃষ্টি অনিচ্যতা এবং অনিচ্যতা থেকে সৃষ্টি ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করাওয়ার জন্মানো কোম্পানির কাছে মানুষ স্বার্থ হয়। বিমাকে অনেকে ঝুঁকি হওনের সময় অধিকাংশ ঘটাতে পারে। অগ্নিবিমাপত্র উক্ত ঝুঁকির দায়িত্ব নেয়। সুতরাং মানুষের মূল্যবান সম্পত্তির জন্য বিমার গুরুত্ব অপরিসীম।

৪ "বিমা হলো ঝুঁকি বন্টনের ব্যবস্থা" এ উক্তিটি বিমার জন্য একটি যথার্থ উক্তি।

মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ঝুঁকি মোকাবিলা একটি সময়সূচীমূলক ব্যবস্থা হলো বিমা। বিমাকারী একজন বিমাগ্রাহীতার ঝুঁকি সব বিমাগ্রাহীতার মধ্যে সুষমভাবে বন্টন করে দেয়।

উদ্দীপকে বিমার ঝুঁকি বন্টন ব্যবস্থা কথা বলা হয়েছে। এক সঙ্গে অনেকগুলো বিমাগ্রাহীতার বিমা কোম্পানির সাথে বিমা চুক্তি থাকে। সব বিমাগ্রাহীতারই ঝুঁকি থাকে। বিমাকারী কোম্পানি এই সমস্ত বিমা গ্রাহীতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে দেয়। যে যে প্রতিটানেক ক্ষতি হয় বিমাকারী তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেয়। কিন্তু এই ক্ষতিপূরণটি আসে সমস্ত বিমাগ্রাহীতার প্রদত্ত প্রিমিয়াম থেকে। বিমা শ্রীতারা ধখন প্রিমিয়াম প্রদান করে বিমাকারী সেগুলো একত্রিত করে। সেই তহবিল বিমা কোম্পানি বিনিয়োগ করে। এই পুঁজীভূত প্রিমিয়াম থেকেই ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়, কোন বিমা গ্রাহীতার ক্ষতি হলে। ফলে সমস্ত বিমা কোম্পানির ঝুঁকি একে অন্যের সাথে বন্টিত হয়ে যায়। এই কাজটি বিমা কোম্পানি করে থাকে। সুতরাং বলা যায়, বিমা হলো একটি ঝুঁকি বন্টনের ব্যবস্থা।

প্রশ্ন ১৩ পাটের ব্যবসায়ী মিলন সাহেবের পাটের গুদাম বিমা করেছিল। পাটের পরিমাণ সঠিকভাবে উল্লেখ না করায় বিমা কোম্পানি তার বিমাচুক্তি বাতিল করেছে। অন্যদিকে জনাব তুহিন সাহেবের দীর্ঘদিন একটি ভাড়া বাসায় থাকেন। তিনি নিজ নামে ভবনটির বিমা করতে চাইলে বিমা কোম্পানি তাতে অঙ্গীকৃতি জানায়।

(বোর্ডারলী সরকারি মহিলা অঙ্গ)

- ক. প্রিমিয়াম কী? ১
- খ. স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মিলন সাহেবের বিমাচুক্তি কোন কারণে বাতিল হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. বিমা কোম্পানি কর্তৃক জনাব তুহিনের প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যানের কারণ কী? যুক্তিসংহারে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাগ্রহীতাকে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ নিশ্চয়তার বিপরীতে বিমা কোম্পানি বিমা গ্রহীতার নিকট থেকে যে অর্থ নেয় তাকে প্রিমিয়াম বলে।

খ ক্ষতিপূরণ প্রদান করার পর বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ভগ্নাবশেষের মালিকানা পরিবর্তন হওয়ার নীতিকে স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি বলে। সাধারণ বিমার বেলায় বিমাকৃত সম্পদের সম্পূর্ণ ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। কিন্তু ঐ সম্পদের যা অবশিষ্ট থাকে তার অধিকারী হন বিমা কোম্পানি। অর্থাৎ ভগ্নাবশেষ সম্পত্তির মালিকানা বিমা কোম্পানির কাছে হস্তান্তর হয়ে যায়। এই নীতিটি স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি।

গ চূড়ান্ত সহিষ্ণুসের অভাবে উদ্দীপকে উল্লিখিত মিলন সাহেবের বিমা চুক্তিটি বাতিল হয়েছে।

বিমার ক্ষেত্রে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে সহিষ্ণুসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই এ ক্ষেত্রে সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সঠিকভাবে প্রদানে উভয়পক্ষ একে অন্যের নিকট বাধ্য থাকে। বিমাচুক্তির এই নীতিকে চূড়ান্ত সহিষ্ণুসের নীতি বলে।

উদ্দীপকের পাটের ব্যবসায়ী মিলন সাহেবের পাটের গুদাম বিমা করে ছিলেন। তিনি পাটের পরিমাণ সঠিকভাবে উল্লেখ করেননি। পাটের পরিমাণ সঠিকভাবে উল্লেখ না করায় বিমা কোম্পানি তার চুক্তি বাতিল করেছে। বিমাচুক্তি করার সময় তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল উপস্থাপন করেছেন। তার সঠিক তথ্য পেলে বিমা কোম্পানি চুক্তিতে পরিবর্তন ও আনতে পারত। সুতরাং চূড়ান্ত সহিষ্ণুসের নীতি লজ্জন করার কারণে মিলন সাহেবের চুক্তিটি বাতিল হয়েছে।

ঘ বিমাযোগ্য স্বার্থের অভাবে জনাব তুহিন এর বিমা প্রস্তাবটি বিমা কোম্পানি প্রত্যাখ্যান করেছে।

বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে সাধারণত মালিকানা স্বত্ত্ব বা আর্থিক স্বার্থকে বোঝায়। বিমাকৃত সম্পদ বা কারো জীবনের বৈকিরি সাথে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থ থাকতে হয়। অর্থাৎ বিমার বিষয়বস্তুর উপস্থিতি বিমাগ্রহীতাকে আর্থিকভাবে লাভবান করবে।

উদ্দীপকের জনাব তুহিন সাহেবের দীর্ঘদিন একটি ভাড়া বাসায় থাকেন। তিনি নিজ নামে ভবনটির বিমা করতে চাইলে বিমা কোম্পানি তাতে অঙ্গীকৃতি জোনায়। তুহিন সাহেবের দীর্ঘদিন ঐ বাড়িতে ভাড়া থাকলেও ঐ বাড়িতে তার কোন বিমাযোগ্য স্বার্থ নেই। বিমাযোগ্য স্বার্থ বিমা চুক্তির একটি অপরিহার্য উপাদান এবং নীতি।

তুহিন সাহেবের ভাড়া বাড়িটি কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি আর একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতে পারবেন। ঐ বাড়িটি ক্ষেত্রে বা নট হয়ে যাওয়ার সাথে তুহিন সাহেবের আর্থিক কোন সম্পর্ক নেই। তিনি নিদিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে ঐ বাড়িতে অবস্থান করেন। একমাত্র প্রকৃত মালিকের ঐ বাড়িতে বিমাযোগ্য স্বার্থ আছে। তুহিন সাহেবের কোন বিমাযোগ্য স্বার্থ নেই। বিমাযোগ্য স্বার্থ ছাড়া কেউ ঐ বাড়ির বিমা করতে পারবে না। যেহেতু তুহিন সাহেবের ঐ বাড়ির ভাড়াটিয়া তাই তার ঐ বাড়ির উপর বিমাযোগ্য স্বার্থ নেই। সুতরাং বিমাযোগ্য স্বার্থ নীতির অনুপস্থিতির কারণে জনাব তুহিন সাহেবের প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

ঞ ১৪ সাজিদ তার মোটরসাইকেলের জন্য ৫ লক্ষ টাকার বিমা করেন। দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাজিদ বিমা দাবি উপস্থাপন করলে বিমা কোম্পানি দাবিকৃত ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। পরবর্তীকালে মোটরসাইকেলটি ৫০,০০০ টাকায় সাজিদ বিক্রয় করতে চাইলে বিমা কোম্পানি তাকে বাধা দেয়।

(জাপানের ক্যারিওনেট প্রদলিক স্কুল এবং কলেজ, সিলেট)

ক বিশুদ্ধ বৈকি কী? ১

খ স্বার্থ ছাড়া বিমা চুক্তি সম্পর্ক হয় না কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ সাজিদ কোন নীতির আওতায় বিমা কোম্পানির কাছ থেকে অর্থ লাভ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি কর্তৃক সাজিদকে বাধা দেয়ার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল সঞ্চাব্য বিপদজনক বা বুকিংগত অবস্থায় অথবা কোনো দুর্ঘটনায় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিশ্চিত ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাকে বিশুদ্ধ বৈকি বলে।

খ স্বার্থ বা বিমাযোগ্য স্বার্থ ছাড়া বিমা চুক্তি সম্পর্ক হয় না। স্বার্থ বলতে এখনে সাধারণ ও আর্থিক স্বার্থকে বোঝায়। বিমার বিষয়বস্তুতে যার স্বার্থ নেই সে বিমা করতে পারে না। বিমার মূল নীতিগুলোর মধ্যে বিমাযোগ্য স্বার্থ নীতি একটা গুরুত্বপূর্ণ নীতি। এই নীতিকে উপেক্ষা করে কখনই বিমা চুক্তি সম্পর্ক হয় না।

গ সাজিদ স্থলাভিষিক্ততার নীতির আওতায় বিমা কোম্পানির কাছ থেকে অর্থ লাভ করেছেন।

স্থলাভিষিক্তকরণের নীতির আওতায় বিমাকারী বিমাগ্রহীতার সম্পূর্ণ ক্ষতি পরিশোধ করে দেয়। কিন্তু ঐ সম্পদ থেকে যে পরিমাণ সম্পদ উচ্চার করা যায় তার মালিক হয় বিমাকারী।

উদ্দীপকে সাজিদ তার মোটরসাইকেলের জন্য ৫ লক্ষ টাকার বিমা করেন। দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাজিদ বিমা দাবি উপস্থাপন করলে বিমা কোম্পানি পুরো ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। পরবর্তীকালে মোটরসাইকেলটি ৫০,০০০ টাকায় সাজিদ বিক্রয় করতে চাইলে বিমা কোম্পানি তাকে বাধা দেয়। তিনি সম্পূর্ণ বিমাদাবি পেয়ে গেছেন। পরবর্তী ভগ্নাবশেষ সম্পদটির উপর এখন বিমাকারীর দাবি আছে। স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি অনুযায়ী সাজিদ চাইলেও বিক্রয় করতে পারবে না। অর্থাৎ স্থলাভিষিক্তকরণের নীতির আওতায় বিমাকারী ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছে এবং এই নীতির আওতায়ই সাজিদ বিমা কোম্পানির কাছ থেকে অর্থ লাভ করেছে।

ঘ উদ্দীপকের বিমা কোম্পানি কর্তৃক সাজিদকে বাধা দেয়াটা যৌক্তিক ছিল।

স্থলাভিষিক্ততার নীতি অনুসারে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ নেওয়ার পর ভগ্নাবশেষ অংশের মালিক বিমা গ্রহীতা থাকে না। এই অংশের মালিক হয় বিমাকারী প্রতিষ্ঠান। বিমাকারী প্রতিষ্ঠান বিক্রি করে যেটুকু উচ্চার করতে পারবে তা নিজের কাছে রাখবে।

উদ্দীপকের সাজিদকে দেখা যায় তিনি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ নিয়েছেন। তিনি পুনরায় মোটরসাইকেলটির ভগ্নাবশেষ অংশটুকু বিক্রি করে অর্থলাভের চেষ্টা করেন। বিমাচুক্তির নীতি অনুসারে তিনি আর ঐ সম্পদের উপর দাবি করতে পারবেন না। বিমাচুক্তির স্থলাভিষিক্ততার নীতি অনুযায়ী বিমা কোম্পানি এখন ঐ মোটরসাইকেলটির মালিক। সাজিদ যদি ঐটা বিক্রি করতে যায় তাহলে নীতি লজ্জন করা হবে। বিমাকারীর অধিকার আছে সাজিদকে বাধা দেওয়ার। প্রয়োজনে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান আইনের আশ্রয় নিতে পারবেন। বিমাচুক্তির অন্যতম নীতি অনুযায়ী রায় তাদের পক্ষে থাকে। সুতরাং বিমা কোম্পানি কর্তৃক সাজিদকে বাধা দেওয়াটা যৌক্তিক ছিল।

প্রশ্ন ▶ ১৫ শাকিল যশোরের বেজপাড়া তার বাবা-মার সাথে থাকে। তাদের বাসার পাশে 'যমুনা লাইফ ইন্সুরেন্স' নামের একটি সাইনবোর্ড শাকিল প্রায় লক্ষ করে। একদিন সে তার বাবাকে সাইনবোর্ডের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তার বাবা বলেন, এটি এক ধরনের ব্যবসায় যা মানুষের বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকির বিপরীতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এ ব্যবসায় আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। বর্তমানে ব্যবসায়টি সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত।

/জ্যান্টসেট অনলজ, মশের/

- ক. অবিমায়োগ্য ঝুঁকি কী? ১
- খ. বিমাকে ঝুঁকি বর্ণনের ব্যবস্থা বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'যমুনা লাইফ ইন্সুরেন্স' কোন ধরনের কোম্পানি? বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. 'যমুনা লাইফ ইন্সুরেন্স' ব্যবসায়টি গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত হওয়ায় যথার্থ কারণ আছে কি? মূল্যায়ন করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব ঝুঁকির বিপরীতে বিমাপত্র গ্রহণ করা যায় না, তাকে অবিমায়োগ্য ঝুঁকি বলে।

সহজেক তথ্য

যেমন: চাহিদা পরিবর্তন, যুদ্ধ, হয়তাল-অবরোধ, সরকারি নীতির পরিবর্তন ইত্যাদি।

খ মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ঝুঁকি মোকাবিলার একটি সমবায়মূলক ব্যবস্থা হলো বিমা।

বিমা কোম্পানিতে এক সঙ্গে অনেকগুলো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠা বিমা করে। কারও ঝুঁকি কম আবার কারও ঝুঁকি বেশি। বিমাকারী কোম্পানি বিমাগ্রহীতাদের ঝুঁকি সব বিমা গ্রহীতার মধ্যে সুষমভাবে বণ্টন করে দেয়। এ জন্যই বিমাকে ঝুঁকি বর্ণনের ব্যবস্থা বলা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'যমুনা লাইফ ইন্সুরেন্স' একটি বিমা কোম্পানি। মানুষের জীবন ও সম্পদের সাথে জড়িত ঝুঁকি আর্থিকভাবে মোকাবিলার কৌশলই বিমা। বিমা মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। উদ্দীপকের শাকিল তার বাবা-মার সাথে থাকে। তাদের বাসার পাশে 'যমুনা লাইফ ইন্সুরেন্স' নামের একটি সাইনবোর্ড সে প্রায় লক্ষ করে। একদিন সে তার বাবাকে সাইনবোর্ডের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। তার বাবা বলেন, এটি এক ধরনের ব্যবসায় যা মানুষের বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকির বিপরীতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এ ব্যবসায় আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। আমরা বিমা ব্যবসায় এর ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে, বিমা ব্যবসায় ঝুঁকির বিপরীতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। ফলে ব্যবসায় এর নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। সুতরাং বলা যায়, যমুনা লাইফ ইন্সুরেন্স একটি বিমা ব্যবসায়।

ঘ "যমুনা লাইফ ইন্সুরেন্স" ব্যবসায়টি ঝুঁকি বণ্টন ও আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত।

এ ব্যবসায় মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ঝুঁকি মোকাবিলা করে। এতে বিমাগ্রহীতাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। ঝুঁকি মোকাবিলা বলতে বিমা গ্রহীতাদের ঝুঁকি বহন করা বা সবার মাঝে বণ্টন করে দেয়াকে বোঝায়।

উদ্দীপকের শাকিল এর বাবা বলেন বর্তমানে 'যমুনা লাইফ ইন্সুরেন্স' ব্যবসায়টি সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত। অর্থাৎ শুধু এই কোম্পানিই নয় বরং সকল বিমা ব্যবসায় সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত। বর্তমানে মানুষ বিমা ব্যবসায়ের উপর অনেক খনি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। জীবন ও সম্পদের নিশ্চয়তা বলতে তারা সরাসরি বিমা ব্যবসায়কে বুঝছে।

প্রত্যেকটা মানুষের জীবন ও সম্পত্তির উপর ছোট বড় অসংখ্য ঝুঁকি বিদ্যমান। যেকোনো উপায়ে মানুষ তার ঝুঁকি কমাতে চায়। যমুনা লাইফ ইন্সুরেন্স ব্যবসায় এর মত বিমা কোম্পানিগুলো মানুষের প্রত্যাশা প্রকাশ করে। বিমা ব্যবসায়গুলো নিদিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে মানুষের ঝুঁকি নিজে বণ্টন করে নেয়। আবার জীবন বিমার ক্ষেত্রে কোন দুর্ঘটনা না ঘটলে ভবিষ্যতে মূল্যায়ন সম্মত অর্থ ফেরত পাওয়া যায়। যা মানুষকে নিরাপদ সংঘর্ষে উৎসাহিত করে। উপর কারণে মানুষের কাছে বিমা ব্যবসায় গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত।

প্রশ্ন ▶ ১৬ মি. তিহান তার মায়ের সাথে একই বাড়িতে থাকেন। বাড়িটি তিহানের মায়ের নামে। ভূমিকম্প হলে বাড়িটি ভেঙে পড়তে পারে এই কথা চিন্তা করে মি. তিহান বাড়িটি বিমা করতে গেলে বিমা কোম্পানি বাড়িটি বিমা করতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন মি. তিহানের মা নিজেই বাড়িটি বিমা করেন। তারপর মি. তিহান বিমা কোম্পানিকে না জানিয়ে পরবর্তী তলার কাজ শুরু করেন। ২য় তলার কাজ শেষ হওয়ার পরপরই বাড়িটি একপাশে হেলে যায়। মি. তিহানের মা বিমা দাবি পেশ করলে বিমা কোম্পানি বিমা দাবি পূরণে অস্বীকৃতি জানায়। /জেলা সরকারি কলেজ/

- ক. বিমা কী? ১
- খ. বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে কি বোঝায়? ২
- গ. কোন নীতির জন্য উদ্দীপকের মি. তিহানের প্রস্তাবে বিমা কোম্পানি বাড়িটি বিমা করতে সম্মত হয়নি? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে তিহানের মা কি বিমা দাবি পাওয়ার যোগ্য? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের জীবন বা সম্পত্তির ঝুঁকি আর্থিকভাবে মোকাবিলার কৌশলই হলো বিমা।

খ বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে সাধারণত মালিকানা স্বত্ত বা আর্থিক স্বার্থকে বোঝায়।

বিমাকৃত সম্পদ বা জীবনের ঝুঁকির সাথে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থ থাকলে এবং বিমার বিষয়বস্তুর উপস্থিতি বিমাগ্রহীতাকে আর্থিকভাবে লাভবান করবে। এরূপ স্বার্থ থাকলেই তাকে বিমাযোগ্য স্বার্থ বলে, যার বিপরীতে বিমাচুক্তি সম্পদিত হতে পারে।

গ বিমাযোগ্য স্বার্থ নীতির জন্য উদ্দীপকের মি. তিহানের প্রস্তাবে বিমা কোম্পানি বাড়িটি বিমা করতে সম্মত হয়নি।

বিমাকৃত সম্পদের উপর বিমাগ্রহীতার সরাসরি স্বার্থ থাকতে হবে। বিমা যোগ্য স্বার্থ ছাড়া কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন সম্পদ বা জীবনের বিমা করতে পারে না।

উদ্দীপকের মি. তিহান তার মায়ের সাথে একই বাড়িতে থাকে। কিন্তু বাড়িটি তার মায়ের নামে। ভূমিকম্প হলে ক্ষতি হতে পারে একথা চিন্তা করে সে বিমা করতে যায়। কিন্তু বিমা কোম্পানি তার বাড়িটি বিমা করতে অসম্মতি জানায়। বাড়িটি যেহেতু মি. তিহানের মায়ের নামে তাই তার মায়েরই এখানে বিমাযোগ্য স্বার্থ আছে। মি. তিহানের বাড়িটির উপর বিমাযোগ্য স্বার্থ নেই। বিমাযোগ্য স্বার্থ হলো বিমা চুক্তির অন্যতম মৌলিক নীতি। এই নীতির অনুপস্থিতির জন্যই বিমা কোম্পানি মি. তিহানের প্রস্তাবটিতে অসম্মত জানিয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে মি. তিহানের মা বিমা দাবি পাওয়ার যোগ্য নন।

প্রত্যক্ষ কারণ নীতি অনুসারে, বিমা চুক্তিতে উল্লিখিত প্রত্যক্ষ কারণ ব্যতিত অন্য কোন কারণে বিমাকৃত সম্পদের ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতি দিবে না। বিমা করার সময় যাবতীয় বিষয়বস্তু প্রকাশ করতে হবে। বিমা চুক্তিতে স্থান্য কারণগুলোও উল্লেখ থাকে।

উদ্দীপকের মি. তিহানের মা নিজের বাড়িটি বিমা করেন। তারপর মি. তিহান বিমা কোম্পানিকে না জানিয়ে পরবর্তী তলার কাজ শুরু করেন। ২য় তলার কাজ শেষ হওয়ার পরপরই বাড়িটি হেলে যায়। মি. তিহানের মা বিমা দাবি পেশা করলে বিমা কোম্পানি বিমা দাবি পূরণে অস্বীকৃতি জানায়। বিমাচুক্তি করার সময় তিনি এই বিষয় উল্লেখ করেননি। এমনকি ২য় তলার কাজ শুরু করার আগেও বিমা কোম্পানিকে বিধৃতি জানিয়ে। মি. তিহান সাহেবের অবহেলার জন্ম তার বাড়ির ক্ষতি হয়েছে। প্রত্যক্ষ কারণ নীতি অনুসরণ না করায় মি. তিহানের মা বিমা দাবি পাবে না।

বিমাচুক্তি করার সময় বিমাকৃত সম্পত্তির সমস্থ বিষয়বস্তু ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থাপন করতে হয়। এ সময় বিমা কোম্পানি কিছু শর্ত জুড়ে দেয়। বিমা গ্রহীতাকে ঐ শর্তগুলো মেনে চলতে হয়। শর্তগুলো বিমা চক্ষিতে লিপিবদ্ধ থাকে। উন্নীপকের মি. তিহানের মা শর্তগুলো মেনে চলেনি। তিনি ছিতীয় তলা করার সময় বিমা কোম্পানিকে জানায়নি। এমনও হতে পারত বিষয়টা জানার পর বিমা কোম্পানি প্রিমিয়াম বেশি দাবি করত অথবা বিমাটি বাদ দিত। সুতরাং মি. তিহানের মাকে বিমাদাবি না দেওয়াটা বিমা কোম্পানির পক্ষে যুক্তিসংজ্ঞাত।

প্রশ্ন ▶ ১৭ বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায়ে অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। বর্তমানে জীবন বিমা খাতে ৩১টি ও সাধারণ খাতে ৪৬টি কোম্পানি কাজ করছে। বিমা কোম্পানির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তাদের কার্যপরিধি এখনও সীমাবদ্ধ। জীবন বিমা খাতে সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে ঝুকি নিরূপণ, কিন্তু সংখ্যা ও হার সঠিকভাবে নির্ণয় করার উপায়। অন্যদিকে শিল্পে অনগ্রসরতা, অর্থনৈতিক দুর্বলতা সাধারণ বিমা খাতের উন্নয়নের পথে অনেক বড় বাধা হয়ে আছে।

ক. উন্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি কী? ১

খ. 'জাহাজের চলাচল যোগ্যতা' নৌবিমা চুক্তির কোন ধরনের শর্ত? ২

গ. বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে বিমার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জীবন বিমার ক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের হার নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানগুলো আলোচনা করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বিমাকৃত সম্পদের ক্ষতি হওয়ার পর যদি তা উন্ধারযোগ্য হয় কিন্তু উন্ধার খরচ উন্ধারকৃত সম্পদের চেয়ে বেশি হয় তাকে উন্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি বলে।

খ. "জাহাজের চলাচল যোগ্যতা" নৌবিমার আবাস্তু শর্ত।

জাহাজ চলাচল যোগ্যতা বলতে অবস্থানগত যোগ্যতার সাথে অভিজ্ঞ কান্ত্রন, নাবিক নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য বোঝায় কে বোঝায়। চুক্তি করার সময় উরেখ না করলেও উভয়পক্ষই ধরে নেয় যে জাহাজটি চলাচল যোগ্য।

গ. বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে বিমার গুরুত্ব অপরিসীম।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ও ব্যক্তি জীবনের আর্থিক ঝুকি মোকাবিলার কৌশলটি হলো বিমা। বিমাকারী ঝুকি বন্টনকরী হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশে বিমা ব্যবসায়ে অনেকটা পিছিয়ে। বর্তমানে বিমা খাতে ৩১টি জীবন বিমা ও ৪৬টি সাধারণ বিমা কোম্পানি কাজ করছে। একটা ব্যবসায় সম্প্রসারণের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে ঝুকি। যে ব্যবসায়ে যত ঝুকি কম তারা তত দ্রুত অগ্রসর হতে পারে। বিমা ব্যবসায়গুলো এসব বন্টন করার দায়িত্ব পালন করে। তখন প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

ঘ. নৌপথে অনেক ধরনের ঝুকি রয়েছে। নৌ বিমাপত্র নৌপথে নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে। অগ্নিবিমাপত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অগ্নিকাণ্ডজনিত যাবতীয় ক্ষতির দায়িত্ব নেয় অগ্নিবিমা। ফলে ব্যবসায় উন্নয়ন ত্রুটিত হয়। সুতরাং আমরা দেখতে পারি বাংলাদেশে বিমা ব্যবসায় পিছিয়ে থাকলেও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে বিমার গুরুত্ব অপরিসীম।

ঙ. জীবন বিমার ক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের হার নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানগুলোর মধ্যে প্রধান হলো বিমাপত্রের মেয়াদ, ঝুকির পরিমাণ।

বিমাচুক্তিতে বিমাকারীর ঝুকি বহনের নিশ্চয়তার বিপক্ষে বিমাগ্রহীতা যে অর্থ বিমাকারীকে প্রদান করাই হল প্রিমিয়াম। প্রিমিয়াম মূলত বিমাকারী কর্তৃক বিমাগ্রহীতার বিমা দাবি পরিশোধের প্রতিশুতির প্রতিদান। ঝুকির প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুযায়ী বিমা প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হয়।

উন্নীপকে বিমা ও ঝুকি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। বিমাপত্রের মেয়াদ ও ধরনের উপরও বিমা প্রিমিয়ামের হার নির্ভরশীল। সবকিছু ঠিক রেখে যদি মেয়াদ বেশি হয় তাহলে প্রিমিয়াম কম হবে। আবার মেয়াদি বিমা পত্রের থেকে আজীবন বিমাপত্রের প্রিমিয়ামের পরিমাণ কম হয়। ঝুকির ধরন প্রিমিয়ামের নির্ধারণের ক্ষেত্রে অপরিহার্য উপাদান। যে বিমার বিষয়বস্তুর ঝুকি যত বেশি প্রিমিয়ামের পরিমাণও বেশি হবে। ব্যবস্থাপনা খরচও বিবেচ্য বিষয়। ব্যবস্থাপনা খরচ বেশি হলে প্রিমিয়ামও অনেক বেশি হয়। বিনিয়োগের সুবিধা ও প্রিমিয়াম নির্ধারণে সহায়তা করে। দেশে যদি বিনিয়োগের সুবিধা ভালো থাকে তাহলে বিমা কোম্পানি বেশি আয় করতে পারবে। ফলে প্রিমিয়াম কর ধরবে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ জনাব সালমান দীর্ঘদিন সুনামের সহিত ব্যবসায় করছেন। তিনি তার গাড়িটি ৫ লক্ষ টাকায় বিমা করেন। দুষ্টনায় গাড়িটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি বিমাদাবি পেশ করলে বিমা কোম্পানি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। অন্যদিকে তিনি ব্যবসায়ের প্রয়োজনে রূপালি ব্যাংক লি. থেকে ১০% সুদে ৫০ লক্ষ টাকার ঋণ নিয়েছেন। দুবছর ঠিকমতো ঝণের ক্ষতি পরিশোধ করতে পারছেন না।

/চাকা কর্মসূচীকরণ

ক. IDRA কী?

খ. বিমাকে ঝুকি বন্টনের যৌথ ব্যবস্থা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ১

গ. জনাব সালমানের রূপালি ব্যাংকের ঝণের ক্ষতি পরিশোধ করতে না পারা কোন ধরনের ঝুকির অন্তর্ভুক্ত। ব্যাখ্যা করো। ২

ঘ. উন্নীপকে উল্লিখিত জনাব সালমানের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রাওয়া কি যৌক্তিক? বিমা ব্যবসায়ের নীতির আলোকে মতামত দাও। ৩

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. IDRA (Insurance Development & Regulatory Authority) হলো বাংলাদেশে বিমা ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।

খ. বিমার মাধ্যমে বিমাগ্রহীতা তার সন্তোষ ঝুকিকে কয়েকটি পক্ষের মধ্যে বন্টন করে, তাই বিমাকে ঝুকি বন্টনের যৌথ ব্যবস্থা বলা হয়।

বিমা এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত বিমাগ্রহীতার ক্ষতিকে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করা যায়। এ ব্যবস্থায় বিমাকারী বিভিন্ন বিমাগ্রহীতার কাছ থেকে প্রিমিয়াম সংগ্রহ করে ক্ষতিগ্রস্ত বিমাগ্রহীতার ক্ষতিপূরণ করে।

গ. জনাব সালমানের রূপালি ব্যাংকের ঝণের ক্ষতি পরিশোধ করতে না পারা হল আর্থিক ঝুকি।

এ ধরনের ঝুকি আর্থিক সংকটের কারণে পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করতে না পারলে সৃষ্টি হয়। সাধারণত প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়াত্ত্বের সময়, মূলদনের সংকটের কারণে আর্থিক ঝুকির উভব হতে পারে।

উন্নীপকের জনাব সালমান সাহেবের ব্যবসায়ের প্রয়োজনে রূপালি ব্যাংক লি. থেকে ঋণ নিয়েছেন। ঝণের পরিমাণ ছিল ৫০ লক্ষ টাকা ১০% সুদে। দু বছর ঠিকমতো ঝণের ক্ষতি পরিশোধ করেছেন। কিন্তু এখন আর সময়মতো ক্ষতি পরিশোধ করতে পারছেন না। জনাব সালমান সাহেবের ব্যবসায় আর্থিক সংকটের কারণে এরূপ হচ্ছে। বিষয়টা তাকে দেউলিয়াত্ত্বের দিকে ধাবিত করছে। আর্থিক ঝুকির ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠানের বা বাস্তির দেউলিয়াত্ত্বের সময় এমন ঝুকি সৃষ্টি হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি, জনাব সালমান সাহেবের ঝণ পরিশোধ করতে না পারা আর্থিক ঝুকির অন্তর্ভুক্ত।

ঘ. উন্নীপকের আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি অনুযায়ী মোট বিমা সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রাওয়া যৌক্তিক।

আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি অনুযায়ী বিমাকৃত বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতি হলে বিমাকারী ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।

সাধারণত মোটরযানের নিরাপত্তার জন্য মোটর বিমা করা হয়। নিমিট্ট প্রিমিয়ামের বিনিয়য়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিমা করা হয়। কোন ক্ষতি হলে বিমাকারী তা পূরণ করে।

জনাব সালমান দীর্ঘদিন সুনামের সহিত ব্যবসায় করছেন। তিনি তার গাড়িটি ৫ লক্ষ টাকায় বিমা করেন। দুষ্টিনায় গাড়িটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি বিমা দাবি পেশ করেন। বিমা কোম্পানি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। বিমাকারী প্রতিষ্ঠান এখানে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদানে দায়বন্ধ ছিল। আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি অনুসারে বিমা প্রয়োগের সৃষ্ট ক্ষতিপূরণ করাই বিমা কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য। মোটর বিমায় বিমাকৃত সম্পদের সম্পূর্ণ ক্ষতি হলে যে পরিমাণ পর্যন্ত বিমা করা থাকে তা বিমাকারী পূরণ করবে। উদ্দীপকে গাড়িটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ জন্য বিমা কোম্পানি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করেছে। আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি অনুযায়ী সালমানের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাওয়াটা যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ১৯ ফাহিমের মাথায় ষত উচ্চট চিন্তা। সে ভাবে যে মানুষটা কদিন পরেই মারা যাওয়ার সন্তাননা তার জীবন বিমা করলে ঠকার সন্তাননা নেই। তাছাড়া ভাঙ্গা গাড়ি বিমা করলে গাড়িতে নানা সমস্যা হবেই, তাই বিমা করে টাকা পাওয়া যাবে। তবে বন্ধু আকন্দ বললো, নিজের লাভলাভের বিষয় না থাকলে যার তার উপর বিমা করা যায় না। ভাঙ্গা গাড়ি বিমা করে ক্ষতিপূরণ আদায় করবে বিমা কোম্পানিকে এতো পাগল ভেবো না। বিমা জুয়া নয়। অনেক নিয়ম নীতি ও হিসাব-নিকাশের মধ্য দিয়ে এই ব্যবসায় চলে।

(গুরুপান কর্মসূচি কলেজ, ঢাকা)

- ক. বিশুদ্ধ ঝুঁকি কাকে বলে? ১
- খ. বিমা প্রিমিয়াম কিভাবে নির্ধারণ করতে হয়? ২
- গ. 'যার তার উপর বিমা করা যায় না' বলতে উদ্দীপকে কোন নীতির ইঙ্গিত মিলেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আকন্দের কথার মধ্য দিয়ে বিমা একটা বৈধ ও কল্যাণকর ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে— এ বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যে সকল সন্তান্য বিপদজনক বা ঝুঁকিগত অবস্থায় অথবা কোনো দুষ্টিনায় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিশ্চিতভাবেই ক্ষতির সম্মুখীন হলে তাকে বিশুদ্ধ ঝুঁকি বলে।

খ. বিমাকারী ঝুঁকি বহনের নিশ্চয়তার বিপক্ষে বিমা প্রয়োগের কাছ থেকে যে অর্থ নেয় তাই প্রিমিয়াম; বিমা প্রিমিয়াম নির্ধারণের সময় বিমার ধরন, মেয়াদ, ঝুঁকি বিবেচনা করতে হয়। উপরোক্ত বিষয়গুলোর সাথে আনুষঙ্গিক খরচাবলি সমন্বয় করে প্রিমিয়াম নির্ধারণ করতে হয়।

গ. 'যার তার উপর বিমা করে যায় না' বলতে বিমাযোগ্য স্বার্থ নীতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে বিমাকৃত সম্পদ ও জীবনের উপর বিমাপ্রয়োগের স্বার্থকে বোঝায়। তবে স্বার্থটা অবশ্যই আর্থিক হতে হবে। অর্থাৎ বিমার বিষয়বস্তুর উপরিথিতি বিমাপ্রয়োগের আর্থিকভাবে লাভবান করবে।

উদ্দীপকের ফাহিমের মাথায় উচ্চট চিন্তা। সেভাবে যে মানুষটা কদিন পরেই মারা যাওয়ায় সন্তাননা তার জীবন বিমা করতে। ফলে তার ঠকার সন্তাননা সে দেখছে না। আবার সে ভাঙ্গা গাড়ি বিমা করে অর্থলাভ করার চিন্তা করে। আকন্দ সাহেবের বলেছেন যে যার তার উপর বিমা করা যায় না। বিমা করতে হলে ঐ জীবন বা সম্পদের উপর ফাহিমের বিমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে হবে। ফাহিম ইচ্ছা করলেও বিমাযোগ্য স্বার্থ ছাড়া কারও উপর বিমা করতে পারবে না। উদ্দীপকের আকন্দ সাহেবের উক্তি থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে, তিনি বিমাযোগ্য স্বার্থ নীতির কথা উল্লেখ করেছেন।

ঘ. উদ্দীপকের আকন্দের কথামত বিমা একটি বৈধ ও কল্যাণকর ব্যবস্থা— উক্তিটি যথার্থ।

বৈধ বলতে আইন দ্বারা স্বীকৃত ব্যবস্থাকে বোঝায়। কল্যাণকর বলতে উন্নয়নে সহায়ক কোনো কিছুকে বোঝায়। যা সমাজ ও ব্যবসায়ে উন্নয়নে সহায়তা করবে।

উদ্দীপকের আকন্দ সাহেব বলেন বিমা জুয়া খেলা নয়। অনেক নিয়ম-নীতি ও হিসাব নিকাশ এর মধ্য দিয়ে এই ব্যবসায় চলে। অনেক নিয়ম-নীতি বিমা ব্যবসায়কে বৈধতা দেয়। অর্থাৎ শুধু বৈধ বিষয়গুলোর বিমা করা যায়। অন্যদিকে বৈধ বিষয়বস্তুর উপর বিমা করায় সমাজের কল্যাণ হয়। ব্যবসায়ীরা সহজে উৎসাহিত হয়।

নিয়ম-নীতি মেনে চলার কারণে অসাধু ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায়কে বিমার আওতায় আনতে পারে না। ফলে অসাধু ব্যবসায়ীরা নিরুৎসাহিত হয়। ঝুকি একটা ব্যবসায় সম্প্রসারণে গর অন্যতম প্রতিবন্ধক। বিমার মাধ্যমে ঝুকিগত প্রতিবন্ধকভা দূর হয়। ফলে ব্যবসায় আরো সম্প্রসারিত হয়। বিষয়গুলো দেশ ও দশের জন্য কল্যাণকর। নির্মূলভাবে নিয়ম-নীতি মেনে চলার কারণে শুধু বৈধ ব্যবসায়ীরা বিমা করতে পারে। সুতরাং বলা যায় উদ্দীপকের আকন্দ সাহেবের কথার মধ্য দিয়ে বিমা একটা বৈধ ও কল্যাণকর ব্যবস্থা চিহ্নিত হয়েছে যা পুরোপুরি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২০ বুবিনা ইসলাম ২০১১ সালে মর্জান লাইফ ইন্সুরেন্স এর সাথে মাসিক প্রিমিয়াম প্রদানের বিনিয়য় ১০ বছরের জন্য একটি বিমা চুক্তি সম্পাদন করেন। ১০ বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলে তার মনোনীত সন্তানেরা বিমার অর্থ পাবেন আর বেঁচে থাকলে তিনি অর্থ পাবেন। পাঁচ বছর পর আর্থিক অসঙ্গতির কারণে তিনি বিমাটি বন্ধ করে দেয়ার জন্য আবেদন করেন এবং প্রদত্ত প্রিমিয়ামের ২৫ শতাংশ ফেরত প্রদানের দাবি করেন।

(শ্রদ্ধা পুলিশ স্কুলি কলেজ, ঢাকা)

- ক. প্রিমিয়াম কী? ১
- খ. জীবন বিমায় মৃত্যুহার পঞ্জি ব্যবহার করা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে বুবিনা ইসলাম মেয়াদভিত্তিক কোন ধরনের জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর, মর্জান লাইফ ইন্সুরেন্স বুবিনা ইসলামকে তার দাবিকৃত অর্থ প্রদান করবে? উদ্দীপকের আলোকে যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বিমাকারী এবং বিমাপ্রয়োগের পারম্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই বিমার সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয় বলে একে পরম বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয়।

খ. জীবন বিমার ক্ষেত্রে মৃত্যুহার পঞ্জির মাধ্যমে মানুষের মৃত্যুহার সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

মৃত্যুহার পঞ্জিতে নির্দিষ্ট বয়স সীমায় বিমাকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে বছরে কতজন মারা যেতে পারে তার একটি সন্তান্য পরিসংখ্যান থাকে। মৃত্যুহার পঞ্জি দেখে বিমাকারি ক্ষতিপূরণের একটা সন্তান্য প্রস্তুতি নেয়। যাতে হঠাতে কোনো অনাকাঙ্গিত ঘটনা না ঘটে। উপরোক্ত কারণে জীবন বিমায় মৃত্যুহার পঞ্জি ব্যবহার করা হয়।

গ. উদ্দীপকের বুবিনা ইসলাম সাধারণ মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন।

এ ধরনের বিমাপত্র একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খোলা হয়। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের জন্য এ বিমা করা হয়। মেয়াদ শেষে বিমাকৃত ব্যক্তি বেঁচে থাকলে নিজেই বিমা দাবির টাকা পাবেন। মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি বিমাদাবি পাবেন।

উদ্দীপকে বুবিনা ইসলাম ২০১১ সালে মর্ডাগ লাইফ ইন্সুরেন্সে একটি বিমা করেন। মাসকি প্রিমিয়ামের বিনিময়ে ১০ বছরের জন্য বিমাচুক্তি সম্পাদন করেন। ১০ বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলে তার মনোনীত সন্তানেরা অর্থ পাবেন। বেঁচে থাকলে তিনি নিজেই অর্থ পাবেন। সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিমা গ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি বিমা দাবি পায়। এখানে বুবিনা ইসলামের মনোনীত ব্যক্তি তার সন্তানেরা এবং চুক্তি অনুসারে তারা বিমা দাবি পাবে। বুবিনা ইসলাম দীর্ঘ সময়ের জন্য বিমা করেছেন যা সাধারণ মেয়াদি বিমার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুতরাং বুবিনা ইসলামের বিমার সমস্ত বৈশিষ্ট্য থেকে বুক্স যায়, তিনি সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র খুলেছিলেন।

৪ মর্ডাগ লাইফ ইন্সুরেন্স সমর্পণ মূল্য হিসেবে তার দাবিকৃত অর্থ প্রদান করবে বলে আমি মনে করি।

মেয়াদি বিমার ক্ষেত্রে, কোন কারণে বিমাগ্রহীতা প্রিমিয়াম প্রদানে অসমর্থ হলে ঐ পলিসি সমর্পণ করতে পারে। প্রতিষ্ঠান তার বিনিময়ে সমর্পণ মূল্য প্রদান করে। শর্ত থাকে যে, কমপক্ষে ২ বছর প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয়।

উদ্দীপকের বুবিনা ইসলাম ১০ বছরের জন্য বিমা চুক্তি করেন। তিনি ৫ বছর নিয়মিত প্রিমিয়াম প্রদান করেন। তারপর আর্থিক অসঙ্গতির কারণে বিমাটি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য আবেদন করেন। তিনি ২৫ শতাংশ প্রিমিয়াম ফেরতে প্রদানের দাবি করেন। তার পলিসির ক্ষেত্রে দেখা যায়, সমর্পণ মূল্যের শর্ত পূরণ হয়েছে। তিনি দু বছরের বেশি সময় প্রিমিয়াম প্রদান করেছেন। মেয়াদি বিমার ক্ষেত্রে সমর্পণ মূল্য পাওয়ার অধিকার আছে। সকল বিমাগ্রহীতার শর্ত অনুসারে কমপক্ষে ২ বছর প্রিমিয়াম প্রদান করলে সেই বিমা গ্রহীতা ২৫% সমর্পণ মূল্য পাওয়ার অধিকারী হবেন। উদ্দীপকের বুবিনা ইসলাম এর ক্ষেত্রে দেখা যায়, তার শর্ত পূরণ হয়েছে। তিনি ২৫ শতাংশ অর্থ ফেরতের দাবি করেছেন যা নীতি অনুযায়ী ঘোষিত। আইন অনুসারে মর্ডাগ লাইফ ইন্সুরেন্স তার দাবি পূরণে বাধ্য।

৫ ▶ ১১ জনাব আশিক তার নিজ জীবন, স্ত্রী ও বড় ভাইয়ের নামে পৃথক ভাবে বিমা করতে চাইলেন। কিন্তু বিমা কোম্পানি বড় ভাইকে বাদ দিয়ে জনাব আশিক ও তার স্ত্রীর জীবনের উপর বিমা করল। জনাব আশিক তার বড় ভাইয়ের নামে কেন বিমা করতে পারবেন না তা জানতে চাইলে বিমা কোম্পানি বলে, এটি তাদের নিয়মের মধ্যে পড়ে না।

ক. স্বাস্থ্যবিমা কি? ১

খ. মৃত্যুহার পঞ্জি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব আশিকের বিমাপত্রটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিমা কোম্পানি নিয়মের বাইরে কোনো চুক্তি করে না উদ্দীপকের আলোকে যথোর্থভাবে বিশ্লেষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অসুস্থতাজনিত কারণে সংগঠিত চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য যে বিমা চুক্তি করা হয় তাকে স্বাস্থ্য বিমা বলে।

খ অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে নির্দিষ্ট বয়সের ব্যক্তিবর্গের মৃত্যুহার যে তালিকায় প্রকাশ করা হয় তাকে মৃত্যুহার পঞ্জি বলে।

মৃত্যুহার কম-বেশি হলে বিমাকারীর ঝুঁকি ও স্থাস-বৃন্দি পায়। তাই বিমা প্রতিষ্ঠানগুলো সজ্ঞাব্য মৃত্যুহার নির্ণয় ও জানতে চেষ্টা করে। এজন্য তারা অতীত তথ্য ও অভিজ্ঞতা স্বার প্রতি হাজারে মৃত্যুহারসহ একটি তালিকা প্রস্তুত করে। যা মৃত্যুহার পঞ্জি নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে জনাব আশিকের বিমাপত্রটি জীবন বিমাপত্র যা ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

মানুষের জীবনের উপর জীবন বিমা চুক্তি সম্পাদন করা হয়। নির্দিষ্ট যেয়াদের মধ্যে বিমা গ্রহীতার মৃত্যুজনিত ঝুঁকির বিপক্ষে তার পোষ্যদের আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে জীবন বিমা।

উদ্দীপকে জনাব আশিক তার নিজ জীবন, স্ত্রী ও বড় ভাইয়ের নামে পৃথকভাবে বিমা করতে চাইলেন। মানুষ মরণশীল। কিন্তু কবে, কখন, কোথায়, কিভাবে মৃত্যু হবে মানুষ তা জানে না। অপরিণত বা অস্বাস্থে মৃত্যুবরণ করলে পরিবারের উপার্জনশীল ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগুল আর্থিক দুর্দশায় পতিত হয়। এ দুর্দশা লাঘবে জীবন বিমা কাজ করে। এ বিমা অপরিপন্থ বয়সে উপার্জনশীল বা অন্য ঘেৰোনো ব্যক্তির মৃত্যুতে তার মনোনীত ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। অর্থাৎ জীবন বিমার বিষয়বস্তু হলো মানুষের জীবন। শুধু মৃত্যু ঝুঁকিতে এখানে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। উদ্দীপকের জনাব আশিক তার নিজের জীবন, স্ত্রীর ও ভাইয়ের জীবন বিমা করতে চেয়েছেন। এখানে বিমার বিষয়বস্তু জীবন। তাই এটি জীবন বিমা চুক্তির আওতাধীন।

ঘ বিমা কোম্পানি নিয়মের বাইরে কোনো চুক্তি করে না উক্তিটি যথার্থ। বিমা হলো বিমা গ্রহীতা ও বিমা কোম্পানির মধ্যে লিখিত চুক্তি। মানুষের জীবন, সম্পদ ইত্যাদি বিমার বিষয়বস্তু। এসকল বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থ বিদ্যমান থাকলে বিমা করা যায়।

উদ্দীপকে জনাব আশিক তার নিজ জীবন, স্ত্রী ও বড় ভাইয়ের নামে পৃথকভাবে বিমা করতে চাইলেন। কিন্তু বিমা কোম্পানি বড় ভাইকে বাদ দিয়ে জনাব আশিক ও তার স্ত্রীর জীবনের উপর বিমা করল। জনাব আশিক তার বড় ভাইয়ের নামে কেন বিমা করতে পারবেন না তা জানতে চাইলে বিমা কোম্পানি বলে, এটি তাদের নিয়মের মধ্যে পড়ে না।

বিমা চুক্তির একটি অন্যতম আইনগত উপাদান হলো বিমাযোগ্য স্বার্থ। বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতিতে যে পক্ষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় উক্ত বিষয়বস্তুতে তার বিমাযোগ্য স্বার্থ বিদ্যমান। বিমাযোগ্য স্বার্থ না থাকলে বিমা করা যায় না। যা বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতি নামে পরিচিত। স্ত্রীর জীবনের উপর স্বামীর আর স্বামীর জীবনের উপর স্ত্রীর বিমাযোগ্য স্বার্থ রয়েছে। কারণ একের মৃত্যুতে অন্যপক্ষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। তাই ভাইয়ের জীবনের উপর জনাব আশিকের বিমাযোগ্য স্বার্থ নেই। এ বিমাতে স্বার্থ না থাকায় বিমা কোম্পানি নিয়মের বাইরে কোন চুক্তি করেনি।

ঞ ▶ ১২ RAK motors এর মালিক জনাব ছাত্রার সাহেব তার প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জন্য একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেছেন। ফলে ভবিষ্যতে কোন দুর্ঘটনায় শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়া সহজ হয়। অপরদিকে তিনি তার কোম্পানিতে ব্যবস্থা করলে এবং জেনারেটর এর জন্য বিমা করার কথা চিন্তাভাবনা করছেন।

প্রক্রিয়াকল সরকার একাডেমী এত কলেজ, পার্সেন্ট

ক. গণদায় বিমা কী? ১

খ. জেটিসন কী বর্ণনা করো। ২

গ. ছাত্রার সাহেব শ্রমিকের জন্য কোন ধরনের বিমা পলিসি খুলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বয়লার এবং জেনারেটর এর জন্য ছাত্রার সাহেবের কোন ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ সঠিক হবে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মোটর যান, রেলগাড়ি বা বিমানে চলাচলের সময় যাত্রীদের বা অন্য কোনো তৃতীয় পক্ষের দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য পরিবহন প্রতিষ্ঠান যে বিমা করে তাই গণদায় বিমা।

খ জাহাজ থেকে সমুদ্রে পণ্য লিঙ্কেপ করাই হল জেটিসন। যাত্রাকালে পণ্য বহনকারী জাহাজ ও জাহাজে রক্ষিত পণ্য ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য এটা করা হয়। এরপ করার পিছনে মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে জাহাজকে কিছুটা হালকা করে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা।

৬. উদ্দীপকের ছাতার সাহেব শ্রমিকদের জন্য তৃতীয় পক্ষ বিমা পলিসি খুলেছেন।

সাধারণত কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক তার নিয়োজিত কর্মচারীদের নামে এবূপ বিমাপত্র ত্রুট্য করে। এ প্রক্রিয়ায় বিমাগ্রহীতা তৃতীয় পক্ষকে সুবিধা প্রদানের জন্য বিমা করে।

উদ্দীপকের RAK motors এর মালিক জনাব ছাতার সাহেব তার প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জন্য একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেছেন। ফলে ভবিষ্যতে কোন দুর্ঘটনায় শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্থ হলে তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়া সহজ হয়। তৃতীয় পক্ষ বিমার ক্ষেত্রেও দেখা যায় প্রতিষ্ঠানের মালিক শ্রমিকদের জন্য বিমা খুলেন। ফলে ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ সহজ হয়। জনাব ছাতার সাহেবের বিমা পলিসিতেও সেই বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, জনাব সাতার সাহেব তৃতীয় পক্ষ বিমা পলিসি খুলেছিলেন।

৭. বয়লার এবং জেনারেটর এর জন্য ছাতার সাহেব অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ সঠিক হবে বলে আমি মনে করি।

সম্পত্তির অগ্নিকাণ্ডের ক্ষতিজনিত ঝুঁকি হ্রাসের জন্য এ ধরনের বিমা খোলা হয়। অগ্নি বিমাকে ক্ষতি পূরণের চুক্তি বলা হয়। এ বিমাপত্র নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের ছাতার সাহেব তার কোম্পানিতে বয়লার এবং জেনারেটর ব্যবহার করেন। বয়লার এবং জেনারেটর এর দুর্ঘটনাজনিত ঝুঁকি হ্রাসের জন্য তিনি বিমা করতে চান। বয়লার এবং জেনারেটর উভয়েরই অগ্নিঝুঁকি বেশি রয়েছে। যেকোনো সময় অগ্নিকাণ্ডের মাধ্যমে তার সম্পদ দুটি মষ্ট হয়ে যেতে পারে। আর অগ্নি দুর্ঘটনাজনিত ঝুঁকি হ্রাসের জন্য অগ্নি বিমা রয়েছে, তাই তিনি অগ্নিবিমা করবেন। বয়লার এবং জেনারেটর দুটি সম্পদই বিদ্যুৎ সম্পর্কিত। বিদ্যুৎ দুর্ঘটনার জন্যই সবচেয়ে বেশি অগ্নিকাণ্ড ঘটে। বিদ্যুৎ ব্যবহার করে বয়লার স্বারা সিন্ধু করার কাজ করা হয়। অন্যদিকে জেনারেটর বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। তাই অগ্নিকাণ্ড ঘটাই দুটো সম্পদের জন্য সবচেয়ে প্রত্যক্ষ কারণ। সুতরাং আলোচনা থেকে বলা যায়, অগ্নিবিমা খোলাটায় ছাতার সাহেবের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত হবে।

প্রশ্ন ▶ ২৩. মি. আকাশ একটি কারখানার জন্য পদ্মা এবং যমুনা নামক দুটি বিমা কোম্পানির সাথে বিমা চুক্তি করেন। একটি দুর্ঘটনায় আকাশের কারখানায় ২ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। চুক্তিমতে উভয় কোম্পানি যৌথভাবে জনাব আকাশকে সমান হারে মোট ২ লক্ষ টাকাই ক্ষতিপূরণ দেয়। আনুপাতিক হারের নীতিতে একাধিক বিমা কোম্পানি থাকে যা মি. আকাশ এর বিমায় দেখা যায়। দুটি কোম্পানি আনুপাতিক হারে তাকে ক্ষতি প্রদান করছে যা আনুপাতিক হারের নীতির আওতায় পড়ে। সুতরাং উপরোক্ত বিষয় থেকে বোঝ যায়, বিমাচুক্তির আনুপাতিক হারের নীতির আলোকে উভয় কোম্পানি আকাশকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছে।

প্রশ্ন ▶ ২৪. মি. আকাশ একটি সম্পদ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যেতে পারে কোম্পানির কাছে বিমা করা হবে সবাই তাদের বিমার অংশ অনুসারে দায়বদ্ধ থাকবে। এখানে দুইটি কোম্পানির কাছে বিমা করা হয়েছে। তাদের বিমার আনুপাতিক হার অনুযায়ী তারা পরবর্তী ৩০,০০০ টাকার উপর দাবি পাবে। এখানে মি. আকাশ বেআইনিভাবে সম্পদ বিক্রয় করেছেন যদিও তার কোন দাবি নেই ডগ্লাবশেমের উপর। কারণ তিনি সম্পূর্ণ বিমাদাবি গ্রহণ করেছেন। সুতরাং ক্ষতিগ্রস্থ সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের ওপর উভয় কোম্পানির দাবি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২৫. শারমীন হোসেন উচ্চ মাধ্যমিক এর একজন ছাত্রী। কলেজ থেকে তাকে বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায় সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদনে জমা দিতে বলা হয়েছে। এজন্য সে বিভিন্ন বিমা কোম্পানি পরিদর্শন করে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে। বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ সংস্থা সম্পর্কিত তথ্য ও প্রতিবেদন উল্লেখ করেন। / প্রেসপুর সরকারি মহিলা কলেজ

ক. বিমাকারী কী?

খ. বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় কেন? ১

গ. বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় কেন? ২

ঘ. উদ্দীপকের শারমীন হোসেনের প্রতিবেদনে বাংলাদেশের বিমা

ব্যবসায়ের যে পটভূমি ওঠে আসবে তা বর্ণনা করো। ৩

ঙ. বিমা ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ সংস্থাসমূহ বাংলাদেশের বিমা

ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উভয়ের সমক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

১. বিমাচুক্তিতে বিমাকারীর ঝুঁকি বহনের নিচয়তার বিপক্ষে বিমাগ্রহীতা যে অর্থ বিমাকারীকে প্রদান করে তাকে প্রিমিয়াম বলে।

২. বিমাকারী এবং বিমাগ্রহীতার পারস্পরিক আম্বা ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই বিমার সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয় বলে একে পরম বিশ্বাসের চূড়ান্ত সাহিত্যিক বিমাচুক্তির একটি অন্যতম উপাদান ও নীতি। পরম বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই বিমাচুক্তি গঠিত হয়। বিমাচুক্তির সর্বস্তরে সর্বোচ্চ বিস্তৃতার

সাথে প্রতিটি কর্তব্য পালন করতে হয়। পণ্যের মত বিমাচুক্তিতে দেখে বা পরীক্ষা করে নেওয়ার কিছু নেই। বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে বিমাচুক্তি হয়। এ জন্যই বিমাচুক্তিকে পরম বিশ্বাসের চূক্তি বলা হয়।

৩. বিমাচুক্তির আনুপাতিক অংশগ্রহণের নীতির আলোকে উভয় বিমা কোম্পানি আকাশকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।

এ নীতি অনুযায়ী একই সম্পত্তি একাধিক বিমাকারীর কাছে বিমা করা হয়। সহ বিমাকারীগণ বিমা দাবি পরিশোধের ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে অংশগ্রহণ করে। এবূপ ক্ষেত্রে যে বিমাকারীর কাছে সম্পত্তির যত অংশ বা যত টাকার বিমা করা হয়েছে তার কাছ থেকে বিমাগ্রহীতা সে অনুপাতে ক্ষতিপূরণ পেয়ে থাকে।

উদ্দীপকের মি. আকাশ একটি কারখানার জন্য পদ্মা এবং যমুনা নামক দুটি কোম্পানির সাথে বিমা চুক্তি করেন। একটি দুর্ঘটনায় আকাশের কারখানায় ২ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। চুক্তিমত উভয় কোম্পানি যৌথভাবে জনাব আকাশকে সমান হারে মোট ২ লক্ষ টাকাই ক্ষতিপূরণ দেয়। আনুপাতিক হারের নীতিতে একাধিক বিমা কোম্পানি থাকে যা মি. আকাশ এর বিমায় দেখা যায়। দুটি কোম্পানি আনুপাতিক হারে তাকে ক্ষতি প্রদান করছে যা আনুপাতিক হারের নীতির আওতায় পড়ে। সুতরাং উপরোক্ত বিষয় থেকে বোঝ যায়, বিমাচুক্তির আনুপাতিক হারের নীতির আলোকে উভয় কোম্পানি আকাশকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছে।

৪. স্থলাভিবিক্ততার নীতি অনুসারে ক্ষতিগ্রস্থ সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের উপর দাবি করাটা কোম্পানিসমূহের জন্য যৌক্তিক।

এই নীতিতে বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতি হলে বিমাকারী সম্পূর্ণ দাবি পরিশোধ করে দেয়। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্থ সম্পত্তি থেকে যে পরিমাণ সম্পত্তি উচ্চার করা যায় তার মালিকানা বিমাকারী কোম্পানির কাছে চলে যায়। ডগ্লাবশেমের উপর দাবি করাটা কোম্পানি থাকে না।

উদ্দীপকের মি. আকাশ এর সম্পদ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তিনি যেহেতু দুইটি কোম্পানির কাছে বিমা করেছিলেন। তাই দুইটি কোম্পানি আনুপাতিক হারে তাকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেয়। পরবর্তী সময়ে তিনি ক্ষতিগ্রস্থ সম্পত্তি ৩০,০০০ টাকায় বিক্রি করে দেন। সংবাদ পেয়ে উভয় কোম্পানি এ বিক্রয়মূল্যের উপর দাবি উপস্থাপন করে।

আনুপাতিক হারের নীতি অনুসারে যতগুলো কোম্পানির কাছে বিমা করা হবে সবাই তাদের বিমার অংশ অনুসারে দায়বদ্ধ থাকবে। এখানে দুইটি কোম্পানির কাছে বিমা করা হয়েছে। তাদের বিমার আনুপাতিক হার অনুযায়ী তারা পরবর্তী ৩০,০০০ টাকার উপর দাবি পাবে। এখানে মি. আকাশ বেআইনিভাবে সম্পদ বিক্রয় করেছেন যদিও তার কোন দাবি নেই ডগ্লাবশেমের উপর। কারণ তিনি সম্পূর্ণ বিমাদাবি গ্রহণ করেছেন। সুতরাং ক্ষতিগ্রস্থ সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের ওপর উভয় কোম্পানির দাবি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২৫. শারমীন হোসেন উচ্চ মাধ্যমিক এর একজন ছাত্রী। কলেজ

থেকে তাকে বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায় সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদনে জমা

দিতে বলা হয়েছে। এজন্য সে বিভিন্ন বিমা কোম্পানি পরিদর্শন করে

বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে। বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ সংস্থা

সম্পর্কিত তথ্য ও প্রতিবেদন উল্লেখ করেন। / প্রেসপুর সরকারি মহিলা কলেজ

ক. বিমাকারী কী?

খ. বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় কেন? ১

গ. উদ্দীপকের শারমীন হোসেনের প্রতিবেদনে বাংলাদেশের বিমা

ব্যবসায়ের যে পটভূমি ওঠে আসবে তা বর্ণনা করো। ২

ঘ. বিমা ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ সংস্থাসমূহ বাংলাদেশের বিমা

ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উভয়ের সমক্ষে যুক্তি দাও। ৩

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

১. প্রিমিয়াম নেওয়ার বিনিময়ে যে পক্ষ বিমাচুক্তিতে ঝুঁকির দায় বহন

করে তাকে বিমাকারী বলে। ৪

১ বিমাপত্রে উল্লিখিত কারণে ক্ষতি হলে বিমাকারী বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ করে বলে বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

বিমা হলো সম্ভাব্য আর্থিক ঝুঁকির বিপরীতে ক্ষতিপূরণের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা। বিমা চুক্তিতে উল্লিখিত কারণে বিমাকৃত বিষয়বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে।

২ বিমা হলো বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারীর মধ্যে একটি চুক্তি। এ চুক্তির আওতায় বিমাকারী প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমা গ্রহীতার বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ঝুঁকি বহন করে।

বিমাপত্রে উল্লিখিত কারণে বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বিমাকারী উচ্চ ক্ষতি পূরণ করে। যাতে বিমাগ্রহীতা আর্থিক ঝুঁকির বিপরীতে নিশ্চয়তা বোধ করে।

উদ্দীপকে শারমীন হোসেন উচ্চ মাধ্যমিক এর একজন ছাত্রী। কলেজ থেকে তাকে বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায় সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। এ জন্য সে ডিন ভিন্ন বিমা কোম্পানি পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ করে। বাংলাদেশে সকল বিমা কোম্পানি দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত। জীবন বিমা কোম্পানি ও সাধারণ বিমা কোম্পানি। উদ্দীপকের শারমীন হোসেন এ দু'ধরনের কোম্পানিতে পরিদর্শন করেছেন। দু'ধরনের বিমা কোম্পানিগুলো দুটি ডিন সংস্থা (জীবন বিমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বিমা কর্পোরেশন) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর সামগ্রিক বিমা খাতের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। মূলত এসব তথ্যই শারমীন হোসেনের প্রতিবেদনে উঠে আসবে।

৩ বিমা ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ সংস্থাসমূহ বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে-বক্তব্যটি যথার্থ। বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায়ের উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান হলো-বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। এটি ২০১০ সালে কার্যক্রম শুরু করে।

উদ্দীপকে শারমীন হোসেন উচ্চ মাধ্যমিক এর ছাত্রী। কলেজের প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য তিনি বাংলাদেশের বিমা ব্যবস্থার সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন। ডিন ভিন্ন বিমা কোম্পানিতে পরিদর্শনও করেছেন। এ প্রতিবেদনে বিমা ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ সংস্থা সম্পর্কিত তথ্যও উল্লেখ করা।

শারমীন হোসেনের উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি হলো বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। এ প্রতিষ্ঠান বিমার মাধ্যমে আর্থিক প্রতিরক্ষার বিষয়টি তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। গ্রাহকের স্বার্থ রক্ষায় নিয়মবহির্ভূত কার্যক্রম তদারকি, শনাক্তকরণ ও দোষীদের শাস্তি দিয়ে থাকে এ সংস্থা। এ সংস্থা ছাড়াও বাংলাদেশে বিমা একাডেমি, জীবন বিমা ও সাধারণ বিমা কর্পোরেশন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিমা ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণে জড়িত।

প্রমাণ ▶ ১৫ বিমাকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে বিমার সফলতার জন্য অনুসরণযোগ্য দিননির্দেশনা জেনে যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিমা করতে পারে। এক্ষেত্রে বিমার বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থ থাকা আবশ্যিক। বিমাগ্রহীতা নিনিটি হারে অর্থ পরিশোধ করলে বিমাপত্র উল্লিখিত ক্ষতিতে ক্ষতিপূরণ আশা করতে পারে।

ক্ষতিপূরণ সরকারি কলেজ

১ ক্ষতিপূরণ প্রদান করার পর বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ভগ্নাবশেষের মালিকানা পরিবর্তন হওয়ার নীতিকে স্থালভিজিক্টকরণের নীতি বলে। সাধারণ বিমার বেলায় বিমাকৃত সম্পদের সম্পূর্ণ ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। কিন্তু এ সম্পদের যা অবশিষ্ট থাকে তার অধিকারী হন বিমা কোম্পানি। অর্থাৎ ভগ্নাবশেষ সম্পত্তির মালিকানা বিমা কোম্পানির কাছে হস্তান্তর হয়ে যায়। এই নীতিটি ইস্থালভিজিক্টকরণের নীতি।

২ বিমা ব্যবসায়ের সফলতা অর্জনের জন্য বিমার নীতিগুলো জানা প্রয়োজন।

বিমা ব্যবসায় তার কাজ সম্পাদনের জন্য ধেসব মৌলিক নির্দেশিকা অনুসরণ করে তাকে বিমা ব্যবসায়ের মূলনীতি বলে। বিমা ব্যবসায়কে সফল ও অধিকতর কল্যাণমূল্য করে তোলার জন্য মূলনীতি মেনে চলতে হবে।

উদ্দীপকে বিমা ব্যবসায়ের নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বিমাকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে বিমার সফলতার জন্য অনুসরণযোগ্য দিক নির্দেশনা জেনে যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিমা করতে পারে। এক্ষেত্রে বিমার বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থ থাকা আবশ্যিক। বিমার এই নীতিকে বিমাযোগ্য স্বার্থ নীতি বলা হয়। এ নীতি না মেনে চললে বিমা কোম্পানি অনেক ক্ষতির সমূহীন হতে পারে। বিমা গ্রহীতা নিনিটি হারে অর্থ পরিশোধ করলে বিমাপত্রে উল্লিখিত ক্ষতিতে ক্ষতিপূরণ আশা করতে পারে। একে ক্ষতিপূরণের নীতি বলে। কেবলমাত্র বিমা পলিসিতে উল্লিখিত প্রত্যক্ষ কারণে ক্ষতি হলে বিমাকোম্পানি ক্ষতিপূরণ দিবে। সঠিকভাবে ক্ষতিপূরণের নীতি মেনে না চললে বিমা কোম্পানি ব্যবসায়ে টিকে থাকতে পারবে না। পরিশেষে আমরা বলতে পারি, বিমা ব্যবসায়ে সফলতা অর্জনে উপরোক্ত নীতিগুলো বিমা ব্যবসায়ীর জানা প্রয়োজন।

৩ 'বিমা, ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার বিপক্ষে আর্থিক ক্ষতিপূরণের চুক্তি' উক্তিটি যথার্থ।

আর্থিক ক্ষতি সম্ভাবনাকেই ঝুঁকি বলে। মানুষের জীবনের ও সম্পত্তির এই আর্থিক ঝুঁকি মোকাবিলার প্রক্রিয়াই হল বিমা ব্যবস্থা।

উদ্দীপকে বিমার নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনা বিমাকৃত বিষয়বস্তুর বিশেষত সম্পদের ক্ষতি হলে বিমাকারী বিমাগ্রহীতাকে প্রকৃত ক্ষতিপূরণ করবে। বিমাগ্রহীতাকে সৃষ্টি ক্ষতিপূরণ করাই বিমার মূল উদ্দেশ্য। তবে বিষয়বস্তু ক্ষতিগ্রস্থ না হলে ক্ষতিপূরণের দায় সৃষ্টি হয় না। তা পরিমাপ করে তত্ত্বকু ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতি সংঘটিত হওয়ার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়। প্রত্যেকটা ব্যবসায়ে ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা রয়েছে। এই অনিশ্চয়তা এই ব্যবসায়ের জন্য ঝুঁকি। ব্যবসায়ীরা তখনই বিমা করে যখন এ ঝুঁকির সম্মুখিন হয় তারা। তাদের মুখ্য উদ্দেশ্যই থাকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাওয়া। মানুষ ঝুঁকির সমূহীন হলে একমাত্র তখনই বিমা কোম্পানির কাছে যায় উচ্চ বিষয়বস্তুর উপর বিমা করতে। বিমা কোম্পানি নিনিটি প্রিমিয়ামের বিপরীতে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়। সুতরাং বিমা, ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার বিপক্ষে আর্থিক ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

প্রমাণ ▶ ১৬ সুমন সাহেব একটি ইলেক্ট্রনিকসের দোকান পরিচালনা করেন। তিনি দোকানের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের অধিকাংশ অথই নিজস্ব অঙ্গবিল হতে ব্যবস্থা করেছেন। পর্যাপ্ত মূলধন না থাকায় এ মাসে সুমন সাহেব তার জীবনের জন্য একটি বিমা কোম্পানির সাথে চুক্তি করেন। তবে তার ক্যাপ্সার রোপের কথা বিমা কোম্পানির নিকট গোপন করলেও বিমা কোম্পানি তা প্রবর্তীতে জানতে পারে।

/বিমানবন্দন কলেজ, সিলেট/

১

২

৩

৪

৫

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

১ বিমাচুক্তিতে ঝুঁকি বহনের নিশ্চয়তার বিপক্ষে বিমাগ্রহীতা বিমাকারীকে যে অর্থ প্রদান করে তাকে প্রিমিয়াম বলে।

ক. বিমাযোগ্য স্বার্থ কী?

খ. বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকে সুমন সাহেব কোন ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছেন? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. যদি সুমন সাহেব মারা যান তাহলে মনোনীত ব্যক্তিকে বিমা কোম্পানি বিমা দাবি পরিশোধ করবে কি না যাচাই করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ওপর বিমাগ্রহীতার যে আর্থিক স্বার্থ বিদ্যমান তাই বিমাযোগ্য স্বার্থ।

খ. বিমা ক্ষতিপূরণের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই নীতি অনুযায়ী বিমাপত্রে উল্লিখিত প্রত্যক্ষ কারণে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বিমাকারী তা প্রদান করে। বিমাকারী নিদিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাগ্রহীতাকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। এ ক্ষেত্রে বিমাকৃত সম্পদের যে টুকু ক্ষতি হয় তা পরিমাপ করে সেইটুকু ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় বলে বিমাচুক্তি একটি ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

গ. উদ্দীপকে সুমন সাহেব আর্থিক ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছেন।

এ ধরনের ঝুঁকি সাধারণত আর্থিক সংকটের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। সাধারণত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠারে দেউলিয়াত্তের সময়, মূলধন ব্রহ্মতার কারণে আর্থিক সংকটের বা ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। উদ্দীপকে সুমন সাহেব একটি ইলেক্ট্রনিকসের দোকান পরিচালনা করেন। তিনি দোকানের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের অধিকাংশ আর্থই নিজস্ব তহবিল হতে ব্যবস্থা করেন। পর্যবেক্ষণ মূলধন না থাকায় এ মাসে সুমন সাহেব তার পাওনাদারদের পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন। এই বিষয়গুলো তাকে দেউলিয়াত্তের দিকে ধাবিত করছে। অন্যদিকে তার এই ঝুঁকির প্রধান কারণই মূলধনের ঘাটতি। আর্থিক ঝুঁকির ক্ষেত্রে আমরা একই বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। সুতরাং আমরা বলতে পারি সুমন সাহেব আর্থিক ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছেন।

ঘ. সুমন সাহেব মারা গেলে চূড়ান্ত সহিষ্ণুসের নীতির আওতায় বিমাকারী তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমা দাবি পরিশোধ করবে না।

এই নীতি অনুসারে বিমাপত্রের উভয়পক্ষ বিমার বিষয়বস্তু ও অন্যান্য ব্যাপারে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য একে অনের কাছে প্রকাশ করবে। বিমাচুক্তি সম্পাদনের সময় কোন তথ্য গোপন রাখবে না।

উদ্দীপকে সুমন সাহেব তার জীবনের জন্য একটি বিমাচুক্তি করেন। চুক্তি করার সময় তার ক্যাসার রোগ ছিল। কিন্তু তিনি এটা গোপন করে ছিলেন। তবে বিমা কোম্পানি পরবর্তীতে বিষয়টি জানতে পারে। এই চুক্তিতে চূড়ান্ত সহিষ্ণুসের নীতি লজিত হয়েছে। চূড়ান্ত সহিষ্ণুসের নীতি বিমাপত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ নীতি। সুমন সাহেব এই নীতি অনুসরণ না করে তথ্য গোপন করেছে। বিমা কোম্পানি ব্যবনই বিষয়টি জানতে পেরেছে তখনই বিমাচুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। এমনও হতে পারে বিষয়টি আগে জানলে বিমা কোম্পানি তার সাথে কোন চুক্তি করত না। কিংবা বেশি প্রিমিয়াম দাবি করত। সুতরাং বলা যায়, সুমন সাহেব কোন বিমা দাবি পাবেন না।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ২৭ রাতুল এ বছর অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। তার বাবা রাতুল তার সন্তানের ভূবিষ্যৎ পড়াশোনার খরচ নির্বাহের জন্য খুবই চিন্তিত। তিনি তার এক বন্ধুর পরামর্শ অনুযায়ী রাতুলের পড়াশুনার ব্যয় নির্বাহের জন্য একটি বিমা কোম্পানির সাথে চুক্তিপত্র হওয়ার জন্য উপনীত হন। তিনি প্রস্তাবক হিসাবে তার ছেলে রাতুলকে অন্তর্ভুক্ত করতে চান। কিন্তু বিমা কোম্পানি রাতুলকে প্রস্তাবক হিসাবে প্রশংস করতে অঙ্গীকৃতি জানায়। উপর না পেয়ে রাতুল নিজেই প্রস্তাবক হিসেবে বিমা চুক্তিটি সম্পাদন করেন।

/ বেবেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ/

ক. বিমাকে পরম সহিষ্ণুসের চুক্তি বলা হয় কেন? ১

খ. কোন বিমাপত্রে নগদ বিমাদাবি দেয়া হয় না। ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে গৃহীত বিমাটি কোন ধরনের বিমা? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চুক্তির কোন উপাদানটির অনুপস্থিতিতে রাতুলকে প্রস্তাবক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি? আলোচনা করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বিমাচুক্তিতে বিমাগ্রহীতা ও বিমা কোম্পানি বিমা সম্পর্কিত সকল তথ্য পরম্পরাকে প্রদানে বাধ্য থাকায় বিমাকে পরম সহিষ্ণুসের চুক্তি বলা হয়।

খ. পুনঃস্থাপন বিমাপত্রে নগদ বিমাদাবি দেয়া হয় না।

বিমাকৃত বিষয়বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হলে পুনঃস্থাপন বিমাপত্রে বিমা কোম্পানি সম্পত্তি পুনঃস্থান করে দেয়। এর ফলে বিমাগ্রহীতা কোনো নগদ ক্ষতিপূরণ পায় না। শুধু ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির পরিবর্তে নতুন সম্পত্তি লাভ করে। এক পুরনো প্রদীপের বদলে নতুন প্রদীপ' বিমাপত্রও বলা হয়। সম্পত্তি বিমার ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য।

গ. উদ্দীপকে গৃহীত বিমাটি জীবন বিমার আওয়াজ শিক্ষাবৃত্তি বিমাপত্র। নিদিষ্ট মেয়াদ শেষে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ব্যয় নির্বাহের জন্য পিতামাতা শিক্ষাবৃত্তি বিমাপত্র করে। ফলে শিক্ষা ব্যয় বহনে পিতামাতাকে হিমশিম থেতে হয় না।

উদ্দীপকে রাতুল এ বছর অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। তার বাবা রাতুল তার সন্তানের ভূবিষ্যৎ পড়াশুনার খচর নির্বাহের জন্য খুবই চিন্তিত। বন্ধুর পরামর্শে ছেলের পড়াশুনা ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি একটি বিমা চুক্তি করেন। এক্ষেত্রে লেখাপড়ার খরচ মেটাতে শিক্ষাবৃত্তি বিমাপত্র করা হয়েছে। এর আওতায় বিমাগ্রহীতা নিদিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত প্রিমিয়াম পরিশোধ করে। নিদিষ্ট সময়ের পরে বিমা কোম্পানি তার পোষাদের নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত শিক্ষাবৃত্তি দিয়ে থাকে। বিমাগ্রহীতা নিদিষ্ট মেয়াদের আগে মারা গেলে আর বিমাক্ষিতির অর্থ পরিশোধের প্রয়োজন হয় না। মৃত্যুরপর থেকেই বিমাকারী শিক্ষাবৃত্তি দিয়ে থাকে। উদ্দীপকেকে রাতুল তার হেলে রাতুলের পড়াশুনার খরচ নির্বাহের জন্য বিমাপত্র করে। উদ্দেশ্যের দিক থেকে রাতুলের পড়াশুনার খরচ নির্বাহের জন্য বিমাপত্রের স্বরূপ।

ঘ. চুক্তি সম্পাদনে যোগ্যতার অনুপস্থিতিতে রাতুলকে প্রস্তাবক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি।

বিমা হলো দুই পক্ষের মাঝে একটি লিখিত চুক্তি। বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা এ চুক্তির দু'পক্ষ। বিমা চুক্তি সম্পাদনের জন্য সকল বৈশিষ্ট্য এ দু'পক্ষের থাকা প্রয়োজন।

উদ্দীপকে রাতুল অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। তার বাবা রাতুল তার শিক্ষা ব্যয় নির্বাহের জন্য রাতুলের নামে একটি শিক্ষা বৃত্তি বিমাপত্র করতে চেয়েছেন। কিন্তু বিমা কোম্পানি রাতুলকে প্রস্তাবক হিসেবে মেনে নিতে অঙ্গীকৃতি জানায়। তাই রাতুল নিজেই প্রস্তাবক হিসেবে চুক্তিটি করেন।

বাংলাদেশে প্রচলিত ১৮৭২ সালের চুক্তি আইন অনুযায়ী, চুক্তি সম্পাদনের ন্যূনতম বয়স হলো ১৮ বছর। ১৮ বছরের কম বয়সীরা নাবালক এ আইন অনুসারে, তৃতীয় পক্ষের সাথে চুক্তি করতে পারে না।

উদ্দীপকের রাতুল অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। এ বিবেচনায় তার বয়স অবশ্যই ১৮ বছরের চাইতে কম। তাই সে নাবালক। এ কারণে তার চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা নেই। এ থেকে বলা যায়, চুক্তি সম্পাদনে যোগ্যতার অনুপস্থিতিতে রাতুলকে প্রস্তাবক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি।

ফিন্যান্স, ব্যৱক্রি ও বিমা

অধ্যায়-১০ : বিমা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা

২৩৮. কীসের মাধ্যমে দুষ্টিনাজনিত ক্ষতির আর্থিক ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয়? (জান)
- (ক) ঝণ ব্যবস্থা
 - (খ) বিমা ব্যবস্থা
 - (গ) কিন্তি ব্যবস্থা
 - (ঘ) নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
২৩৯. কখন বিমা কোম্পানি অর্থ প্রদান করতে বাধ্য থাকে? (অনুধাবন)
- (ক) চুক্তি সম্পাদিত হলে
 - (খ) বিমাকৃত কারণে হানি বা ক্ষতি হলে
 - (গ) ঝণ গ্রহণ করলে
 - (ঘ) বুকি ছাস করলে
২৪০. সবচেয়ে পূরাতন বিমা কোনটি? (অনুধাবন)
- (ক) জীবন বিমা
 - (খ) নৌ বিমা
 - (গ) অগ্নিবিমা
 - (ঘ) শপা বিমা
২৪১. বিমা ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন হয় কোন দেশে? (জান)
- (ক) ইংলান্ড
 - (খ) ইতালি
 - (গ) যুক্তরাষ্ট্র
 - (ঘ) গ্রীস
২৪২. আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনাকে কী বলে? (জান)
- (ক) অপচয়
 - (খ) অবচয়
 - (গ) প্রিমিয়াম
 - (ঘ) বুকি
২৪৩. বিমাযোগ্য স্বার্থ সৃষ্টি হয় কীসের ভিত্তিতে? (অনুধাবন)
- (ক) সুনামের ভিত্তিতে
 - (খ) ঝণের ভিত্তিতে
 - (গ) সংস্থাসের ভিত্তিতে
 - (ঘ) মালিকানার ভিত্তিতে
২৪৪. কোন নীতির ভিত্তিতে একই সম্পত্তি একাধিক বিমাকারীর নিকট বিমা করা যায়? (জান)
- (ক) প্রত্যক্ষ কারণ নীতি
 - (খ) আনুপাতিক অংশগ্রহণ নীতি
 - (গ) স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি
 - (ঘ) আর্থিক ক্ষতিপূরণ নীতি
২৪৫. স্থলাভিষিক্তকরণে নীতি বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)
- (ক) বিমাকৃত বিষয়বস্তুর আর্থিক ক্ষতি হলে বিমাকারী সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিবে
 - (খ) বিমাকৃত বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেয়া সাপেক্ষে সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ত্ব বিমাকারীর হয়ে যাবে
 - (গ) বিমাকৃত বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ ক্ষতি সাধিত হলে বিমাকারী আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিবে
 - (ঘ) বিমাকৃত বিষয়বস্তু যদি ক্ষতিগ্রস্থ হয় তবে বিমাকারী মালিকানা স্বত্ত্ব লাভ করবে
২৪৬. কোনটি বিমা চুক্তির একটি অপরিহার্য মৌলিক বিষয়? (জান)
- (ক) বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতি
 - (খ) সেবার নীতি
 - (গ) স্থলাভিষিক্তের নীতি

- ক
২৪৭. বিমায় ক্ষতিপূরণের নীতি কী? (জান)
- (ক) ক্ষতি পোষান
 - (খ) যা ক্ষতি তাই দেয়া
 - (গ) নগদ অর্থ দেয়া
 - (ঘ) চেক দেয়া
২৪৮. বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ওপর বিমাগ্রহীতার কী ধাকা আবশ্যিক? (জান)
- (ক) বুকি
 - (খ) নিরাপত্তা
 - (গ) কল্যাণ
 - (ঘ) আর্থিক স্বার্থ
২৪৯. বিমা চুক্তির প্রতিদান কী? (জান)
- (ক) প্রিমিয়াম
 - (খ) দাবি পূরণ
 - (গ) নীতি প্রণয়ন
 - (ঘ) নগদ অর্থ
২৫০. বিমা চুক্তির ক্ষেত্রে আইনগতভাবে প্রস্তাবটি কে দেয়? (জান)
- (ক) বিমাকর্মী
 - (খ) বিমাগ্রহীতা
 - (গ) বিমা প্রতিষ্ঠান
 - (ঘ) বিমাকারী
২৫১. বিমা চুক্তির বিশেষ উপাদান কোনটি? (অনুধাবন)
- (ক) বৈধ প্রতিদান
 - (খ) বৈধ উদ্দেশ্য
 - (গ) বৈধ প্রস্তাৱ ও স্বীকৃতিপ্রতিস্থাপন
২৫২. কোন বিমায় একই সাথে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সুযোগ পাওয়া যায়? (জান)
- (ক) জীবন বিমা
 - (খ) নৌ বিমা
 - (গ) অগ্নিবিমা
 - (ঘ) সায় বিমা
২৫৩. জীবন বিমাকে কীসের চুক্তি বলা হয়? (জান)
- (ক) আর্থিক চুক্তি
 - (খ) প্রতিশুতির চুক্তি
 - (গ) বৈজ্ঞানিক চুক্তি
 - (ঘ) নিষ্যতার চুক্তি
২৫৪. একজনের মৃত্যুতে অন্যরা টাকা পেয়ে যায় কোন বিমার ক্ষেত্রে? (জান)
- (ক) বৈত বিমা
 - (খ) মেয়াদি বিমা
 - (গ) সময় বিমা
 - (ঘ) যৌথ বিমা
২৫৫. স্বাধীনতার পর কত সালে বিমা ব্যবসায়ের সূচনা হয়? (জান)
- (ক) ১৯৭১ সালে
 - (খ) ১৯৭৮ সালে
 - (গ) ১৯৭৫ সালে
 - (ঘ) ১৯৭২ সালে
২৫৬. কোনে দেশের জাতীয় ঔজ্যনে গুরুত্বপূর্ণ — (অনুধাবন)
- i. বুকি নির্ণয়
 - ii. সংস্থারের প্রবণতা
 - iii. জাতীয় সংস্থার হার
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii
 - (খ) i ও iii
 - (গ) ii ও iii
 - (ঘ) i, ii ও iii
২৫৭. বিমা কোম্পানি কম বুকি নির্দেশ করে — (অনুধাবন)
- i. বিমা পলিসির সংখ্যা বেশি হলে
 - ii. বিমা পলিসি গ্রহণযোগ্য হলে
 - iii. স্বাভাবিকের চেয়ে কম ক্ষতির আশঙ্কা হলে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii
 - (খ) i ও iii
 - (গ) ii ও iii
 - (ঘ) i, ii ও iii
- খ

২৫৮. বিমা সবসময়ই — (অনুধাবন)

- i. আকস্মিক বিপদকে বাধা দিতে পারে না
- ii. বিপদে ক্ষতির ঝুকি নিতে পারে
- iii. ঝুকি বন্টন করতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii

- (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩

২৫৯. বিমাপত্রে উল্লেখ থাকে — (অনুধাবন)

- i. চুক্তির লক্ষ্য
- ii. চুক্তির বিষয়বস্তু

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii

- (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪

২৬০. বিমা চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় উপাদান — (অনুধাবন)

- i. বিমাযোগ্য স্বার্থ
- ii. প্রত্যক্ষ কারণ

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii

- (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫

২৬১. বিমা ব্যবসায়ের শর্তানুযায়ী বাধ্যতামূলক বিষয় —

(অনুধাবন)

- i. নিদিষ্ট হারে ঝণ প্রদান

- ii. নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান

- iii. নিদিষ্ট হারে প্রিমিয়াম প্রদান

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii

- (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬

২৬২. বিমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য — (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. বিমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে হয় নো বিমায়

- ii. প্রিমিয়ামের মুনাফা পাওয়া যায় নো বিমায়

- iii. ক্ষতি পূরণের চুক্তি হলো নো বিমায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii

- (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৭

২৬৩. বিমা আইন নতুন করে গৃহীত হওয়ার কারণ —

(উচ্চতর দক্ষতা)

- i. বিমার আইনগত কাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য

- ii. বিমার কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য

- iii. বিমাকারীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii

- (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৮

উদ্দীপকটি পঞ্চো এবং ২৬৪ ও ২৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

জনাব ফাহিম তার বন্ধু করিমের গার্মেন্টসের জন্য বিমা করতে চান। সব বিমা কোম্পানিই ফাহিমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অবশ্যে ফাহিমের অনুরোধে করিম A ও B নামক দুটি বিমা কোম্পানির নিকট বিমা

চুক্তি করে যার মোট মূল্য ১ কোটি টাকা। কিছুদিন পর অগ্নিকাড়ে ৫০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয় এবং কোম্পানিগুলো ফাহিমের বিমা দাবি প্রত্যাখ্যান করে।

২৬৪. জনাব করিম A বিমা কোম্পানির নিকট কত টাকার ক্ষতিপূরণ পাবেন? (গ্রোগ)

- (ক) ২৫ লক্ষ (খ) ৫০ লক্ষ

- (গ) ৭৫ লক্ষ (ঘ) ১ কোটি

৯

২৬৫. কোন কারণে বিমা কোম্পানিগুলো ফাহিমের বিমা দাবি প্রত্যাখ্যান করে? (উচ্চতর দক্ষতা)

- (ক) আইনগত সম্পর্ক (খ) বিমাযোগ্য স্বার্থ

- (গ) বৈধ প্রতিদান (ঘ) আর্থিক ক্ষতিপূরণ

১০

উদ্দীপকটি পঞ্চো এবং ২৬৬ ও ২৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

স্যার ক্লাসে বিমা সম্পর্কে অনেক ভালো কথা বললেন।

এক ছাত্রী জিজ্ঞাসা করলো, স্যার আপনি নিজে জীবনের বিমা করেছেন কি না? স্যার বললেন কেন যেন তার এটি করতে মন সায় দেয়নি।

২৬৬. বিমা সম্পর্কে স্যারের কোন ভালো কথাটি অধিক যুক্তিমূল্য? (উচ্চতর দক্ষতা)

- (ক) বিমা ঝুকি নিয়ন্ত্রণ করে

- (খ) এটি সম্পত্তির ক্ষতি হলে তা পুনঃস্থাপন করে

- (গ) এটি ঝুকির বিপক্ষে এক ধরনের আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

- (ঘ) যেকোনো কারণে ক্ষতির উত্তীর্ণ হলেই বিমা তা পূরণ করে

১১

২৬৭. স্যার নিজে বিমা করেন নি, এর পিছনে কারণ হতে পারে — (গ্রোগ)

- i. বিমা মানুষকে অলস করে

- ii. বিমা সম্পর্কে সমাজে এক ধরনের নেতৃত্বাচক ধারণা বিদ্যমান

- iii. অনেক বিমা কোম্পানি দাবি পূরণে আন্তরিক নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii

- (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২

উদ্দীপকটি পঞ্চো এবং ২৬৮ ও ২৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মি. মাসুদ তার পুরাণ পশুর যেকোনো দুঃটিনা বা রোগের কারণে মৃত্যুজনিত আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে

রক্ষা পাওয়ার জন্য একটি বিমা করেন।

২৬৮. বিমার বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে মি. মাসুদের বিমাটি কোন বিমার অন্তর্ভুক্ত? (গ্রোগ)

- (ক) ব্যক্তিগত (খ) সম্পত্তি

- (গ) দায় (ঘ) বিশ্বস্ততার

১৩

২৬৯. মি. মাসুদের বিমার ক্ষেত্রে গুরুত্বের সাথে

বিবেচনা করতে হয় — (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. পশুর স্বাস্থ্য ii. বয়স

- iii. বিমাগ্রহীতার উদ্দেশ্য

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii

- (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৪

ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায়-১১: জীবন বিমা

প্রশ্ন ▶ ১ জনাব রহিমের বর্তমান বয়স ৪৫ বছর। তিনি শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত। তিনি তার সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে নিজ নামে ১৫ বছরের একটি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেন। তিনি তার স্ত্রীকে বিমাপত্রের নমিনি করেন। পরপর ৩ বছর কিন্তু প্রদান করার পর জনাব রহিমের মৃত্যু হয়। মেয়াদপূর্তির পর তার স্ত্রী বিমা কোম্পানির নিকট বিমা দাবি পেশ করে।

(/৩ লে ১৭)

- ক. প্রিমিয়াম কী? ১
- খ. সম্পর্ণ মূল্য বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. জনাব রহিম কোন ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে জনাব রহিমের স্ত্রী কি বিমা দাবি করতে পারবেন? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা চুক্তিতে বিমাগ্রহীতা এককালীন অথবা নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিমাকারীকে যে অর্থ প্রদান করে তাকে প্রিমিয়াম বলে।

খ যদি বিমাগ্রহীতা কৃতক বিমাপত্রের প্রিমিয়াম নিয়মিত পরিশোধ করা সম্ভব না হয়, তাহলে তিনি বিমাপত্র কোম্পানিকে সম্পর্ণ করে কিছু অর্থ গ্রহণ করেন। একে সম্পর্ণ মূল্য বলে।

সম্পর্ণ মূল্য প্রিমিয়ামের একটি অংশ। বিমা চুক্তির মেয়াদ কমপক্ষে দুই বছর উভীগ হওয়ার পর সম্পর্ণ মূল্য পরিশোধ করা হয়।

গ উদ্দীপকের জনাব রহিম মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

এই বিমাপত্রে উল্লিখিত নির্দিষ্ট মেয়াদপূর্তিতে বিমাগ্রহীতাকে বিমা দাবির অর্থ বিমাকারী পরিশোধ করে থাকে। সাধারণত মেয়াদি বিমাপত্র নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যই গৃহীত হয়।

উদ্দীপকের জনাব রহিম শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত। তিনি সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে নিজ নামে ১৫ বছরের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তিনি নির্দিষ্ট একটি মেয়াদকালের জন্য জীবন বিমাপত্রটি গ্রহণ করেছেন। যা জীবন বিমার আওতাভুত মেয়াদি বিমাপত্র। উক্ত বিমাপত্রটি মেয়াদপূর্তিতে অথবা তার অবর্তমানে উত্তরাধিকারীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।

ঘ উদ্দীপকের জনাব রহিমের গৃহীত মেয়াদি বিমাপত্রের একমাত্র মনোনীত ব্যক্তি তার স্ত্রী হওয়ায় তিনি বিমা দাবির ঘোষ্য অধিকারী।

মেয়াদি বিমাপত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদপূর্তিতে বিমাগ্রহীতাকে বিমা দাবির অর্থ একত্রে পরিশোধ করা হয়। বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে তার মনোনীত ব্যক্তি বিমা চুক্তির অর্থ গ্রহণের অধিকার রাখে।

উদ্দীপকে জনাব রহিম ১৫ বছরের জন্য মেয়াদি একটি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেন। উক্ত বিমাপত্রে জনাব রহিম তার স্ত্রীকে নমিনি হিসেবে মনোনয়ন করেন। তবে পরপর তিনি বছর বিমা কিন্তু প্রদানের পর জনাব রহিম মারা যান।

জনাব রহিমের স্ত্রী এ পর্যায়ে বিমাপত্রের একমাত্র দাবিদার। মেয়াদি বিমাপত্রের শর্ত পূরণ করে জনাব রহিম তিনি বছর পর্যন্ত প্রিমিয়াম প্রদান করেছেন। আর তার গৃহীত বিমাপত্রে তিনি তার স্ত্রীকে নমিনি হিসেবে উল্লেখ করায় বিমাকারী প্রতিষ্ঠান তার স্ত্রীকে বিমা দাবি পরিশোধে বাধ্য। সজাত কারণে জনাব রহিমের স্ত্রী বিমা দাবি করতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶ ২ জনাব তৌহিদ ১৫ বছরের জন্য ৫ লক্ষ টাকার একটি জীবন বিমা চুক্তি সম্পাদন করেন। ৫ বছর প্রিমিয়াম পরিশোধের পর তিনি আর্থিক অসমর্থের কারণে তার পক্ষে বিমাপত্রটি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলে বিমা কোম্পানিকে জানান এবং বিমা দাবি আদায়ের জন্য আবেদন করেন।

(/৩ লে ১৭)

ক. জীবন বিমা কী?

খ. জীবন বিমাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ১

গ. জনাব রহিম কোন ধরনের জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন-আলোচনা করো। ৩

ঘ. জনাব তৌহিদ কী বিমাকারী কোম্পানি থেকে বিমা দাবি পাওয়ার অধিকারী হবেন? যুক্তি দাও। ৪

১

২

৩

৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রিমিয়াম বা বিমা সেলামির বিনিয়য়ে বিমাগ্রহীতা নিজের বা অন্যের জীবনের বুকিজনিত ক্ষতির প্রতিরোধ বা লাঘব করার জন্য বিমা কোম্পানির কাছ থেকে যে প্রতিশ্রুতি পেয়ে থাকেন তাকে জীবন বিমা বলা হয়।

খ যে বিমা চুক্তিতে কোনো ক্ষতি সংঘটিত হলে ক্ষতিপূরণ না করে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

গ জীবনহানি হলে বা দুর্ঘটনায় পড়লে, মানুষের ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না। তাই জীবন বিমাকৃত কেউ মারা গেলে বা পঞ্জু হলে কী পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে- বিমা কোম্পানি তার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। এ জন্য জীবন বিমাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

ঘ উদ্দীপকে জনাব তৌহিদ জীবন বিমার মেয়াদি বিমাপত্র (Endowment policy) গ্রহণ করেছেন।

সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মেয়াদি বিমাপত্র করা হয়ে থাকে। এই বিমাপত্রে এমন শর্ত থাকে যে, উক্ত সময়ের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি বিমাকৃত অর্থ পাবেন।

উদ্দীপকে জনাব তৌহিদ ১৫ বছরের জন্য ৫ লক্ষ টাকার একটি জীবন বিমা চুক্তি করেছেন। তাই এ বিমা পলিসির টাকা তিনি ১৫ বছর পর উত্তোলন করতে পারবেন। কিন্তু তিনি এই সময়ের মধ্যে মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি এ অর্থ পাবেন। এখানে জনাব তৌহিদের বিমাটি ১৫ বছরের জন্য করা হয়েছে বিধায় তা একটি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র হিসেবে বিবেচিত হবে।

ঘ উদ্দীপকের জনাব তৌহিদ বিমা দাবি পাওয়ার অধিকারী হবেন না, তবে তিনি বিমাপত্রের সম্পর্ণ (Surrender value) মূল্য পাবেন।

বিমাগ্রহীতা আর্থিক অসঙ্গতা বা অন্য কোনো কারণে বিমা চালু রাখতে সম্ভব না হলে বিমা কোম্পানির কাছে তা সম্পর্ণ করতে পারেন। এর ফলে বিমাকারী কোম্পানি থেকে বিমাগ্রহীতা যে অর্থ পান তাকে বিমাপত্রের সম্পর্ণ মূল্য বলা হয়।

উদ্দীপকে জনাব তৌহিদ ৫ লক্ষ টাকার একটি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেন। ৫ বছরের বিমাপত্রে তিনি ৫ বছর প্রিমিয়াম পরিশোধের পর আর্থিকভাবে অসমর্থ হয়ে পড়েন। তাই তিনি বিমা দাবি আদায়ের জন্য আবেদন করেন।

এখানে তিনি চুক্তি অনুযায়ী বিমাকৃত সম্পূর্ণ মূল্য দাবি করতে পারবেন না। কারণ বিমাপত্রের মেয়াদ আরও ১০ বছর বাকি আছে এবং তিনি এখনও জীবিত আছেন। তবে তিনি বিমাপত্রের সম্পর্ণ মূল্য দাবি করতে পারেন। সম্পর্ণ মূল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি শর্ত হলো ন্যূনতম ২ বছর পর্যন্ত কিন্তু প্রদান করতে হবে। এখানে জনাব তৌহিদ ৫ বছর কিন্তু প্রদান করেছেন। তাই তিনি সম্পূর্ণ বিমা দাবি না পেলেও সম্পর্ণ মূল্য পাবেন।

প্রশ্ন ▶ ৩ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মি. কামাল একটি জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। যার উত্তরাধিকারী করা হয় তার স্ত্রীকে। বিমা পলিসি গ্রহণকালে তিনি তার একটি মারাত্মক রোগের কথা গোপন রাখেন। তিনি প্রিমিয়ামের টাকা প্রদানের পর মি. কামাল মৃত্যুবরণ করেন। মিসেস কামাল বিমা দাবি পেশ করলে বিমা কোম্পানি তা প্রত্যাখ্যান করে।

১/৩ লে ১৭/

ক. স্থালাভিয়ন্ত্রকরণ নীতি কী?

১

খ. 'বিমা হলো ক্ষতিপূরণের চুক্তি' — ব্যাখ্যা করো।

২

গ. মি. কামাল কোন ধরনের জীবন বিমা করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. বিমা কোম্পানি মিসেস কামালের বিমা দাবি প্রত্যাখ্যান করে কেন? ব্যাখ্যা করো।

৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে নীতি অনুযায়ী বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতিতে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণের পর অবশিষ্ট সম্পত্তির মালিকানা বিমা কোম্পানির নিকট স্থানান্তরিত হয় তাকে স্থালাভিয়ন্ত্রকরণ নীতি বলে।

সহায়ক তথ্য:

উদাহরণ : জনাব আসগর তার ব্যক্তিগত গাড়িটি ৩০ লক্ষ টাকার বিমা করেন। দুষ্টিনায় গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমা কোম্পানি জনাব আসগরের বিমাদাবি পরিশোধ করে। এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটি বিমা কোম্পানি জনাব রহমানের নিকট ২০,০০০ টাকায় বিক্রি করে। স্থালাভিয়ন্ত্রকরণ নীতি অনুযায়ী এই ২০,০০০ টাকা জনাব আসগর দাবি করতে পারবেন না। এই অর্থে বিমা কোম্পানির।

খ বিমা হলো এক ধরনের লিখিত চুক্তি। এই চুক্তিতে বিমাগ্রহীতা বিমাকৃত বস্তুর ক্ষতির ভার নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম প্রদানের মাধ্যমে বিমা কোম্পানির ওপর অর্পণ করে।

সাধারণত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে বিমা চুক্তি করা হয়। এ চুক্তি অনুসারে বিমাকৃত বস্তু যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। যেহেতু ক্ষতি হতে রক্ষার্থে এ চুক্তি সম্পাদন করা হয় তাই বিমা চুক্তিকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে মি. কামাল আজীবন বিমা গ্রহণ করেছিলেন।

এ বিমা চুক্তির মাধ্যমে এককালীন, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বা আজীবন প্রিমিয়াম প্রদানের বিনিময়ে বিমাকারী বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমাকৃত অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়।

উদ্দীপকে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মি. কামাল একটি জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। বিমাপত্রে তিনি তার স্ত্রীকে নমিনি হিসেবে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ জীবন বিমা পত্রটি মি. কামাল কোনে নির্দিষ্ট মেয়াদকালের জন্য গ্রহণ করেন নি। মূলত বিমাপত্রটি তিনি তার অবর্তমানে পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে গ্রহণ করেছেন। যা আজীবন বিমাপত্রের মূল বিষয়।

ঘ উদ্দীপকে মি. কামাল দ্বারা আজীবন বিমাপত্র গ্রহণে বিমাপত্রের অপরিহার্য উপাদান সহিষ্ণুসের সম্পর্ক লজিত হওয়ায় বিমা কোম্পানি দাবি প্রত্যাখ্যান করে।

বিমাচুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে সহিষ্ণুসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই এক্ষেত্রে বিমাকৃত বিময়বস্তু সম্পর্কে সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সঠিকভাবে প্রদানে উভয়পক্ষ একে অন্যের নিকট বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকে মি. কামাল বিমাচুক্তি সম্পাদনে তার সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেন নি। অর্থাৎ তিনি বিমার অপরিহার্য উপাদান সহিষ্ণুসের সম্পর্ক ভঙ্গ করেছেন। যার ফলে বিমাকারী চুক্তি বাতিল বা ক্ষতিপূরণ প্রদান হতে বিরত থাকতে পারে। তাই পরবর্তীতে তার মৃত্যুতে বিমাদাবি উত্থাপিত হলে বিমা কোম্পানি তা যৌক্তিকভাবেই প্রত্যাখ্যান করে।

গ্রন্থ ▶ ৪ জনাব হাবিবুর রহমান একজন কলেজের প্রভাষক। কলেজ থেকে ফেরার সময় একটি দুষ্টিনায় তিনি মারা যান। জনাব হাবিবুর রহমানের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী সংসার চালাতে ভয় পান। কিন্তু তিনি জানতে পারলেন যে, তার স্ত্রী পরিবারের কথা তেবে ১৫ বছর মেয়াদ একটি বিমা পলিসি করেছিলেন। বিমাপত্রে জনাব রহমানের মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন তার স্ত্রী। বিমার দাবি পেশ করায় বিমা কোম্পানি জনাব রহমানের স্ত্রীকে দাবি পরিশোধের আশ্বাস দেন।

/ক্ল. নং. ১৭/

ক. আজীবন বিমাপত্র কী?

১

খ. কেন ধরনের বিমাপত্রের অধীনে কারখানার সকল শ্রমিকের বিমাপত্র করা যায়— ব্যাখ্যা করো।

২

গ. উদ্দীপকের আলোকে জনাব রহমান কী ধরনের জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেছিলেন? আলোচনা করো।

৩

ঘ. জনাব রহমানের এই পলিসি তার পরিবারের কাছে কতটুকু গুরুত্ব বহন করেছে বলে তুমি মনে করো? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে জীবন বিমাপত্রে শুধু বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পরই তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমাদাবি পরিশোধ করা হয় তাকে আজীবন বিমাপত্র বলে।

খ গোষ্ঠী বিমাপত্রের অধীনে কারখানার সকল শ্রমিকের জন্য বিমাপত্র গ্রহণ করা যায়।

এ বিমাপত্রে ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর সকলের জীবনকে একক বিমাপত্রের অধীনে বিমা করা হয়। সাধারণত একই স্থানে কর্মসূচি কর্মীদের জন্য এ ধরনের বিমা করা হয়ে থাকে। নিয়োগকর্তা এ ধরনের বিমা করে কর্মীদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেন।

গ উদ্দীপকে জনাব রহমান মেয়াদি জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেছিলেন।

মেয়াদি বিমাপত্র সাধারণত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খোলা হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট সময় শেষে বিমাকৃত অর্থ বিমাগ্রহীতাকে দেয়া হয়। তবে, বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে এ অর্থ মেয়াদের পূর্বেই দেয়া হয়। এরূপ বিমাপত্রে একদিকে বিনিয়োগ ও অন্যদিকে প্রতিরক্ষার সুবিধা পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে জনাব হাবিবুর রহমান একজন কলেজের প্রভাষক। কলেজ থেকে ফেরার পথে তিনি দুষ্টিনায় মারা যান। পরবর্তীতে তার স্ত্রী জানতে পারেন যে, তিনি ১৫ বছর মেয়াদ একটি বিমা পলিসি করেছিলেন। বিমাপত্রে জনাব রহমানের মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন তার স্ত্রী। অর্থাৎ মেয়াদি বিমা পলিসির শর্তানুযায়ী ১৫ বছরের মধ্যে জনাব রহমান মারা গেলে তার স্ত্রী এ অর্থ পাবে। আর যদি মারা না যান তাহলে মেয়াদ শেষে তিনি এ অর্থ পাবেন। এ সকল বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, জনাব রহমানের বিমাটি একটি মেয়াদি জীবন বিমা।

ঘ উদ্দীপকে জনাব রহমানের মেয়াদি জীবন বিমা পলিসিটি তার পরিবারের কাছে আর্থিক নিরাপত্তাবৃপ্ত ভূমিকা রাখছে।

জীবন বিমা হলো নিশ্চয়তার চুক্তি। কেননা, মানুষের জীবনহানির কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বিমাকৃত ব্যক্তির জীবনহানি বা দুষ্টিনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার পরিবার কিংবা তাকে আর্থিকভাবে সহায়তা দেয়া হয়।

উদ্দীপকে জনাব হাবিবুর রহমান কলেজ থেকে ফেরার পথে দুষ্টিনায় মারা যান। এতে তার পরিবার দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। পরবর্তীতে তার স্ত্রী জানতে পারেন, তিনি ১৫ বছর মেয়াদ একটি জীবন বিমা পলিসি করেছিলেন।

বিমাদাবি পেশ করায় বিমা কোম্পানি জনাব রহমানের স্ত্রীকে এ দাবি পরিশোধের আশ্বাস দেন। জীবন বিমা পলিসি হওয়ার কারণে ১৫ বছর পূর্ণ না হলেও তার স্ত্রী বিমাকৃত সম্পূর্ণ অর্থ পাবে। এর ফলে তার পরিবার আর্থিক নিরাপত্তা পেয়েছে। কেননা, জীবন বিমা পলিসিটি না করা থাকলে তার পরিবারকে চরম আর্থিক সংকটে পড়তে হতো।

গ্রন্থ ▶ ৫ জনাব সাঈদ একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার সন্তানদের লেখাপড়ার স্বার্থে ১০ বছর মেয়াদ একটি বিশেষ ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। যেখানে তিনি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বিমা কোম্পানিকে প্রিমিয়াম পরিশোধ করবেন এবং মেয়াদ শেষে বিমা কোম্পানি আবার নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তার সন্তানদেরকে বৃত্তি প্রদান করবে। তিনি তার বছর নিয়মিত প্রিমিয়াম পরিশোধ করার পর হঠাৎ ব্যবসায় ক্ষতির সম্মুখীন হলে বিমাপত্রটি বাতিলের জন্য আবেদন করেন। বিমা কোম্পানিটি তার আবেদনপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আর্থিক সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

/ক্ল. নং. ১৭/

ক. বিমাযোগ্য স্বার্থ কী?

১

খ. জীবন বিমাকে কেন নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়?

২

- গ. উদ্দীপকে জনাব সাইদ কোন ধরনের মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বিমা কোম্পানিটি জনাব সাইদকে আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সেটির যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে বিমাকৃত সম্পদ বা জীবনের ওপর বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থকে বোঝায়।

সহজক উত্তর

উদাহরণ : জনাব রাফিকের ব্যবহৃত গাড়ি জনাব রাফি বিমা করতে পারবেন না। কারণ এখানে জনাব রাফিকের উত্ত গাড়ির ওপর কোনো আর্থিক স্বার্থ নেই। তবে জনাব রাফিকের গাড়িটি জনাব রাফিকের নিকট বন্ধুক রাখলে সেক্ষেত্রে জনাব রাফিকের আর্থিক স্বার্থ সৃষ্টি হবে।

খ যে বিমা চুক্তিতে কোনো ক্ষতি সংঘটিত হলে ক্ষতিপূরণ না করে নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়। জীবনহানি হলে বা দুষ্টিনায় পড়লে, মানুষের ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না। তাই জীবন বিমাকৃত কেউ মারা গেলে বা পজু হলে কী পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে- বিমা কোম্পানি তার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। এ জন্য জীবন বিমাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব সাইদ মেয়াদি জীবন বিমার শিক্ষাবৃত্তি বিমাপত্রটি গ্রহণ করেছেন।

শিক্ষাবৃত্তি বিমাপত্রে নিদিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বিমাগ্রহীতা কিন্তির অর্থ বা প্রিমিয়াম প্রদান করে। পরবর্তীতে বিমা কোম্পানি নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত বিমাপত্রে উল্লিখিত নমিনিকে বৃত্তি হিসেবে অর্থ প্রদান করে।

উদ্দীপকে জনাব সাইদ একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার সন্তানদের লেখাপড়ার স্বার্থে ১০ বছর মেয়াদি একটি বিশেষ ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেন। বিমা চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি নিদিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বিমা কোম্পানিকে প্রিমিয়াম পরিশোধ করবেন। মেয়াদ শেষে বিমা কোম্পানি নিদিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তার সন্তানদেরকে বৃত্তি প্রদান করবে। জনাব সাইদ মূলত তার সন্তানদের লেখাপড়ার ভবিষ্যতের খরচ নির্বাহের উদ্দেশ্যেই এ বিমা করেছেন। উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে বলা যায়, জনাব সাইদের গৃহীত বিমাটি মেয়াদি জীবন বিমার শিক্ষাবৃত্তি বিমার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং তার গৃহীত বিমাপত্রটি একটি শিক্ষা বৃত্তি বিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি জনাব সাইদকে সমর্পণ মূল্য প্রদানের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা যৌক্তিক হয়েছে।

সমর্পণ মূল্য হলো বিমা পলিসি সমর্পণের বিনিময় মূল্য। বিমাগ্রহীতা কোনো কারণে বিমা পলিসির কিন্তি চালিয়ে যেতে অসমর্থ হলে বিমা কোম্পানি সমর্পণ মূল্য প্রদান করে থাকে।

উদ্দীপকে জনাব সাইদ তার সন্তানদের লেখাপড়ার স্বার্থে ১০ বছর মেয়াদি শিক্ষাবৃত্তি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। তিনি চার বছর নিয়মিত প্রিমিয়াম পরিশোধের পর বিমাপত্রটি বাতিলের জন্য আবেদন করেন। মূলত তিনি আর্থিকভাবে অসমর্থ হওয়ার কারণে এরূপ আবেদন করেন। বিমা কোম্পানি তাকে আর্থিক সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। অর্থাৎ তিনি বিমা কোম্পানি হতে সমর্পণ মূল্য পাবেন।

শর্ত অনুযায়ী সমর্পণ মূল্য পেতে হলে কমপক্ষে দুই বছর বিমার কিন্তির অর্থ বা প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে হয়। এখানে জনাব সাইদ বিমার কিন্তি চার বছর পর্যন্ত নিয়মিতভাবেই পরিশোধ করেন। অর্থাৎ তিনি সমর্পণ মূল্য পাওয়ার শর্ত পূরণ করেছেন। সুতরাং বিমা কোম্পানি কর্তৃক তাকে সমর্পণ মূল্য প্রদানের সিদ্ধান্তটি যথার্থই যৌক্তিক।

প্রশ্ন ৬ ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কথা চিন্তা করে মি. 'X' একটি ৫ বছর মেয়াদি ও কম প্রিমিয়ামের বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে বিমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে শুধু মি. 'X' কে বিমাদাবির অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। অন্যদিকে মি. 'X' একটি ২০ বছর মেয়াদি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি মেয়াদের মধ্যে মি. 'X' মারা গেলে তার পরিবারের মনোনীত ব্যক্তিকে অথবা মৃত্যুবরণ না করলে মি. 'X' কে বোনাসসহ বিমাকৃত অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

পঞ্জীয়ন পঞ্জীয়ন

- ক. বিমাযোগ্য স্বার্থ কী? ১
- খ. বিমাকে বুঁকি বল্টনের যৌথ ব্যবস্থা বলা হয় কেন? ২
- গ. মি. 'X' কর্তৃক গৃহীত বিমা পলিসিটি বিমাপত্রের মেয়াদের ভিত্তিতে কোন ধরনের যৌথ্য করো। ৩
- ঘ. মি. 'X' কর্তৃক গৃহীত বিমাপত্রটি একাধারে নিরাপত্তা ও বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করবে— তুমি কি এ উক্তির সাথে একমত? উদ্দীপকের আলোকে তোমার যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে বিমাকৃত সম্পদ বা জীবনের ওপর বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থকে বোঝায়।

সহজক উত্তর

উদাহরণ : জনাব রাফিকের ব্যবহৃত গাড়ি জনাব রাফি বিমা করতে পারবেন না। কারণ এখানে জনাব রাফিকের কোনো আর্থিক স্বার্থ নেই। তবে জনাব রাফিকের গাড়িটি জনাব রাফিকের নিকট বন্ধুক রাখলে সেক্ষেত্রে জনাব রাফিকের আর্থিক স্বার্থ সৃষ্টি হবে। তখন জনাব রাফিকের গাড়িটির জন্য বিমা করতে পারবেন।

খ বিমার মাধ্যমে বিমাগ্রহীতা তার সন্তান বুঁকিকে কয়েকটি পক্ষের মধ্যে বল্টন করে দেয়, তাই বিমাকে বুঁকি বল্টনের যৌথ ব্যবস্থা বলা হয়। বিমা এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত বিমাগ্রহীতার ক্ষতিকে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বল্টনের ব্যবস্থা করা যায়। এ ব্যবস্থায় বিমাকারী বিভিন্ন বিমাগ্রহীতার কাছ থেকে প্রিমিয়াম সংগ্রহ করে ক্ষতিগ্রস্ত বিমাগ্রহীতার ক্ষতিপূরণ করে।

গ উদ্দীপকে মি. 'X' কর্তৃক গৃহীত বিমা পলিসিটি বিমাপত্রের মেয়াদের ভিত্তিতে একটি বিশুদ্ধ মেয়াদি বিমাপত্র।

বিশুদ্ধ মেয়াদি বিমাপত্রের ক্ষেত্রে যে মেয়াদের জন্য বিমাপত্র খোলা হয় এই মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেই শুধু বিমাগ্রহীতা বিমাদাবির অর্থ লাভ করে। এর মধ্যে বিমাকৃত ব্যক্তি মারা গেলে কোনো প্রকার বিমাদাবি পরিশোধিত হয় না। এরূপ বিমাপত্র সাধারণত ৫ বা ১০ বছর মেয়াদি হয়ে থাকে যাতে বিমা প্রিমিয়ামের পরিমাণও কম হয়।

উদ্দীপকে ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কথা চিন্তা করে মি. 'X' একটি জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। যার মেয়াদ ৫ বছর এবং প্রিমিয়ামের পরিমাণ ও অপেক্ষাকৃত কম। তবে এক্ষেত্রে মি. 'X' বিমাপত্রের মেয়াদপূর্তিতে জীবিত থাকলেই কেবল বিমাকারী কোম্পানি দাবি পরিশোধে বাধ্য থাকবে। অর্থাৎ উক্ত মেয়াদগুরুত্বের পূর্বে মি. 'X' মারা গেলে বিমাদাবি পরিশোধিত হবে না। যা বিশুদ্ধ মেয়াদি জীবন বিমাপত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে মি. 'X' কর্তৃক গৃহীত বিমাপত্রটি একাধারে নিরাপত্তা ও বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করবে— এক্ষেত্রে উক্ত বিমাপত্রটি সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র হওয়ায় আমি এ বন্ধবের সাথে একমত।

সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্রের ক্ষেত্রে নিদিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিমাকৃত ব্যক্তি মারা গেলে মনোনীত ব্যক্তিকে বা বিমাকৃত ব্যক্তি জীবিত থাকলে মেয়াদ শেষে তাকে বিমার অর্থ প্রদান করা হয়। ফলে এরূপ বিমাপত্র একাধারে বিনিয়োগ ও অন্যদিকে প্রতিরক্ষার সুবিধা প্রদান করে।

উদ্দীপকে মি. 'X' বিশ বছর মেয়াদি একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। উক্ত বিমাপত্রের শর্ত অনুযায়ী মেয়াদের মধ্যে মি. 'X' এর মৃত্যু হলে তার পরিবারের মনোনীত ব্যক্তিকে অথবা তিনি জীবিত থাকলে মেয়াদ শেষে তাকে বিমাকৃত অর্থ পরিশোধ করা হবে। অর্থাৎ মি. 'X' একটি সাধারণ মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

মি. 'X' এর গৃহীত বিমাপত্রটি তার অবর্তমানে পরিবারের জন্য আর্থিক নিরাপত্তা স্বরূপ। এছাড়াও নিদিষ্ট সময় পরপর কিন্তি পরিশোধ করতে হয় বিধায় তা এক ধরনের বাধ্যতামূলক সংস্কয়ে পরিণত হয়। যা পরবর্তীতে বিনিয়োগযোগ্য সংস্কয়ে রূপ লাভ করবে। আবার মি. 'X' মারা গেলে এই বিমাটি তার পরিবারের জন্য আর্থিক প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করবে।

প্রশ্ন ৭ জনাব মাশরুর বিমা দাবি প্রাপ্তির অনিশ্চয়তার কথা চিন্তা করে তার ১০০ কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতির জন্য 'মডার্ন ইস্যুরেন্স কোম্পানি লি.' ও 'পপুলার ইস্যুরেন্স কোম্পানি লি.' নামক দুটি বিমা কোম্পানি থেকে বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। অন্যদিকে জনাব সামিয়া তার ২০০ কোটি টাকা মূল্যের জাহাজের জন্য 'প্রিমিয়ার ইস্যুরেন্স কোম্পানির' নিকট

থেকে একটি বিমা পলিসি সংগ্রহ করেন। 'প্রিমিয়ার ইসুরেন্স কোম্পানি' উক্ত জাহাজের জন্য আবার 'জনতা ইসুরেন্স কোম্পানি' নিকট থেকে ডিম একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করে।

/শ. বো. ১৭/

ক. শস্য বিমা কী?

খ. কোন ধরনের সম্পত্তি বিমায় নৈতিক ঝুঁকির মাত্রা বেশি থাকে? ব্যাখ্যা করো।

গ. জনাব মাশুর কোন ধরনের বিমা পলিসি গ্রহণ করেছিলেন? : ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'জনতা ইসুরেন্সের নিকট বিমা করায় প্রিমিয়ার ইসুরেন্সের ঝুঁকি কমবে এবং জনাব সামিয়ার বিমা দাবি প্রাপ্তির সম্ভাবনা বাঢ়বে'— তুমি কি এ উক্তি সমর্থন করো? উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত দাও।

৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. শস্য বিনষ্টের সম্ভাব্য প্রাকৃতিক ঝুঁকিসমূহ (যেমন: বন্যা, ঘৰা, অতিবৃষ্টি, অন্যাবৃষ্টি ইত্যাদি) এবং অপ্রাকৃতিক ঝুঁকিসমূহ (যেমন: চুরি, লুট, অগ্নিসংযোগ, দাঙ্গা ইত্যাদি) মোকাবিলার জন্য যে বিমা গ্রহণ করা হয় তাকে শস্য বিমা বলে।

খ. অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকির মাত্রা বেশি থাকে।

বিমাগ্রহীতার চরিত বা পার্শ্ববর্তী লোকজনের কার্যকলাপ থেকে সৃষ্টি ঝুঁকিকেই অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকি বলে। নৈতিক ঝুঁকি অনুশ্যামান এবং তা মানুষের ওপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক ঝুঁকির মতো এ ঝুঁকি অনুমান করা প্রায় অসম্ভব। পণ্য গুদাম বিমা করে পণ্য সরিয়ে আগুন লাগানো ও ক্ষতিপূরণ আদায় করা নৈতিক ঝুঁকির আওতাভুক্ত।

গ. উদ্দীপকে জনাব মাশুর একশ কোটি টাকার যত্নপাতির জন্য 'মডার্ন ইসুরেন্স কোম্পানি লি.' ও 'পগুলার ইসুরেন্স কোম্পানি লি.' নামক দুটি বিমা কোম্পানি থেকে বিমা পলিসি গ্রহণ করায় তা হৈত বিমা।

এ ধরনের বিমা পলিসিতে একক বিষয়বস্তুকে একাধিক বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করা হয়। বিমাকৃত মূল্য না পাওয়ার ঝুঁকি এড়ানোই এরূপ বিমার উদ্দেশ্য। সাধারণত উচ্চ মূল্যের সম্পত্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের বিমাপলিসি গ্রহণ করা হয়।

ড. উদ্দীপকে জনাব মাশুর বিমা দাবি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনিচ্ছ্যতার বিষয়টি বিবেচনা করে তার মালিকানাধীন যত্নপাতি একাধিক বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করেন। এক্ষেত্রে যত্নপাতির মূল্য একশ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিষয়বস্তুর মূল্য অধিক হওয়ায় জনাব মাশুর তা একাধিক বিমা কোম্পানিতে বিমা করেন। এ পর্যায়ে তিনি বিষয়বস্তুর ক্ষতিতে বিমাকৃত মূল্য নিশ্চিতভাবে পাওয়ার লক্ষ্যে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, যা হৈতবিমার মূল বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচ্য।

ঢ. উদ্দীপকে উচ্চে জনতা ইসুরেন্সের নিকট বিমা করায় প্রিমিয়ার ইসুরেন্সের ঝুঁকি কমবে এবং জনাব সামিয়ার বিমা দাবি প্রাপ্তির সম্ভাবনা বাঢ়বে'— পুনর্বিমার উদ্দেশ্য বিবেচনায় উক্ত বক্তব্যের সাথে আমি একমত। এ ধরনের বিমাচুক্তির মাধ্যমে বিমাকারী বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ঝুঁকি স্তুপ করে। এটি বিমাকারী কর্তৃক অন্য বিমা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তি। এ চুক্তি দ্বারা প্রথম বিমাকারীর গৃহীত ঝুঁকির অংশ ছিটায় বিমাকারীর সাথে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব সামিয়া তার দুইশ কোটি টাকা মূল্যের জাহাজের জন্য প্রিমিয়ার ইসুরেন্স কোম্পানির নিকট থেকে একটি বিমা পলিসি সংগ্রহ করেন। তবে প্রিমিয়ার ইসুরেন্স উক্ত জাহাজের জন্য আবার জনতা ইসুরেন্স কোম্পানি হতে একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করে।

প্রিমিয়ার ইসুরেন্স, জনতা ইসুরেন্স হতে জাহাজের জন্য পুনরায় বিমাপত্র গ্রহণ করায় তা একটি পুনর্বিমা চুক্তি। এক্ষেত্রে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়ই বিমা কোম্পানি। এ পর্যায়ে প্রিমিয়ার ইসুরেন্স কর্তৃক পুনরায় বিমা পলিসি গ্রহণের মাধ্যমে জনাব সামিয়ার দুইশ কোটি টাকার জাহাজের ঝুঁকি বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে প্রিমিয়ার ইসুরেন্সের যেমন গৃহীত ঝুঁকির পরিমাণ স্তুপ পেঁচে অনুরূপভাবে জনাব সামিয়ার প্রাপ্তির সম্ভাবনা বেঢ়েছে।

প্রয়োজন রুবিনা ইসলাম ২০১১ সালে মার্জিন লাইফ ইন্সুরেন্স এর সাথে মাসিক প্রিমিয়াম প্রদানের বিনিময়ে ১০ বছরের জন্য একটি বিমা চুক্তি সম্পাদন করেন। ১০ বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলে তার মনোনীত সন্তানেরা বিমার অর্থ পাবেন আর বেঁচে থাকলে তিনি অর্থ পাবেন। পাঁচ বছর পর আর্থিক অসঙ্গতির কারণে তিনি বিমাটি বন্ধ করে দেয়ার জন্য আবেদন করেন এবং প্রদত্ত প্রিমিয়ামের ২৫ শতাংশ ফেরত প্রদানের দাবি করেন।

/শ. বো. ১৭/

ক. প্রিমিয়াম কী?

খ. জীবন বিমায় মৃত্যুহার পঞ্জি ব্যবহার করা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে রুবিনা ইসলাম মেয়াদভিত্তিক কোন ধরনের জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. তুমি কি মনে করো, মডার্ন লাইফ ইন্সুরেন্স রুবিনা ইসলামকে তার দাবিকৃত অর্থ প্রদান করবে? উদ্দীপকের আলোকে যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো।

৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বিমাচুক্তিতে বিমাকারীর ঝুঁকি বহনের বিনিময়ে বিমাগ্রহীতা বিমাকারীকে যে অর্থ প্রদান করে তাকে প্রিমিয়াম বলে।

সহজেক তথ্য

জীবন বিমার ক্ষেত্রে বিমা প্রিমিয়াম সাধারণত নিচিতে পরিশোধ। তবে সৌ. অমি ও অন্যান্য বিমার ক্ষেত্রে একবারেই এরূপ প্রিমিয়াম পরিশোধ করা হয়।

খ. জীবন বিমা ব্যবসায়কে অনুমানের গতানুগতিক ধারা থেকে বৈজ্ঞানিক হিসাব-নিকাশের ধারায় নিয়ে আসতে মৃত্যুহার পঞ্জি ব্যবহার করা হয়।

অতীত পরিসংখ্যান ও অভিজ্ঞতার আলোকে নিদিষ্ট বয়সসীমায় প্রতি হাজারে সম্ভাব্য মৃত্যু ব্যক্তির সংখ্যা সম্পর্কে সারণী দ্বারা মৃত্যুহার পঞ্জি নির্ণয় করা হয়। এরূপ পঞ্জি মৃত্যু ঝুঁকি ও প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণে সহায়তা করে।

গ. উদ্দীপকে রুবিনা ইসলাম জীবন বিমার সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন।

সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্রের ক্ষেত্রে নিদিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু হলে মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার অর্থ প্রদান করা হয়। তবে উক্ত মেয়াদের মধ্যে বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু না হলে তাকেই এ অর্থ প্রদান করা হয়।

উদ্দীপকে রুবিনা ইসলাম মডার্ন লাইফ ইসুরেন্সে এর নিকট ১০ বছরের জন্য একটি বিমা চুক্তি করেন। শর্তানুযায়ী, ১০ বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলে তার মনোনীত সন্তান বিমার অর্থ পাবে। আর যদি বেঁচে থাকেন তাহলে তিনি নিজেই এ অর্থ পাবেন। অর্থাৎ তার বিমাপত্রটি সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্রের মতো একই সাথে বিনিয়োগ ও প্রতিরক্ষার সুবিধা প্রদান করছে। সুতরাং, বিমাচুক্তির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী রুবিনা ইসলামের গৃহীত বিমাপত্রটি হলো সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র।

ঢ. উদ্দীপকে মডার্ন লাইফ ইসুরেন্স রুবিনা ইসলামকে তার দাবিকৃত অর্থ সমর্পণ মূল্য হিসেবে প্রদান করবে বলে আমি মনে করি।

সমর্পণ মূল্য হলো বিমা পলিসি সমর্পণের বিনিময় মূল্য। বিমাগ্রহীতা কোনো কারণে বিমার প্রিমিয়াম প্রদানে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক হলে বিমা কোম্পানি তার প্রিমিয়ামের একটি অংশ ফেরত দেয়। এই অংশটুকুই হলো সমর্পণ মূল্য।

উদ্দীপকে রুবিনা ইসলাম মডার্ন লাইফ ইসুরেন্স এর নিকট হতে ১০ বছরের জন্য সাধারণ মেয়াদ জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেন। পাঁচ বছর পর আর্থিক সমস্যার কারণে তিনি বিমাটি বন্ধের জন্য আবেদন করেন এবং প্রদত্ত প্রিমিয়ামের ২৫ শতাংশ ফেরত প্রদানের দাবি করেন।

অর্থাৎ আর্থিক সমস্যার কারণে তিনি জীবন বিমা পলিসিটি বিমা কোম্পানির কাছে সমর্পণ করেন। কমপক্ষে ২ বছর পর্যন্ত প্রিমিয়াম পরিশোধ করা হলে এরূপ প্রস্তাবে বিমা কোম্পানি সমর্পণ মূল্য প্রদান করে। এখনে রুবিনা ইসলাম ৫ বছর পর্যন্ত প্রিমিয়াম পরিশোধ করেন। সুতরাং তিনি অবশ্যই বিমা কোম্পানির নিকট হতে সমর্পণ মূল্য পাবেন।

প্রশ্ন ৯ রফিক ও শফিক দুই বন্ধু। তারা একই সাথে সুরমা লাইফ ইন্সুরেন্স কোং লি.-এ ১০ বছর মেয়াদি ১০ লক্ষ টাকার দুইটি জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। নিমিট্ট সময়ের পূর্বে জন্যাব রফিক চাকরিচ্যুত হওয়ায় বিমার প্রিমিয়াম দেয়া তার পক্ষে আর সন্তুষ্ট হয়ে উঠে না। তবে শফিক তার বিমা পলিসির মেয়াদ পূর্ণ করেন।

প. বো. ১৭/

- ক. সমর্পণ মূল্য কী? ১
খ. 'জীবন বিমা' মানুষের প্রাত্যাহিক জীবনের আর্থিক হাতিয়ার 'স্বরূপ'—কথাটির তাংপর্য বিশ্লেষণ করো। ২
গ. উদ্দীপকের শফিক বিমা কোম্পানির নিকট থেকে কী ধরনের সুবিধা পাবেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দুই বন্ধুর বিমা সুবিধার চিত্র তুলে ধরো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমর্পণ মূল্য হলো বিমাগ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধিত প্রিমিয়ামের সেই অংশ, যা বিমাপত্র ফেরতদানের সময় তাকে পরিশোধ করা হয়।

সহজস্করণ

উদাহরণ: জন্য শামীন ৬ বছরের জন্য ৩ লক্ষ টাকার একটি জীবন বিমা চুক্তি সম্পাদন করেন। ৩ বছর পর আর্থিক অসঙ্গতার কারণে তিনি বিমাটি চালিয়ে যেতে অপারগত প্রকাশ করেন। তিনি বিমা কোম্পানির নিকট বিমা দাবি খেলে বিমা কোম্পানি তার পরিশোধিত প্রিমিয়ামের কিছু অংশ সমর্পণ মূল্য হিসেবে তাকে প্রদান করে।

ব জীবন বিমা হলো আর্থিক নিচয়তার চুক্তি। কৃতি সংঘটিত হলে এ চুক্তির ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ না করে নিমিট্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

মানুব জীবন সংশ্লিষ্ট বিমা চুক্তিই হলো জীবন বিমা। আর এ বিমা চুক্তি ব্যক্তির যেকোনো দুঃখিতায় অক্ষমতা বা ভালুক মড্যুলে পরিবারের আর্থিক অসহায়ত্বে আর্থিক নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয় করে। এটি প্রাত্যাহিক জীবনে কোনো ব্যক্তির অর্থনৈতিক হাতিয়ার খূব।

গ উদ্দীপকের শফিক বিমা কোম্পানির নিকট হতে মেয়াদি বিমাপত্রের সুবিধা পাবেন।

জীবন বিমার অন্তর্ভুক্ত একটি বিমাপত্র হলো মেয়াদি বিমাপত্র। এ বিমা সাধারণত নিমিট্ট মেয়াদের জন্য করা হয়। মেয়াদাতে বিমাগ্রহীতা নিজে অথবা তার অবর্তমানে উত্তরাধিকারী এ বিমার অর্থ পেয়ে থাকে।

উদ্দীপকের শফিক সুরমা লাইফ ইন্সুরেন্স-এর নিকট হতে ১০ বছরের জন্য ১০ লক্ষ টাকার একটি জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। তিনি বিমা চুক্তি অনুযায়ী ১০ বছর পর্যন্ত বিমা প্রিমিয়াম প্রদান করেন। অর্থাৎ তিনি মেয়াদাতে বিমা চুক্তি অনুযায়ী ১০ লক্ষ টাকা উত্তোলন করতে পারবেন। নিমিট্ট মেয়াদের জন্য বিমা করায় নিঃসন্দেহে বিমাটি একটি মেয়াদি বিমাপত্র। এ বিমার মাধ্যমে শফিক একদিকে বিনিয়োগের সুবিধা এবং অপরদিকে আর্থিক প্রতিরক্ষা পাবেন। কেননা, কোনো কারণে তিনি মারা গেলে বিমা দাবির সম্পূর্ণ অর্থই তার পরিবার পাবে। তাই বলা যায়, শফিক উক্ত বিমাপত্রের মাধ্যমে মেয়াদি বিমার সকল সুবিধাই পাবেন।

ঘ উদ্দীপকের শফিক বিমাকৃত সম্পূর্ণ অর্থ পাবেন এবং রফিক শুধু সমর্পণ মূল্য পাবেন।

জীবন বিমা হলো একটি নিচয়তার চুক্তি। চুক্তি অনুযায়ী মেয়াদাতে বিমাগ্রহীতা বিমাকৃত সম্পূর্ণ অর্থই পেয়ে থাকেন। তবে কোনো কারণে মেয়াদপূর্ণ না করতে পারলে বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে সমর্পণ মূল্য প্রদান করে থাকে।

উদ্দীপকের রফিক এবং শফিক দুজনেই সুরমা লাইফ ইন্সুরেন্স হতে ১০ বছর মেয়াদি জীবন বিমাপত্র সংগ্রহ করেন। নিমিট্ট মেয়াদের পূর্বে রফিক চাকরিচ্যুত হওয়ায় তার পক্ষে আর বিমার প্রিমিয়াম দেয়া সন্তুষ্ট হয় না। কিন্তু শফিক তার বিমা পলিসির মেয়াদ পূর্ণ করেন।

উদ্দীপকের শফিক গ্র্যান্ড চুক্তি অনুযায়ী বিমার নিমিট্ট-মেয়াদ পূর্ণ করেছেন। তাই মেঝের তার বিমা দাবির সম্পূর্ণ জন্যার। তিনি বিমা প্রতিষ্ঠান থেকে পাবেন। অপরদিকে, রফিক বিমা পলিসির মেয়াদপূর্ণ করতে পারেন নি। তবে এক্ষেত্রে তিনি তার বিমা দাবি হিসেবে সমর্পণ মূল্য পাবেন। কেননা, মেয়াদি জীবন বিমার ক্ষেত্রে মেয়াদপূর্ণ পূর্বেই বিমাগ্রহীতা বিমা পলিসি চালিয়ে যেতে অসমর্থ হলো বিমা কোম্পানি এই সমর্পণ মূল্য পরিশোধ করে থাকে।

সহজস্করণ

সমর্পণ মূল্য: এটি হলো বিমাগ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধিত প্রিমিয়ামের সেই অংশ যা বিমাপত্র ফেরত দেয়ার সময় তাকে পরিশোধ করা হয়। বিমা কোম্পানি তার প্রয়োজনীয় খরচাদি বাদ দিয়ে মূলকারিতার বিমাপত্রে পরিশোধকৃত বিমা কিন্তির ২৫%-৩০% এবং মূলকার্যকৃত বিমাপত্রে ৪০% পর্যন্ত সমর্পণ মূল্য প্রদান করে।

প্রশ্ন ১০ ২০১৩ সালে সাভারে রানা প্লাজা ধসে পড়ে। এই ভবনে অবস্থিত গামেন্টসের অনেক শ্রমিকের মৃত্যু হয়। পাশেই আরেকটি ভবনের গামেন্টস কর্মীরা উদ্বিঘ্ন। তাই তারা জীবন বিমা করার জন্য বিদ্রোহ শুরু করল। এজন্য পার্শ্ববর্তী ভবনের গামেন্টস মালিক তার প্রতিষ্ঠানের ৩,০০০ জন শ্রমিকের বিমা করলেন। অনেক গ্রাহক এবং প্রিমিয়াম পাওয়ার ফলে বিমা কোম্পানি ৮% বোনাস ঘোষণা করে, যা ১ বছর পর দেয়া হবে।

- ক. বার্ষিক বৃত্তি কী? ১
খ. জীবন বিমায় চূড়ান্ত সম্পর্ক কেন প্রয়োজন? ২
গ. উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি কোন ধরনের বোনাসের ঘোষণা দিয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সকল শ্রমিকের জন্য একটিমাত্র বিমা করার যৌক্তিকতা কী? বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বার্ষিক বৃত্তি হলো নিমিট্ট সময়কাল বা মুভুকাল অবধি বিমা কোম্পানি কর্তৃক কোনো ব্যক্তিকে নিমিট্ট হারে ভাতা বা বৃত্তি প্রদানের একটি ব্যবস্থা।

ব মানুষের জীবন সংশ্লিষ্ট বিপদের বুকির বিপক্ষে সম্পদিত বিমা চুক্তিই হলো জীবন বিমা।

বিমাচুক্তির ফলে বিমাগ্রহীতা বিমাকারীকে বিমাচুক্তির বিষয়ে সঠিক ও সম্পূর্ণ তথ্য জানাতে আইনত বাধ্য থাকে। বিমাচুক্তি সম্পর্কিত কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিমাগ্রহীতা কর্তৃক গোপন করা হলো বা ভুল তথ্য দিলে বিমাচুক্তি বাতিল হয়ে যেতে পারে। তাই জীবন বিমায় চূড়ান্ত সম্পর্কের প্রয়োজন। এই বিধাসের ওপর ভিত্তি করেই বিমাচুক্তির সংশ্লিষ্ট পক্ষ একে অন্যকে সঠিক ও নির্ভুল তথ্য প্রদানের নিচয়তা দেয়।

গ উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি তাংকণিক বোনাসের ঘোষণা দিয়েছে। যে বোনাসের অর্থ বোনাস ঘোষণার পরই বা নিমিট্ট সময় পর পরিশোধ করা হয় তাকে তাংকণিক বোনাস বলে।

উদ্দীপকে পার্মেন্টস মালিক তার প্রতিষ্ঠানের ৩ হাজার জন শ্রমিকের জন্য বিমা করেন। অনেক গ্রাহক এবং প্রিমিয়াম পাওয়ার ফলে বিমা কোম্পানি ৮% বোনাস ঘোষণা করে। তবে এই বোনাস আগামী ১ বছর পর প্রদান করা হবে। সাধারণত তাংকণিক বোনাস দুইভাবে প্রদান করা হয়। প্রথমত, বোনাস ঘোষণার পরই প্রদান করা হয় অথবা দ্বিতীয়ত, নিমিট্ট সময় অর্থাৎ এক বছর পর বোনাস প্রদান করা হবে বিধায় এটিকে তাংকণিক বোনাস বলা যায়। সুতরাং বিমা কোম্পানি তাংকণিক বোনাস ঘোষণা দিয়েছে।

ঘ সব শ্রমিকের জন্য একটিমাত্র বিমা করার বিষয়টি অবশ্যই যৌক্তিক। সাধারণত একই স্থানে কর্মরত কর্মীদের জন্য যে ধরনের বিমা করা হয় তাকে গোষ্ঠী বিমা বলে।

উদ্দীপকে রানা প্লাজা ধসের পর পার্শ্ববর্তী ভবনের গামেন্টস কর্মীরা জীবন বিমা করার জন্য বিদ্রোহ শুরু করেন। তাই গামেন্টসের মালিক ৩ হাজার শ্রমিকের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তিনি গোষ্ঠী বিমা করেন।

গোষ্ঠী বিমা বিমাপত্রে তালিকাভুক্ত কোনো বিমাগ্রহীতা মারা গেলেও বিমাপত্র চালু থাকে। এর ফলে মালিককে নতুন করে বিমাপত্র সংগ্রহ করতে হয় না। এ বিমার ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত কোনো কর্মী মারা গেলে বিমা কোম্পানি শুধু এই কর্মীর ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। তাছাড়া একাধিক কর্মী কিংবা তালিকাভুক্ত সব কর্মী বিমাপত্রে উল্লিখিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমা কোম্পানি প্রত্যেক শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। এ বিমায় কম প্রিমিয়াম প্রদান করে একজে সব শ্রমিকের জীবন বিমা করা যায়। এতে মালিকের ব্যয় ও বুকি উভয়ই স্বাস্থ্য পায়। একটিমাত্র বিমার মাধ্যমে সব শ্রমিকের বুকি উভয় করা যায় বিধায় গোষ্ঠী বিমা করা যৌক্তিক।

প্রশ্ন ১১ জনাব রিফাত সাহেব তার একটি মেশিন ক্রয়ের জন্য 'সোনালী' বিমা কোম্পানির সাথে ২,০০,০০০ টাকার এবং 'রমন' বিমা কোম্পানির সাথে ৪,০০,০০০ টাকার বিমাপত্র ক্রয়ের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ হলেন। কিন্তু দুইটিনা বশত মেশিনটির ২,০০,০০০ টাকা সমমূল্যের ক্ষতি সংঘটিত হয়।

/গ. কো. ১৬/

- ক. দায় বিমা কী? ১
- খ. 'নৈতিক ঝুঁকি' কীভাবে বিমা পলিসিতে প্রভাব ফেলল? ২
- গ. জনাব রিফাত সাহেব মেশিনের জন্য কোন ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে এ ধরনের বিমাপত্র গ্রহণের যৌক্তিকতা কতটুকু? মূল্যায়ন করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত ঝুঁকিজনিত যেকোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ করার জন্য বিমাগ্রহীতার মতো বিমাকারী প্রতিষ্ঠানও সমভাবে দায়বদ্ধ থাকে তাকে দায় বিমা বলে।

খ নৈতিক ঝুঁকির সন্তান যত বেশি সেক্ষেত্রে বিমা গ্রহীত হওয়ার সন্তান তত কম।

বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী লোকজনের কার্যকলাপ থেকে সৃষ্টি ঝুঁকিকেই নৈতিক ঝুঁকি বলে। এ ধরনের ঝুঁকির মাত্রা বেশি থাকলে প্রতারণার শিকার হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। তাই এ ঝুঁকির সন্তান বেশি হলে বিমা কোম্পানি কর্তৃক বিমা গ্রহীত হওয়ার সন্তান তত কম থাকে।

গ উদ্দীপকে জনাব রিফাত সাহেব মেশিনের জন্য স্বৈর বিমাপত্র গ্রহণ করেন।

কোনো একক বিষয়বস্তু একাধিক বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করা হলে তাকে স্বৈর বিমাপত্র বলে।

উদ্দীপকে রিফাত সাহেব তার মেশিনের জন্য 'সোনালী' ও 'রমন' দুটি বিমা কোম্পানির সাথে বিমাচুক্তি করেন। তিনি প্রথমটির জন্য ২ লক্ষ টাকা এবং দ্বিতীয়টির জন্য ৪ লক্ষ টাকার বিমাপত্র গ্রহণ করেন। সাধারণত, সম্পত্তি বিমার ক্ষেত্রে ঝুঁকি হ্রাসের উদ্দেশ্যে একই সম্পত্তি একাধিক বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করা যায়। এরূপ বিমাপত্রকে স্বৈর বিমা বলা হয়ে থাকে। যেহেতু জনাব রিফাত একই মেশিনের জন্য দুটি বিমা কোম্পানির নিকট থেকে বিমাপত্র সংগ্রহ করেন সেহেতু তার বিমাপত্রটি স্বৈর বিমাপত্রের সাথেই সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং তিনি মেশিনের জন্য স্বৈর বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে স্বৈর বিমাপত্র গ্রহণ করা পুরোপুরি যৌক্তিক হয়েছে।

সাধারণত অধিক মূল্যমানের সম্পত্তির ঝুঁকি হ্রাস ও ঝুঁকি বন্টনের নিমিত্তে একাধিক বিমা কোম্পানিতে একাধিক বিমাচুক্তি সম্পাদন করা হয়, যা স্বৈর বিমা নামে পরিচিত।

উদ্দীপকে জনাব রিফাত সাহেব একটি মেশিনের জন্য স্বৈর বিমাপত্র সংগ্রহ করেন। তিনি 'সোনালী' ও 'রমন' নামক দুটি কোম্পানির সাথে একই মেশিনের জন্য বিমাপত্র সংগ্রহ করেন।

সাধারণত অধিক মূল্যের সম্পত্তির ক্ষেত্রে অধিক ঝুঁকি বিদ্যমান। ফলে একটি বিমা কোম্পানির নিকট এরূপ বিমা করা হলে জনাব রিফাতের বিমাকৃত মূল্য প্রাপ্তিতে অনিচ্ছয়তার সৃষ্টি হতে পারে। এমনকি সম্পূর্ণ ক্ষতিতে বিমা কোম্পানি দেউলিয়াও হয়ে যেতে পারে। তাই আনুপাতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই ঝুঁকি স্বৈর বিমাপত্রের মাধ্যমে হ্রাস করা যায়। সুতরাং এ ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করা সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

প্রশ্ন ১২ জনাব X এবং জনাব Y দুইজন সরকারি চাকরিজীবী। জনাব X দুই বছরের জন্য জাতিসংঘ মিশনে সোমালিয়া যান। তিনি তার সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে দুই বছরের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। যেখানে তিনি মারা গেলেই কেবল তার সন্তানেরা বিমা দাবি করতে পারবেন। অপরদিকে জনাব Y বার্ষিক ২৫,০০০ টাকা বিমা কিস্তিতে ১০ বছরের জন্য তিনি লক্ষ টাকায় একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন, যেখানে তিনি মারা না গেলেও নিদিষ্ট সময় শেষে বিমা দাবি পারবেন।

/গ. কো. সি. কো. ১৭/

ক. মৃত্যুর পঞ্জি কাকে বলে?

খ. পুনর্বিমা বলতে কী বোঝায়?

গ. জনাব X-এর গৃহীত বিমাপত্রটি কোন ধরনের বিমাপত্র? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. জনাব X এবং জনাব Y গৃহীত দুটি বিমাপত্রের মধ্যে কোনটি বেশি লাভজনক বলে তুমি মনে করো? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

১

২

৩

৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অভীতের পরিসংখ্যান ও অভিজ্ঞতার আলোকে নির্দিষ্ট বয়সসীমায় প্রতি হজারে সন্তান মৃত বাত্রির সংখ্যা সম্পর্কে মৃত্যুর পঞ্জি বলে।

খ বড় ঝুঁকির ক্ষেত্রে একটি বিমা কোম্পানি সব ঝুঁকি নিতে সম্ভব না হলে ঝুঁকির অংশবিশেষ পুনঃচুক্তির মাধ্যমে অন্য কোনো বিমা কোম্পানির ওপর ন্যস্ত করলে তাকে পুনর্বিমা বলে। পুনর্বিমা তখনই করা হয় যখন একটি বিমা কোম্পানি অনুধাবন করে যে তার গৃহীত ঝুঁকির পরিমাণ অত্যধিক হয়ে যাচ্ছে এবং সামর্থ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। পুনর্বিমার মাধ্যমে ঝুঁকিকে বিমাকারীদের মাঝে পুনর্বন্টন করা হয় ঝুঁকি হ্রাস ও ঝুঁকি বন্টনের উদ্দেশ্যে।

গ উদ্দীপকে জনাব X কর্তৃক গৃহীত বিমাপত্রটি সাময়িক বিমাপত্র। স্বল্প মেয়াদের জন্য অর্থাৎ তিনি মাস থেকে সর্বোচ্চ ৫ বছরের জন্য যে জীবন বিমাপত্র খোলা হয় তাকে সাময়িক বিমাপত্র বলে। কেবলমাত্র বিমাকৃত মারা গেলেই বিমা কোম্পানি বিমাদাবির অর্থ পরিশোধ করে।

উদ্দীপকে সরকারি চাকরিজীবী জনাব X দুই বছরের জন্য জাতিসংঘ মিশনে সোমালিয়া যান। তিনি তার সন্তানদের নিয়ে চিন্তিত এবং তাদের কথা বিবেচনা করে দুই বছর মেয়াদ একটি সাময়িক বিমাপত্র গ্রহণ করেন। চুক্তিপত্র অনুযায়ী দুই হাফ্টে তিনি মারা গেলে তার সন্তানেরা বিমাদাবি পাবেন। আবার সাময়িক বিমাপত্রের শর্তানুযায়ী তিনি যদি মারা না যান তাহলে তিনি বিমাদাবির কিছুই পাবেন না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জনাব X-এর গৃহীত বিমাপত্রটির বৈশিষ্ট্যের সাথে সাময়িক বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্য মিলে যায়। তাই জনাব X-এর গৃহীত বিমাপত্রটি সাময়িক বিমাপত্র।

ঘ জনাব X-এবং জনাব Y-এর গৃহীত বিমাপত্র দুটি যথাক্রমে সাময়িক ও মেয়াদি বিমাপত্রের মধ্যে মেয়াদি বিমাপত্রটি অধিক লাভজনক বলে আমি মনে করি।

যে বিমাপত্রের অর্থ বিমার মেয়াদপত্রিতে বা বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে তার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীকে নিশ্চিতভাবে পরিশোধ করা হবে বলে প্রতিশ্রূতি দেয়া হয় তাকে মেয়াদি বিমাপত্র বলে।

উদ্দীপকে জনাব X এবং জনাব Y দুইজন সরকারি চাকরিজীবী। জনাব X সোমালিয়া যান, যে কারণে তিনি দুই বছরের একটি সাময়িক বিমাপত্র নেন। পক্ষস্তরে, জনাব Y বার্ষিক ২৫,০০০ টাকা কিস্তিতে ১০ বছর মেয়াদি ৩ লক্ষ টাকার একটি মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। এখানে তিনি মারা না গেলেও টাকা পাবেন।

উদ্দীপক অনুসারে জনাব X-কে জনাব Y অপেক্ষা কম প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু জনাব X কর্তৃক গৃহীত সাময়িক বিমাপত্রে কেবল তার মৃত্যুতেই বিমাদাবি পরিশোধ করা হবে। অথচ জনাব Y কর্তৃক গৃহীত মেয়াদপত্রিতে স্বয়ং জনাব Y এর বিমাদাবির অর্থ ভোগ করতে পারবেন, যা জনাব X পারবেন না। তাহাত সাময়িক বিমাপত্র সম্পূর্ণ মুনাফাবিহীন। তাই লাভজনকতা বিচারে জনাব X ও জনাব Y-এর গৃহীত বিমাপত্রগুলোর মধ্যে জনাব Y-এর বিমা অর্থাৎ মেয়াদি বিমা জনাব X-এর সাময়িক বিমা অপেক্ষা উত্তম।

প্রশ্ন ১৩ মি. সাজাদ একজন বৈমানিক। অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ একটি পেশায় নিয়োজিত পাকায় তার পরিবারের কথা বিশ্বাস করে তিনি এককালীন কিস্তি পার্শ্ববর্তীর ভিত্তিতে ৫ বছর মেয়াদিপত্রটি জীবন বিমাপত্র ক্রয় করেন। ৫ বছর অতিবাহিত হলে তিনি বিমা দাবি করলে বিমা কোম্পানি তা প্রত্যাখ্যান করে। অন্যদিকে মি. আলমগীর ১৮ বছর মেয়াদি একটি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেন। ৫ বছর অতিক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। মি. আলমগীরের স্ত্রী দাবি উপস্থাপন করলে বিমা কোম্পানি দাবি পরিশোধ করে। /দি. কো. ১৭/

ক. সমর্পন মূল্য কী?	১
খ. মৃত্যুহার পঞ্জি বলতে কী বোঝায়?	২
গ. উদ্দীপকে মি. সাজ্জাদ যে বিমাপত্র ত্রুটি করেছেন তা মেয়াদের ভিত্তিতে কী ধরনের বিমাপত্র? ব্যাখ্যা করো।	৩
ঘ. উদ্দীপকের ২য় বিমাপত্রটি একই সাথে বিনিয়োগ ও আর্থিক সুরক্ষার সুযোগ দেয়- তোমার মতামত দাও।	৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বিমা পলিসি কোম্পানির নিকট অর্পণের পর পলিসি মালিক যে পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করে তাকে সমর্পন মূল্য বলে।

খ. অতীত পরিস্থ্যানের আলোকে নির্দিষ্ট বয়সসীমার হাজার প্রতি মৃত্যুর সন্তানবন্দী যে সারণিতে প্রস্তুত করা হয় তাকে মৃত্যুহার পঞ্জি বলে। মৃত্যুহার পঞ্জি তালিকা সাধারণত বিমানকারী প্রতিষ্ঠান তৈরি করে থাকে। এর সাহায্যে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যৎ মৃত্যুহার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

গ. উদ্দীপকে মি. সাজ্জাদ মেয়াদের ভিত্তিতে একটি সাময়িক বিমাপত্র ত্রুটি করেছেন।

যে বিমাপত্রে স্বল্প মেয়াদের জন্য সাধারণত ৩ মাস থেকে ৫ বছরের জন্য খোলা হয় তাকে সাময়িক বিমাপত্র বলে। এ বিমাপত্রে মেয়াদের মধ্যে বিমানহাতি মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারী বিমানবি আদায় করতে পারেন। তবে মারা না গেলে কোনো বিমানবি প্রদান করা হয় না।

উদ্দীপকে মি. সাজ্জাদ এককালীন ক্রতি পরিশোধের মাধ্যমে ৫ বছর মেয়াদি একটি জীবন বিমাপত্র ত্রুটি করেন। কিন্তু মেয়াদ পূর্ণ হলেও বেঁচে থাকায় তিনি কোনো বিমানবি পাননি। কারণ, তার গৃহীত বিমাপত্রটি একটি সাময়িক বিমাপত্র। এ ধরনের জীবন বিমায় শুধু বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু হলেই বিমানবি পরিশোধ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রদান প্রিমিয়াম বিমা কোম্পানির লাভ। সুতরাং মি. সাজ্জাদের ত্রুটিকৃত বিমাপত্রটি একটি সাময়িক জীবন বিমাপত্র।

ঘ. উদ্দীপকের ছিটায় বিমাপত্রটি একই সাথে বিনিয়োগ ও আর্থিক সুরক্ষার সুযোগ দেয়।

নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য যে বিমাপত্র গ্রহণ করা হয় এবং মেয়াদ শেষে বা বিমানহাতি মারা গেলে বিমানবি পরিশোধ করা হয় তাকে মেয়াদি বিমাপত্র বলে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. আলমগীর ১৮ বছরের জন্য একটি বিমা চুক্তি সম্পাদন করেন এবং ৫ বছর প্রিমিয়াম প্রদানের পর তিনি মারা যান। মি. আলমগীরের স্ত্রী বিমানবি করলে বিমা কোম্পানি তা পরিশোধ করে। কারণ, তার গৃহীত বিমাপত্রটি একটি মেয়াদি বিমাপত্র ছিল।

মি. আলমগীরের নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রিমিয়াম প্রদান করেন। এ প্রিমিয়ামের অর্থ যেহেতু মেয়াদপূর্তির আগে প্রদান করা হবে না তাই বিমা কোম্পানি এ অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ পায়। আবার মি. আলমগীর যেহেতু ক্রিতিতে প্রিমিয়াম প্রদান করেছেন তাই এটি তাকে সংক্ষয়ের সুবিধাও প্রদান করছে। মেয়াদপূর্তিতে বা বিমানহাতির মৃত্যুতে এককালীন বিমানবি প্রাপ্তিতে তা বিনিয়োগযোগ্য মূলধন হিসেবেও পরিগণিত হয়। তাই বলা যায়, মি. আলমগীরের বিমাপত্রটি একই সাথে বিনিয়োগ ও আর্থিক সুরক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন ► ১৪ জনাব রিয়াজ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক। স্বল্প বেতনের কারণে তিনি নিজের এবং পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষকের পরামর্শে তিনি ‘আলফা বিমা কোম্পানির নিকট থেকে নিজের ও স্ত্রীর নামে ২০ বছর মেয়াদি আলাদা দুইটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। বিমা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বিমাকৃত সময়ের মধ্যে মৃত্যু হলে বিমানহাতির মনোনীত ব্যক্তি আর মৃত্যু না হলে বিমানহাতি নিজে বিমানবি পরিশোধ করবে। তাই তার মাঝে বিমাপত্রের ১০ বছর পর তার মৃত্যু হলে তার স্ত্রী ও মা উভয়ই বিমা কোম্পানির নিকট দাবি পেশ করেন। বিমা কোম্পানি তার মাঝের দাবি প্রত্যাখ্যান কর্তৃক তার মাঝের দাবি প্রত্যাখ্যান করা যৌক্তিক হয়েছে।

ক. মৃত্যুহার পঞ্জি কী?	১
খ. জীবন বিমা কোন ধরনের চুক্তি? ব্যাখ্যা করো।	২
গ. উদ্দীপকের জনাব রিয়াজ কোন ধরনের জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো।	৩
ঘ. বিমা প্রতিষ্ঠানটি কর্তৃক জনাব রিয়াজের মাঝের দাবি প্রত্যাখ্যানের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো।	৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মৃত্যুহার পঞ্জি হলো অতীত মৃত্যুহারের নথিপত্রের ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের মৃত্যুহারের সম্পর্কে ধারণা করার একটি কৌশল।

খ. জীবন বিমা এক ধরনের নিশ্চয়তার চুক্তি। মানুষের জীবন সংগ্রাহিত মুক্তি আর্থিকভাবে মোকাবিলার ব্যবস্থাই জীবন বিমা। অন্যান্য বিমার মতো এটি কোনো ক্ষতিপূরণের চুক্তি নয়। কারণ, জীবনহানি হলে ক্ষতির পরিমাণ অর্থ দিয়ে পরিমাণ করা যায় না। এক্ষেত্রে বিমানহাতি জীবনহানি বা ক্ষতির জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

গ. উদ্দীপকে জনাব রিয়াজ যে ধরনের জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন তা মেয়াদি বিমাপত্র।

সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা বিমানহাতির নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত মেয়াদি বিমা করা হয়। বিমার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বা বিমানহাতির মৃত্যুতে বিমানবি পরিশোধ করা হয়। মেয়াদি বিমাপত্র অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের জন্য ইস্যু করা হয়।

উদ্দীপকে রিয়াজ আলফা বিমা কোম্পানির নিকট থেকে নিজের ও স্ত্রীর নামে ২০ বছর মেয়াদি আলাদা দুটি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেন। বিমা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ২০ বছরের মধ্যে মৃত্যু হলে তার মনোনীত ব্যক্তি আর মৃত্যু না হলে বিমানহাতি নিজে বিমানবি লাভ করবেন। অর্থাৎ তিনি তার নিজের ও স্ত্রীর জন্য পৃথক দুটি মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। কেননা, তিনি ২০ বছর সময়ের জন্য বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে মৃত্যু হলে তার মনোনীত ব্যক্তি এ বিমার দাবি আদায় করতে পারবেন। সুতরাং বলা যায়, তিনি তার নিজের ও স্ত্রীর জন্য পৃথক দুটি মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ. জনাব রিয়াজের বিমার ক্ষেত্রে তার মা মনোনীত ব্যক্তি না হওয়ায় বিমা কোম্পানি তার দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে।

যে বিমাপত্রের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে বিমার অর্থ পরিশোধ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তাকে মেয়াদি বিমাপত্র। এক্ষেত্রে বিমানহাতি নির্দিষ্ট বয়সে পদার্পণ করলে বিমাকৃত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়। উক্ত সময়ের আগে তার মৃত্যু ঘটলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার টাকা পরিশোধ করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব রিয়াজ তার নিজের ও স্ত্রীর নামে ২০ বছর মেয়াদি দুটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। তার গৃহীত পলিসি দুটি মেয়াদি বিমাপত্র। পলিসি গ্রহণের ১০ বছর পর তার মৃত্যু হলে তার স্ত্রী ও মা উভয়ই বিমা কোম্পানি তার মাঝের দাবি প্রত্যাখ্যান করে তার স্ত্রীকে বিমানবি পরিশোধ করে।

জনাব রিয়াজের বিমা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বিমাকৃত সময়ের মধ্যে তার মৃত্যু হলে তার মনোনীত ব্যক্তি বা মৃত্যু না হলে তিনি নিজে বিমানবি লাভ করবেন। অর্থাৎ তার মৃত্যুর পর তার মনোনীত ব্যক্তিকেই বিমা কোম্পানি বিমানবি পরিশোধ করবে। তাই তার মাঝে বিমাপত্রের ১০ বছর পর তার মৃত্যু হলে তার স্ত্রী ও মা উভয়ই বিমানবি পরিশোধ করা হয়নি। কেননা, বিমাপত্রে তার বৃন্দা মা মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন না। সুতরাং বলা যায়, জনাব রিয়াজের মনোনীত ব্যক্তি তার মা না হওয়ায় বিমা কোম্পানি কর্তৃক তার মাঝের দাবি প্রত্যাখ্যান করা যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ► ১৫ মনিরুজ্জামান নিজের অবর্তমানে পরিবারের কথা বিবেচনা করে ১৮ বছর মেয়াদি একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি মাত্র তিনি প্রিমিয়াম প্রদান করে মৃত্যুবরণ করেন।

চ. বোর্ডে ১৫/

ক. বোনাস কী?

খ. বিমাযোগ্য স্বার্থ কী? বুঝিয়ে লেখো।

গ. উদ্দীপকে মনিরুজ্জামান যে বিমাপত্রটি গ্রহণ করেন তা কোন ধরনের? বিস্তারিত লেখো।

ঘ. সম্পূর্ণ বিমার টাকা দাবি উক্ত পরিবারের জন্য কতটা যৌক্তিক বলে তুমি করো? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

চ. বোর্ডে ১৫/

ক বিমা কোম্পানি অধিক মুনাফার যে অংশ বিমাগ্রহীতাদের মধ্যে বিতরণ করে সেই বিতরণকৃত লভ্যাংশকেই বোনাস বলে।

ব বিমাকৃত বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার যে আর্থিক স্বার্থ থাকে তাকে বিমাযোগ স্বার্থ বলে। এ ধরনের স্বার্থ না থাকলে বিমা চুক্তি করা যায় না। সাধারণত বিমাযোগ স্বার্থ বিমাকারী প্রতিষ্ঠান হারা সংরক্ষিত হয়। মূলত বিমার বিষয়বস্তুর ওপর বিমাকারীর আর্থিক স্বার্থ থাকে এবং বিমাকারী প্রতিষ্ঠান এ বিমাকৃত বিষয়বস্তুর আর্থিক ক্ষতি হলে তা প্ররোচের দায়িত্ব প্রাপ্ত করে।

গ উদ্দীপকে মনিরুজ্জামান মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। যে জীবন বিমাপত্র একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খোলা হয় এবং এ সময়ের মধ্যে বাস্তি মারা গেলে মনোনীত বাস্তিকে মেয়াদপূর্তিতে বিমাগ্রহীতাকে বিমানাবি পরিশোধ করা হয় তাকে মেয়াদি বিমাপত্র বলে। উদ্দীপকে মনিরুজ্জামান নিজের অবর্তমানে পরিবারের কথা বিবেচনা করে ১৮ বছর মেয়াদি একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। যা জীবন বিমাপত্রের মেয়াদি বিমার বৈশিষ্ট্য। মূলত মেয়াদি জীবন বিমাপত্র দীর্ঘমেয়াদি হয়ে থাকে। সাধারণত ৫ বছর থেকে অধিক সময়ের জন্য এ বিমাপত্র গৃহীত হয়ে থাকে এবং এতে বিশ্ব প্রিমিয়ামের পরিমাণও কম হয়। সুতরাং মনিরুজ্জামানের গৃহীত বিমাপত্রটির দীর্ঘমেয়াদি হওয়ায় তা মেয়াদি জীবন বিমাপত্র।

ଘ ଉନ୍ନିପକେ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାମାନେର ମୃତ୍ୟୁତେ ତାର ପରିବାର କର୍ତ୍ତକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିମାର ଦାକା ଦାବି ଯଥାଥେଇ ଯୌକ୍ତିକ ବଲେ ଆମି ମନେ କରି ।

ମେୟାଦି ଜୀବନ ବିମାପତ୍ରେ କ୍ଷେତ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମେୟାଦେର ମଧ୍ୟେ ବିମାକୃତ ସ୍ଥାନ ମାର୍ଯ୍ୟା ଗେଲେ ତାର ମନୋନୀତ ସ୍ଥାନିକେ ଅଥବା ଉକ୍ତ ମେୟାଦେର ମଧ୍ୟେ ବିମାକୃତ ସ୍ଥାନ ମାର୍ଯ୍ୟା ନା ଗେଲେ ମେୟାଦପର୍ତ୍ତିତେ ତାକେ ବିମାକୃତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରା ହୁୟେ ଥାକେ ।

উদ্দীপকে মনিরুজ্জামান নিজের অবর্তমানে পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে নিজের জীবনের ওপর একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। জীবন বিমাপত্রটির মেয়াদ ১৮ বছর। অর্থাৎ মনিরুজ্জামানের গৃহীত বিমাপত্রটি একটি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র। তবে কেবলমাত্র তিনটি বিমা প্রিমিয়াম কিস্তি পরিশোধ করে মনিরুজ্জামান ঘারা যান।

ମନ୍ତ୍ରିଜୀମାନ ଯେହେତୁ ତାର ଅବର୍ତ୍ତମାନେ ପରିବାରେର ଆର୍ଥିକ ନିରାପଦ୍ଧତି ନିଶ୍ଚିତକଲେ ବିମାପତ୍ରଟି ପ୍ରଥମ କରେଛିଲେନ ସେହେତୁ ତାର ପରିବାରେର ଦ୍ୱାରା ବିମାଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ଯୌତ୍ତକ୍ରିୟା ଆମେ ବିମା କୋମ୍ପାନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିମାମୂଳ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରବେ କିନା । ମେଯାଦି ବିମାପତ୍ରର ବିମାଦାବି

ପାରଶୋଧର କ୍ଷେତ୍ରେ ନାଦିଶ୍ଚ ମେୟାଦେର ମଧ୍ୟେ ବିମାଦାବ ପୂର୍ବେ ବାଧ୍ୟ ଥାକେ । ତାଇ ମନିରୁଜ୍ଜାମାନେର ଜୀବନ ବିମାପତ୍ରଟି ମେୟାଦି ବିମାପତ୍ର ହେୟାଯାଇ ତାର ପରିବାର ବିମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ପାଓଯାଇ ଯୌନିକ ଦାବିଦାର ।

প্রশ্ন ▷ ১৬ ওমর ফারুক আলিকো ইনসুরেন্সে ১৮ বছর যোঃদি একটি জীবন বিমা গ্রহণ করেন। প্রতি ৬ মাস অন্তর তিনি কিস্তি প্রদান করতে থাকেন। বিমা চুক্তি অনুযায়ী তিনি ছাটি রোগের জন্য চিকিৎসা ব্যয় পাবার দাবিদার। ২ বছর অতিবাহিত হবার পর বিমা কোম্পানি হৃদরোগের ব্যয়ভার বহনের জন্য প্রতি কিস্তিতে ৯০০ টাকা করে অতিরিক্ত প্রদান করতে বলে।

গু উদ্দীপকের আলোকে ওমর ফারুকের জন্য স্বাস্থ্য বিমা সহায়ক হবে
বলে আমি মনে করি।

ଦ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିମା ବିମାଶ୍ରାହିତା ଓ ବିମାକାରୀର ମଧ୍ୟ ଏକ ଧରନେର ଚାନ୍ଦି । ଏହିତେ ବିମାଶ୍ରାହିତାର ଅସୁମ୍ଭାଜନିତ କାରଣେ ପ୍ରୋଜନ୍ମୀୟ ସକଳ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟାଧି ବିମାକାରୀର କାହେ ହଞ୍ଚାନ୍ତର କରେ । ବିମାଶ୍ରାହିତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ସୁମ୍ଭ୍ୟ ନା ହେଉୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋଜନ୍ମୀୟ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟାବସ୍ଥା ବିମାକାରୀ କରେ ।

উদ্দিপকে ওমর ফারুক আলিকো ইস্যুরেস থেকে একটি ১৮ বছর
মেয়াদি জীবন বিমা গ্রহণ করেন। তার এই বিমাপত্রটি মেয়াদি জীবন
বিমা। ২ বছর অভিবাহিত হবার পর বিমা কোম্পানি হৃদরোগের ব্যয়ভার
বহনের জন্য প্রতি কিস্তিতে ৯০০ টাকা অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দাবি করে।
এক্ষেত্রে একটি স্বাস্থ্য বিমাপত্র গ্রহণ করা তার জন্য সুবিধাজনক হবে।
কেননা স্বাস্থ্য বিমার মাধ্যমে কিছু নির্দিষ্ট রোগের ব্যয়ভার বিমা
কোম্পানি গ্রহণ করে। তাই স্বাস্থ্য বিমাপত্র গ্রহণ করলে তিনি একটি
নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম প্রদান করে নির্দিষ্ট কয়েকটি রোগের চিকিৎসা ব্যয়
বিমা কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করতে পারবেন।

୩ ଉନ୍ନିପକେ ବିମା କୋମ୍ପାନିର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରମିଲାମ ଦାବି କରା ଯୌଡ଼ିକ ହେବେ ବଲେ ଆମି ଘନେ କରି ।

বিমা চুক্তিতে বিমাকারী বিমাগ্রহীতার ঝুঁকি বহনের নিশ্চয়তা প্রদান করে। এর বিপরীতে বিমাগ্রহীতা বিমাকারীকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে, যাকে প্রিমিয়াম বলে। এটি হলো বিমাকারী কর্তৃক ঝুঁকি গ্রহণের বিনিময় মূল্য।

উদ্দীপকে ওমর ফারুক আলিকো ইস্যুরেস কোম্পানিতে ১৮ বছর মেয়াদি একটি জীবন বিমা গ্রহণ করেন। তিনি প্রতি ৬ মাস অন্তর কিস্তি প্রদান করেন। বিমা চুক্তি অনুসারে তিনি ছয়টি রোগের চিকিৎসা ব্যয় পাবার দাবিদার। ২ বছর পর বিমা কোম্পানি হৃদরোগের ব্যয়ভার বহন করার শর্তে প্রতি কিস্তিতে ৯০০ টাকা অতিরিক্ত দাবি করে।

କ୍ଷତିପୂରଣେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବିନିମୟେ ବିମାଣହିତା ବିମାକାରୀକେ ଯେ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରେ ତାଇ ପ୍ରିମିଆମ । ବୁକିର ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିମାପ ଅନୁୟାୟୀ ଜୀବନ ବିମା ପ୍ରିମିଆମ ନିର୍ଧାରଣ କରା ହ୍ୟ । ବିମାକୃତେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅବସ୍ଥା ଖାରାପ ହଲେ ପ୍ରିମିଆମେର ହାର ବେଶ ହବେ । ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟକେ ଆଲିକୋ ଇନ୍‌ଡ୍ରାଇନ କୋମ୍ପାନି ଚୁକ୍ତି ଅନୁୟାୟୀ ହ୍ୟାଟି ରୋଗେର ଜନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟାୟ ପାବାର ଦାବିଦାର । ପରବର୍ତ୍ତୀତେ ହୃଦରୋଗେର ବ୍ୟାୟଭାବ ବହନେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରତି କିଞ୍ଚିତେ ୯୦୦ ଟାକା ଅତିରିକ୍ତ ଦାରି କରେଛେ । ୯୦୦ ଟାକା ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରିମିଆମ ପ୍ରଦାନ କରଲେ ଜଳାବ ଓମର ଫାରୁକ ମୋଟ ସାତଟି ରୋଗେର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟାୟ ପାବେନ । ତାଇ ବିମା କୋମ୍ପାନିର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରିମିଆମ ଦାରି କରା ସମ୍ପର୍କ ଯୌନ୍ତିକ ହେବେ ।

প্রশ্ন ▶ ১৭ মি. খান ও মি. জামান ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দুজনই 'কাঞ্চন লাইফ ইন্সুরেন্স লি-এর' সাথে বিমা চুক্তিতে আবশ্য হন। মি. খান বাংসরিক এককালীন প্রিমিয়াম পরিশোধ করেন। তিনি ভুলভুমে নমিনি নির্ধারণ করেন নি। মি. জামান কিস্তিতে প্রিমিয়াম জমা দেন। মি. খান ৫ বছর পর মারা গেলে তার স্ত্রী ও মি. জামান উক্ত বিমা কোম্পানির নিকট বিমা দাবি চেয়ে আবেদন করলে বিমা কোম্পানিটি ক্ষতিপূরণে অপারগতা জানায়।

ক. সমর্পণ মূল্য কী? ১
 খ. বিমা চুক্তিকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় কেন? ২
 গ. কার্ডুন লাইফ ইন্সুরেন্স লি. মি. জামানের ক্ষতিপূরণ না দেয়ার
 পিছনে কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৩
 ঘ. মি. খান ও মি. জামান বিমা চুক্তিতে কী ধরনের ত্রুটি বিদ্যমান
 রয়েছে বলে তুমি মনে করো? উদ্দীপকের আলোকে তা বিশ্লেষণ
 করো। ৪

१६ नं प्रात्मक उत्तर

ক বিমা চুক্তিতে বিমাগ্রহীতা যে বৈধ উদ্দেশ্য নিয়ে বিমাকারীকে প্রতিদান হিসেবে অর্থ প্রদান করে তাকে বৈধ প্রতিদান বলে।

৪ কোনো বিমানগুলীতা যখন একই বিষয়বস্তুর জন্য একাধিক বিমা কোম্পানির
সাথে পৃথক পৃথক বিমা চুক্তি সম্পাদন করে তাকে বৈত বিমা বলে।
সাধারণত বিমাকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য অধিক হলে একক বিমা কোম্পানির
নিকট বিমা করা ক্ষেত্রবিশেষে বুকিংপূর্ণ মনে হয়। সেক্ষেত্রে বিমানগুলীতা
দুই বা ততোধিক বিমা কোম্পানির আশ্রয় নেয়। একক কোম্পানির
নিকট বিমা না করে একাধিক কোম্পানির নিকট বিমাকৃত সম্পত্তির
বুকি ভাগ করে বিমা করা হয় বিধায় একে বৈত বিমা বলে।

সাধারনত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে বিমা চুক্তি করা হয়। এ চুক্তি অনুসারে বিমাকৃত বস্তু যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। যেহেতু ক্ষতি হতে রক্ষার্থে এ চুক্তি সম্পাদন করা হয় তাই বিমা চুক্তিকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে মি. খান কর্তৃক গৃহীত বিমাপত্রে মি. জামানকে মনোনীত না করায় কাঞ্চন লাইফ ইন্সুরেন্স লি. তাকে বিমাদাবি পরিশোধ করেনি।

জীবন বিমা চুক্তির মাধ্যমে বিমাকারী বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুতে তার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীকে দাবি পরিশোধে বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকে মি. খান ও মি. জামান দুই বন্ধু কাঞ্চন লাইফ ইন্সুরেন্স লি.-এর সাথে জীবন বিমাচুক্তি করেন। কিন্তু মি. খান ভুলক্রমে বিমাপত্রে মনোনীত ব্যক্তির তথ্য উল্লেখ করেননি। পরবর্তীতে পাঁচ বছর পর মি. খানের মৃত্যুতে মি. জামান দ্বারা বিমাদাবি উপস্থিত হয়। কিন্তু বিমাকারী দাবি পরিশোধে অবীকৃতি জানায়। অর্থাৎ মি. খানের বিমাপত্রে মি. জামান তার মনোনীত ব্যক্তি নয়। তাই কাঞ্চন লাইফ ইন্সুরেন্স লি. মি. জামানকে মি. খানের মৃত্যুতে দাবি পরিশোধ বাধ্য নয়।

ঘ উদ্দীপকে মি. খান-এর বিমা চুক্তিতে যে ত্রুটি বিদ্যমান তা হলো, মনোনীত ব্যক্তি অনিদীরণ।

বিমাকৃত ব্যক্তি মারা গেলে বিমাদাবি কাকে পরিশোধ করা হবে এ বিষয়ে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নাম পূর্ব অনুমোদনকে মনোনয়ন বলে। বিমাগ্রহীতা এক বা একাধিক ব্যক্তিকে এবং মনোনয়ন দিতে পারেন।

উদ্দীপকে মি. খান ও মি. জামান কাঞ্চন লাইফ ইন্সুরেন্সের সাথে বিমা চুক্তি করেন। মি. খান এবং মি. জামান কিসিতে প্রিমিয়াম পরিশোধ করেন। মি. খান ৫ বছর পর মারা গেলে মি. জামান ও মি. খানের স্ত্রী বিমাদাবি পেশ করেন। কিন্তু বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দিতে অবীকার করে।

উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি মি. খানের স্ত্রীর ও মি. জামানের বিমাদাবি পূরণ করেন। কেননা, মি. খানের বিমাচুক্তিটি ত্রুটিপূর্ণ। জীবন বিমা চুক্তির অপরিহার্য উপাদানগুলোর মধ্যে মনোনয়ন অন্যতম। বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে তার মনোনীত ব্যক্তি বিমাদাবি আদায় করতে পারে। চুক্তিতে এর ব্যত্যয় ঘটলে বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে বিমাকারী ক্ষতিপূরণে বাধ্য নয়। মি. খান তার বিমাপত্রে কোনো মনোনীত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেন। অর্থাৎ মি. খানের মৃত্যুতে কে বিমাদাবি পাবেন তা বিমাপত্রে উল্লেখ করা নেই। তাই বিমাচুক্তিতে মনোনীত ব্যক্তির নাম উল্লেখ না থাকায় তার বিমা চুক্তিটি ত্রুটিপূর্ণ।

প্রশ্ন ১৮ মি. ভট্টাচার্য একটা জীবন বিমাপত্র খুলেছিলেন আজ থেকে ২০ বছর আগে। প্রিমিয়াম দিয়ে যেতে হবে যতদিন তিনি বেঁচে থাকেন। এখন আর তিনি সেটা চালাতে পারছেন না। তিনি বিমা কর্মকর্তার সাথে দেখা করলেন। কর্মকর্তা বললেন আপনি কিছু টাকা নিয়ে চলে যান, আপনাকে আর প্রিমিয়াম দিতে হবেন না। তিনি এ কথা শোনার পর মনে কষ্ট পাচ্ছেন।

/ব.ৰো. ১৬/

ক. প্রিমিয়াম কী? ১

খ. জীবন বিমাকে নিশ্চয়তার পত্র কেন বলা হয়? ২

গ. মি. ভট্টাচার্য কোন ধরনের বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিমা কর্মকর্তা মি. ভট্টাচার্যকে যে পরামর্শ দিয়েছেন তার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা প্রতিষ্ঠানের প্রতিশ্রুতির বিনিয়োগে কোনো বিমাগ্রহীতা যে আধিক মূল্য পরিশোধ করে তাকে প্রিমিয়াম বলে।

খ যে বিমা চুক্তিতে কোনো ক্ষতি সংঘটিত হলে ক্ষতিপূরণ না করে নিসিদ্ধ পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়। জীবনহানি হলে বা দুর্ঘটনায় পড়লে, মানুষের ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না। তাই জীবন বিমাকৃত কেউ মারা গেলে বা পজ্জন হলে কী পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে- বিমা কোম্পানি তার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। এ জন্য জীবন বিমাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে মি. ভট্টাচার্য আজীবন মেয়াদি বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন। যে বিমাপত্রে বিমাগ্রহীতা প্রিমিয়ামের টাকা এককালীন বা যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন পরিশোধ করে যান তাকে আজীবন বিমাপত্র বলে। উদ্দীপকে মি. ভট্টাচার্য আজীবন মেয়াদি বিমাপত্র খুলেছেন এবং ৩০ বছর ধরে প্রিমিয়াম দিয়ে যাচ্ছেন। যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন অর্থাৎ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাকে প্রিমিয়াম দিয়ে যেতে হবে। তার মৃত্যু হলে তার মনোনীত কোনো ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারী পুরো টাকা পেয়ে যাবেন। আজীবন মেয়াদি মানেই হলো সারা জীবন প্রিমিয়ামের টাকা পরিশোধ করতে হবে। তবে বিমাগ্রহীতার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিমাদাবি গ্রহণ করতে পারবেন না, চুক্তিতে এমনই উল্লেখ থাকে। সুতরাং, মি. ভট্টাচার্য আজীবন মেয়াদি বিমাপত্র খুলেছেন।

ঘ উদ্দীপকে বিমা কর্মকর্তা মি. ভট্টাচার্যকে সমর্পণ মূল্য গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন যথার্থ।

বিমাগ্রহীতা কর্তৃক বিমাপত্রের প্রিমিয়াম নিয়মিত পরিশোধ করা সম্ভব না হলে, তিনি বিমা কোম্পানির নিকট সমর্পণ করলে কিছু অর্থ পেতে পারেন, এ অর্থকে বলে ‘সমর্পণ মূল্য’।

উদ্দীপকে মি. ভট্টাচার্য আজীবন মেয়াদি জীবন বিমা খোলায় তাকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রিমিয়ামের টাকা দিতে হবে। কিন্তু তিনি প্রিমিয়াম আর চালাতে পারছেন না। তাই তিনি বিমাকারীকে জানান এবং বিমাকারী তাকে বিমাপত্র সমর্পণ করতে বলে।

মি. ভট্টাচার্য যে আজীবন বিমা করেছেন তাতে তাকে সারা জীবন বাধ্যতামূলকভাবে প্রিমিয়াম দিতে হতো। তিনি প্রিমিয়াম চালু রাখতে না পারায় বিমা কোম্পানির যে ক্ষতি হবে তা তারা সমর্পণ মূল্য প্রদানের মাধ্যমে সমন্বয় করে নিতে পারবে। অপরদিকে মি. ভট্টাচার্য তার বিমাপত্র বিমা কোম্পানিতে অর্পণ করে যে কিছু পরিমাণ অর্থ সমর্পণ মূল্য হিসেবে পাবেন, তা তার জন্য লাভজনক হবে। সুতরাং বলা যায়, বিমা কর্মকর্তা মি. ভট্টাচার্যকে যে সমর্পণ মূল্য নেয়ার পরামর্শ দেন তা যথার্থই যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ১৯ জনাব শওকত জাতিসংঘের শান্তি মিশনে যোগদানের জন্য জাপান যাচ্ছেন। দেশ ত্যাগের পূর্বে তিনি নিজের জন্য একটি জীবন বিমা করেন। ১ বছর অতিক্রম হওয়ার পর তিনি তার বিমাটি পুনরায় নবায়ন করেন। অন্যদিকে তার বন্ধু জনতা ইন্সুরেন্স কোম্পানির নিকট থেকে একটি বিমা পলিসি সংগ্রহ করেন। মর্ডান ইন্সুরেন্স কোম্পানির নিকট থেকে ভিন্ন একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করে।

/রাজকীয় উচ্চর মন্ত্রে কলেজ, ঢাকা/

ক. ফটকা ঝুঁকি কাকে বলে? ১

খ. কোন ধরনের জীবন বিমাপত্রে মৃত্যু ও মেয়াদপূর্তি উভয় ক্ষেত্রেই বিমাদাবি পরিশোধিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব শওকত কোন ধরনের জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ‘জনতা ইন্সুরেন্স-এর নিকট বিমা করায় মর্ডান ইন্সুরেন্স কোম্পানির ঝুঁকি কমবে’-তুমি কি এই উক্তি সমর্থন করো? উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত দাও। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ধরনের ঘটনা বা অনিষ্টয়তার ফলে প্রত্যাশিত ফলাফলের বাইরে লাভ বা ক্ষতি যেকোনোটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাকে ফটকা ঝুঁকি বলে।

খ মেয়াদি জীবন বিমাপত্রে মৃত্যু ও মেয়াদপূর্তি উভয় ক্ষেত্রেই বিমা দাবি পরিশোধিত হয়।

এবং বিমাপত্র মূলত নিসিদ্ধ মেয়াদের জন্য খোলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে এই মেয়াদের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমাদাবি পরিশোধ করা হবে। আর যদি বিমাগ্রহীতা বেঁচে থাকে তাহলে মেয়াদ শেষে তাকেই বিমা দাবির অর্থ পরিশোধ করা হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব শওকত সাময়িক জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। সাময়িক বিমাপত্র সাধারণত স্বল্পমেয়াদি হয়। এক্ষেত্রে ঐ মেয়াদের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার অর্থ পরিশোধ করা হয়। আর বিমাগ্রহীতা বেঁচে থাকলে কোনো অর্থ পরিশোধ করা হয় না। উদ্দীপকে জনাব শওকত জাতিসংঘের শাস্তি মিশনে যোগদানের জন্য জাপান যাচ্ছেন। দেশ ত্যাগের পূর্বে তিনি নিজের জন্য একটি জীবন বিমা করেন। ১ বছর অতিক্রম হওয়ার পর তিনি তার বিমাটি পুনরায় নবায়ন করেন। সাধারণত সাময়িক বিমাপত্র স্বল্পমেয়াদি হয় এবং মেয়াদ শেষে নবায়ন করতে হয়। এখানে জনাব শওকত এরূপ বিমাপত্র নিয়েছেন, যেখানে ১ বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলে বিমা কোম্পানি তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার অর্থ পরিশোধ করবে। তাই বলা যায়, জনাব শওকত সাময়িক বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে জনতা ইস্যুরেসের নিকট পুনর্বিমা করায় মর্ডান ইস্যুরেস কোম্পানির ঝুঁকি অবশ্যই করবে।

বিমা কোম্পানি তার গৃহীত ঝুঁকির অংশ বিশেষ চুক্তির মাধ্যমে নতুন কোনো বিমা কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করতে পারে। এরূপ পুনর্চুক্তিই পুনর্বিমা হিসেবে পরিচিত।

উদ্দীপকে মর্ডান ইস্যুরেস জনাব সারওয়ারের সাথে ১০০ কোটি টাকা মূল্যের জাহাজের জন্য একটি বিমা চুক্তি করে। মর্ডান কোম্পানি উক্ত জাহাজের জন্য আবার জনতা ইস্যুরেসের নিকট থেকে নতুন একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করে। অর্থাৎ পরবর্তীতে সম্পাদিত বিমা চুক্তি হলো পুনর্বিমা।

এখানে পুনর্বিমা চুক্তিতে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়ই হলো বিমা কোম্পানি। অধিক মূল্যমানের বিমা পলিসি হওয়ায় মর্ডান ইস্যুরেসে তা পুনর্বিমা করেছে। কেননা, কোনো কারণে ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে গিয়ে বিমা কোম্পানির দেউলিয়া হতে পারে। এরূপ পুনর্বিমা করায় জাহাজের অংশ বিশেষের ঝুঁকি বর্তমানে জনতা ইস্যুরেস কোম্পানির ওপর পড়বে। এতে মর্ডান ইস্যুরেসের গৃহীত ঝুঁকি বস্তিত হয়ে যাবে বলে গৃহীত ঝুঁকি করবে।

প্রশ্ন ▶ ২০ জনাব লিয়াকত একটা জীবন বিমাপত্র খুলেছিলেন আজ থেকে ৩০ বছর আগে। প্রিমিয়াম দিয়ে চলেছেন। যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন প্রিমিয়াম দিয়ে যেতে হবে। এখন আর সেটা চালাতে পারছেন না। তিনি বিমা কর্মকর্তার সাথে দেখা করলেন। কর্মকর্তা বললেন, কিছু টাকা নিয়ে চলে যান। আপনাকে আর প্রিমিয়াম দিতে হবে না। তিনি মনে মনে কষ্ট পাচ্ছেন। /জাইতিয়াল স্কুল জ্যান কলেজ, ফার্মিল, ঢাকা, ঢাক্কায় সিটি কলেজের অভ্যন্তরে/

- ক. সাময়িক বিমাপত্র কী? ১
খ. মৃত্যুহার পঞ্জি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. জনাব লিয়াকত কোন ধরনের বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বিমা কর্মকর্তা জনাব লিয়াকতকে যে পরামর্শ দিয়েছেন তার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমা চুক্তির ক্ষেত্রে নিদিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিমাকৃত ব্যক্তি মারা গেলে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয় তাকে সাময়িক বিমা বলে।

খ মৃত্যুহার পঞ্জি হলো প্রতি হাজারে মৃত ব্যক্তিদের একটি পরিসংখ্যানিক তালিকা।

এ তালিকায় নিদিষ্ট বয়স সীমায় প্রতি হাজারে কত জন মৃত্যুবরণ করে তা দেখানো হয়। এ তালিকায় কোন বয়স সীমায় মৃত্যু ঝুঁকি কেমন তা প্রকাশ করা হয়। বিমা কোম্পানির ক্ষেত্রে মৃত্যু ঝুঁকি ও প্রিমিয়াম নির্ধারণে এ তালিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে জনাব লিয়াকত আজীবন বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন।

আজীবন বিমাপত্রের ক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতাকে তার মৃত্যুকাল বা নিদিষ্ট সময়কাল বা একবারে প্রিমিয়ামের টাকা পরিশোধ করতে হয়। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতার মৃত্যুর পর তার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারদেরকে নিদিষ্ট অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়।

উদ্দীপকে জনাব লিয়াকত ৩০ বছর আগে একটি জীবন বিমাপত্র খুলেছিলেন। তিনি এখনো সেই বিমাপত্রের প্রিমিয়াম দিয়ে চলেছেন। কেননা, চুক্তি অনুযায়ী তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন প্রিমিয়াম দিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ এ বিমাপত্রের সুবিধা তিনি নিজে ভোগ করতে পারবেন না। তার মৃত্যুর পর তার মনোনীত ব্যক্তি বা স্ত্রী-সন্তানদের বিমা কোম্পানি বিমার অর্থ পরিশোধ করবে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বিমাপত্রের প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে হবে বিধায় নির্ধারিত বলা যায়, এটি আজীবন বিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকে বিমা কর্মকর্তা জনাব লিয়াকতকে সমর্পণ মূল্য গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছে এবং তা যথার্থ।

সমর্পণ মূল্য হলো বিমা পলিসি সমর্পণের বিনিময় মূল্য। বিমাগ্রহীতা কোনো কারণে বিমা পলিসি চালিয়ে নিতে না পারলে বিমা কোম্পানির কাছে ঐ পলিসি সমর্পণ করতে পারেন। তখন তার প্রদত্ত প্রিমিয়াম থেকে যে অংশটুকু বিমা কোম্পানি প্রদান করবে তাই সমর্পণ মূল্য।

উদ্দীপকে জনাব লিয়াকত আজীবন বিমাপত্র খুলেছিলেন। তাই চুক্তি অনুযায়ী মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাকে প্রিমিয়াম প্রদান করতে হবে। কিন্তু, বর্তমানে তিনি এ প্রিমিয়াম আর প্রদান করতে পারছেন না। তাই বিমা কর্মকর্তা তাকে এ পলিসি সমর্পণের পরামর্শ দেন।

অর্থাৎ বিমা পলিসি সমর্পণের ফলে তাকে আর প্রিমিয়াম প্রদান করতে হবে না। এক্ষেত্রে পূর্বে প্রদত্ত প্রিমিয়ামের অর্থ তিনি সমর্পণ মূল্য হিসেবে পাবেন। অর্থাৎ সমর্পণের ফলে তার ক্ষতির পরিবর্তে লাভই হবে। তাই বলা যায়, বিমা কর্মকর্তার পরামর্শটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২১ মি. চমন একটা জীবন বিমাপত্র খুলেছিলেন আজ থেকে ২৫ বছর আগে। প্রিমিয়াম দিয়ে চলেছেন। যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন ততদিনই তা দিয়ে যেতে হবে। এখন আর সেটা চালাতে পারছেন না। তিনি বিমা কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করলে বিমা কর্মকর্তা বললেন, —“কিছু টাকা নিয়ে চলে যান। আপনাকে আর প্রিমিয়াম দিতে হবে না।” তিনি মনে মনে কষ্ট পাচ্ছেন। //কিছুনদিয়া সুস্থ এত কলেজ, ঢাকা/

- ক. মৃত্যুহার পঞ্জি কী? ১
খ. জীবন বিমাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয় কেন? ২
গ. মি. চমন কোন ধরনের বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বিমা কর্মকর্তা মি. চমনকে যে পরামর্শ দিয়েছেন তার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিদিষ্ট বয়সের ১,০০০ ব্যক্তির মৃত্যু হারকে যে তালিকায় প্রকাশ করা হয় তাকে মৃত্যুহার পঞ্জি বলে।

খ জীবন বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় একে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

জীবন বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি নয়। কেননা কারো জীবনহানি ঘটলে বা কেউ পজ্জন্ত বরণ করলে এর প্রকৃত আর্থিক ক্ষতি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়। এজন্যই একে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে মি. চমন আজীবন বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন। আজীবন বিমাপত্রে বিমাগ্রহীতা মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিমা প্রিমিয়াম পরিশোধ করে থাকে। এক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতার মৃত্যুর পর তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার মূল্য পরিশোধ করা হয়।

উদ্দীপকে মি. চমন ২৫ বছর আগে একটি জীবন বিমাপত্র খুলেছিলেন। বর্তমানেও তিনি এ বিমার প্রিমিয়াম দিয়ে চলেছেন। এমনকি তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিনই তা দিয়ে যেতে হবে। সাধারণত আজীবন বিমাপত্রের ক্ষেত্রেই মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিমাগ্রহীতাকে প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে হয়। এখানে মি. চমনের গৃহীত বিমাপত্রটির সাথে আজীবন বিমাপত্রের হ্রবত্ত মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, তিনি আজীবন বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে বিমা কর্মকর্তা মি. চমনকে সমর্পণ মূল্য গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন এবং তা যৌক্তিক।

সমর্পণ মূল্য হলো বিমাগ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধিত প্রিমিয়ামের সেই অংশ যা বিমাপত্র সমর্পণের সময় তাকে পরিশোধ করা হয়। অর্থাৎ, কোনো কারণে বিমাগ্রহীতা বিমা পলিসি চালাতে ব্যর্থ হলে তা মেয়াদের পূর্বে জমা দিলে বিমা কোম্পানি এ মূল্য প্রদান করে।

উদ্দীপকে মি. চমন একটি আজীবন বিমাপত্র খুলেছিলেন। তিনি ২৫ বছর যাবৎ এ বিমা পত্রের প্রিমিয়াম পরিশোধ করে আসছেন। বর্তমানে তিনি এ প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে পারছেন না। তখন বিমা কর্মকর্তা তাকে কিন্তু টাকা নিয়ে চলে যেতে বলে।

অর্থাৎ, মি. চমন তার বিমা পলিসিটি সমর্পণ করলে আর প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে হবে না। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি তাকে তার প্রদত্ত প্রিমিয়ামের একটি অংশ সমর্পণ মূল্য হিসেবে প্রদান করবে। তাই বলা যায়, মি. চমনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় বিমা কর্মকর্তার দেয়া সমর্পণ মূল্য গ্রহণের পরামর্শটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ১২ মি. মারজুক একজন সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন। প্রতি মাসে তার বেতন থেকে একটি নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ জীবন বিমার প্রিমিয়াম হিসেবে কেটে রাখা হতো। চাকরিতে যোগদানের বিশ বছর পর তিনি হঠাৎ করেই একদিন মারা যান। পরবর্তীতে তার ছেলে ও মেয়ের বিমা দাবির টাকা আদায় করতে গেলে বিমা কোম্পানি ছেলেকে টাকা না দিয়ে তার মেয়েকে টাকা প্রদান করে।

/তিক্তবুদ্ধিমত্তা নুন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/

- ক. আজীবন বিমাপত্র কী? ১
খ. বোনাস বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মি. মারজুক কোন ধরনের জীবন বিমা করেছিলেন? মতামত দাও। ৩
ঘ. বিমা কোম্পানি বিমা দাবির টাকা মি. মারজুক সাহেবের ছেলেকে প্রদান না করে তার মেয়েকে প্রদান করার কারণ কী বলে তোমার মনে হয়? যুক্তি দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমাপত্রে বিমাগ্রহীতা মৃত্যুকাল বা নিদিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত প্রিমিয়াম প্রদান করে এবং বিমা কোম্পানি, বিমাগ্রহীতার মৃত্যুর পর তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার অর্থ পরিশোধ করে তাকে আজীবন বিমাপত্র বলে।

খ বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে বিমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত যে আর্থিক সুবিধা প্রদান করে তাকে বোনাস বলে।

জীবন বিমা ব্যবসায়ে মূলাফার একটি অংশ জীবন বিমাপত্র গ্রহীতাদের মধ্যে বস্টন করা হয়। এই বন্টনকৃত মূলাফার অংশই বোনাস হিসেবে বিবেচিত। চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে এ বোনাস নগদে দেয়া হয়। ক্ষেত্রবিশেষে এ বোনাস প্রিমিয়ামের সাথে সমন্বয় করা হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে মি. মারজুক আজীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন।

আজীবন বিমাপত্রের ক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা মৃত্যুকাল অথবা নিদিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত প্রিমিয়াম পরিশোধ করে। এক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতার মৃত্যুর পর তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমা কোম্পানি বিমার অর্থ পরিশোধ করে। উদ্দীপকে মি. মারজুক একজন সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন। প্রতি মাসে তার বেতন থেকে একটি নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ জীবন বিমার প্রিমিয়াম হিসেবে কেটে রাখা হতো। চাকরিতে যোগদানের ২০ বছর পর হঠাৎ একদিন তিনি মারা যান। তাই বিমা কোম্পানি তার মেয়েকে বিমার মূল্য পরিশোধ করে। এখানে আজীবন বিমাপত্রের মতোই মি. মারজুক অনিদিষ্টকাল পর্যন্ত প্রিমিয়াম পরিশোধ করেছেন। অর্থাৎ তার বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে বলা যায়, তিনি আজীবন বিমাপত্র সংগ্রহ করেছিলেন।

ঘ উদ্দীপকে মি. মারজুকের বিমাপত্রের মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে তার মেয়ের নাম থাকায় বিমা কোম্পানি ছেলেকে না দিয়ে মেয়েকে বিমা দাবি পরিশোধ করে।

মনোনীত ব্যক্তি বলতে, বিমাগ্রহীতা তার অবর্তমানে বিমাপত্রের দাবিদার হিসেবে যার নাম উল্লেখ করেন তাকে বোঝায়। কোনো নামের উল্লেখ না থাকলে তার উত্তরাধিকারগণ বিমা দাবি পেয়ে থাকে।

উদ্দীপকে মি. মারজুক সরকারি চাকরি করেন। তিনি প্রতি মাসে বেতনের নিদিষ্ট অংশ হিসেবে জীবন বিমার প্রিমিয়াম হিসেবে প্রদান করতেন। হঠাৎ তিনি মারা যাওয়ার পর বিমা কোম্পানি তার ছেলেকে টাকা না দিয়ে মেয়েকে তা প্রদান করে।

বিমা চুক্তি অনুযায়ী বিমাগ্রহীতার মৃত্যুর পর বিমা কোম্পানি তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার অর্থ প্রদান করে। এখানে মি. মারজুকের মৃত্যুর পর তার ছেলে ও মেয়ে উভয় বিমা দাবি করেন। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি তার ছেলেকে টাকা না দিয়ে মেয়েকে টাকা দাওয়া করতে অসীম জানায়। অর্থাৎ বিমাপত্রে মি. মারজুকের অবর্তমানে মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে তার মেয়ের নাম রয়েছে। এ কারণেই বিমা কোম্পানি তার ছেলেকে টাকা না দিয়ে মেয়েকে টাকা দেয়।

প্রশ্ন ১৩ মি. রাতুল নিদিষ্ট প্রিমিয়াম প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে ২ বছরের একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু মেয়াদ পূর্ণ হলেও বিমা কোম্পানি কোনো অর্থ পরিশোধ করেনি। অন্যদিকে মি. রনি ১০ বছরের জন্য একটি বিমা চুক্তি সম্পাদন করে এবং ৫ বছর পর তিনি মারা যান। মি. রনির মনোনীত ব্যক্তি বিমা দাবি করলে বিমা কোম্পানি তা পরিশোধ করে।

/নটর ডেম কলেজ, ঢাকা; সিটি গড় কলেজ, রাজশাহী/

- ক. জীবন বিমা কী? ১
খ. জীবন বিমাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয় কেন? ২
গ. মি. রাতুল কোন ধরনের বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. রনির বিমাপত্রটি একই সাথে বিনিয়োগ ও আর্থিক সুরক্ষার সুযোগ দেয়- বিশ্লেষণ করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের জীবন সংশ্লিষ্ট কুকি আর্থিকভাবে মোকাবেলার ব্যবস্থাই হলো জীবন বিমা।

খ জীবন বিমায় কারো জীবনহানি হলে বা কেউ পঙ্গুত্ব প্ররূপ করলে তার ক্ষতি অর্থ ছারা প্ররূপ করা সম্ভব নয় বলে একে নিশ্চয়তার চুক্তি বলে। কারো জীবনহানি কিংবা পঙ্গুত্বের ক্ষতি আর্থিকভাবে পরিমাণ করা সম্ভব নয়। তাই বিমা কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার বা ব্যক্তিকে কখনই প্রকৃত ক্ষতি প্ররূপ করতে পারে না। এজন্য জীবন বিমায় বিমা কোম্পানি সবসময় নিদিষ্ট অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা দেয় বিধায় একে নিশ্চয়তার চুক্তি বলে।

গ উদ্দীপকে মি. রাতুল সাময়িক জীবন বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন। সাময়িক বিমাপত্র সাধারণত ৩ মাস থেকে সর্বোচ্চ ৫ বছর পর্যন্ত হয়। এক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা মারা গেলেই কেবল বিমার অর্থ তার মনোনীত ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়। বিমাগ্রহীতা বেঁচে থাকলে কোনো বিমা দাবি পরিশোধ করা হয় না।

উদ্দীপকে মি. রাতুল নিদিষ্ট প্রিমিয়াম প্রদানের মাধ্যমে ২ বছরের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু মেয়াদপূর্ণ হলে বিমা কোম্পানি কোনো অর্থ পরিশোধ করেনি। এখানে মি. রাতুলের গৃহীত বিমাপত্রের মেয়াদ সাময়িক বিমাপত্রের মেয়াদের অনুরূপ। অন্যভাবে বলা যায়, ২ বছরের মধ্যে মি. রাতুল মারা না যাওয়ায় বিমা কোম্পানি বিমার অর্থ পরিশোধ করেনি বিধায় এটি অবশ্যই সাময়িক বিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকে মি. রনির মেয়াদি বিমাপত্রটি একই সাথে বিনিয়োগ ও আর্থিক সুরক্ষার সুযোগ দেয়। মেয়াদি বিমাপত্র মূলত একটি নিদিষ্ট সময়ের জন্য খোলা হয়ে থাকে। এ সময়ের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়। আর বিমাগ্রহীতা মারা না গেলে মেয়াদ শেষে তাকে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়।

উদ্দীপকে মি. রনি ১০ বছরের জন্য একটি বিমা চুক্তি সম্পাদন করে। বিমা চুক্তির ৫ বছর পর তিনি মারা যান। পরবর্তীতে, মি. রনির মনোনীত ব্যক্তি বিমা দাবি করলে বিমা কোম্পানি তা পরিশোধ করে।

এখানে, মি. রনি নিদিষ্ট সময়ের জন্য বিমা করায় নির্ধিধায় বলা যায়, তিনি মেয়াদি বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন। বিমা চুক্তিতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তিনি মারা যাওয়ার বিমা কোম্পানি মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার অর্থ পরিশোধ করে। অর্থাৎ এ বিমাপত্রের মাধ্যমে মি. রনির পরিবার বা মনোনীত ব্যক্তি আর্থিক সুরক্ষা লাভ করে। আবার মি. রনি যদি মারা না যেতেন তাহলে তাকেই বোনাসসহ সকল অর্থ পরিশোধ করা হতো। অর্থ এ বিমাপত্রের মাধ্যমে তিনি বিনিয়োগ সুবিধাও পেতে পারতেন। তাই বলা যায়, মেয়াদি বিমাপত্রটি বিনিয়োগ ও আর্থিক সুরক্ষা উভয় সুবিধাই প্রদান করে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ জনাব পলক এবং জনাব কবির দুইজন সরকারি চাকরিজীবী। জনাব পলক দুই বছরের জন্য দেশের বাহিরে যান। তিনি তাঁর সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে দুই বৎসরের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন, যেখানে তিনি মারা গেলেই কেবল তাঁর সন্তানেরা বিমাদাবি পাবে। অপরদিকে জনাব কবির বার্ষিক ৫০,০০০ টাকা বিমা কিন্তু তে ১৫ বছরের জন্য সাত লক্ষ টাকার একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। এ ধরনের বিমাপত্রে তিনি জীবিত থাকলেও নিদিষ্ট সময় শেষে বিমাদাবি পাবেন।

/চাকরি স্থিতি কলেজ/

- ক. মৃত্যুহার পঞ্জি কাকে বলে? ১
- খ. “জীবন বিমা নিশ্চয়তার চুক্তি” –ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে জনাব পলকের গৃহীত বিমাপত্রটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. জনাব পলক এবং জনাব কবিরের গৃহীত দুটি বিমাপত্রের মধ্যে কোনটি বেশি লাভজনক বলে তুমি মনে করে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বয়স ক্রমে প্রতি হাজার লোকের মাঝে মৃত্যু ব্যক্তির সংখ্যা স্বল্পিত তালিকা হলো মৃত্যুহার পঞ্জি। এ পঞ্জি অনুসারে জীবন বিমার প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হয়।

খ জীবন বিমার ক্ষেত্রে অর্থ প্রদানের প্রতিশুতি দেয়া হয় বিধায় একে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

জীবন বিমা ব্যতীত সকল বিমাই ক্ষতিপূরণের চুক্তি। সম্পত্তির ক্ষতিতে ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব। কিন্তু জীবনের শানি বা ক্ষতিতে প্রকৃত ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্ভব নয়। এ চুক্তি অনুযায়ী নিদিষ্ট কারণে বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুতে বা পঞ্জুত বা বার্ধক্যজনিত ক্ষতির বিপরীতে নিদিষ্ট অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। তাই একে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে জনাব পলকের গৃহীত বিমাপত্রটি সাময়িক বিমাপত্র। সাময়িক বিমাপত্র মূলত স্বল্পমেয়াদের জন্য গ্রহণ করা হয়। এ সময়ের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকার এ বিমার দাবি পেয়ে থাকে। তবে বেঁচে থাকলে বিমা কোম্পানি কোনো অর্থ প্রদান করে না।

উদ্দীপকে জনাব পলক একজন সরকারি চাকরিজীবী। তিনি দুই বছরের জন্য দেশের বাইরে যান। যাওয়ার পূর্বে তিনি তাঁর সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে দুই বছরের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। তবে এ বিমাপত্রের আওতায় তিনি মারা গেলেই কেবল তাঁর সন্তানেরা বিমা দাবি পাবে। অর্থাৎ একদিকে স্বল্পমেয়াদ এবং অন্যদিকে বিমার বৈশিষ্ট্য পুরোটাই সাময়িক বিমাপত্রের অনুরূপ। তাই বলা যায়, জনাব পলক সাময়িক বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে জনাব পলক ও জনাব কবিরের গৃহীত বিমাপত্র যথাক্রমে সাময়িক ও মেয়াদি বিমাপত্র। সাময়িক বিমাপত্রের চেয়ে মেয়াদি বিমাপত্রটি অধিক লাভজনক।

মেয়াদি বিমাপত্র বলতে নিদিষ্ট মেয়াদের জন্য গৃহীত জীবন বিমাকে বোঝায়। এ বিমার ক্ষেত্রে মেয়াদ শেষে বোনাসসহ সমুদয় অর্থ পরিশোধ করা হয়। তবে, বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে এ অর্থ পরিশোধ করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব পলক ও জনাব কবির দুইজন সরকারি চাকরিজীবী। জনাব পলক ২ বছরের জন্য একটি সাময়িক বিমাপত্র গ্রহণ করেন। অন্যদিকে, জনাব কবির ১৫ বছরের জন্য একটি মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেন।

জনাব পলকের গৃহীত বিমাপত্রের ক্ষেত্রে তিনি মারা গেলেই কেবল বিমা দাবি তাঁর সন্তানদেরকে অর্থ প্রদান করবে। অন্যদিকে, জনাব কবিরের বিমাপত্রের ক্ষেত্রে তিনি এ সময়ের মধ্যে মারা না গেলেও মেয়াদ শেষে বোনাসসহ আসল অর্থ প্রদান করা হবে। আবার, মারা গেলেও তাঁর মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারদেরকে বিমা দাবি প্রদান করা হবে। অর্থাৎ জনাব কবিরের বিমাপত্রে আর্থিক সুরক্ষা ও বিনিয়োগ উভয় সুবিধাই রয়েছে। তাই বলা যায়, সাময়িক বিমাপত্রের চেয়ে মেয়াদি বিমাপত্রটি বেশি লাভজনক।

প্রশ্ন ▶ ২৫ জনাব রাশেদ ৪০ বছর বয়সী একজন ক্যাসার আক্রান্ত ব্যক্তি। তিনি তাঁর জীবনের জন্য ‘রমনা’ বিমা কোম্পানির সাথে ১২ বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে ২,০০,০০০ টাকা বিমাপত্র গ্রহণ করেন। বিমাপত্র গ্রহণকালে তিনি তাঁর রোগের বিষয়টি গোপন রাখেন। চুক্তির ২ মাস পর তিনি মারা গেলে তাঁর মনোনীত ব্যক্তি বিমা কোম্পানির নিকট বিষয়টি অবিহিত করেন। বিমা কোম্পানির রোগের তথ্য গোপনের বিষয়টি জানতে পেরে বিমা দাবি পরিশোধ অঙ্গীকৃতি জানায়।

/চাকরি ইমপ্রিয়াল কলেজ/

- ক. স্থলাভিষিক্তকরণের নীতিটি কী? ১
- খ. শস্য বিমার গুরুত্ব লেখো। ২
- গ. জনাব রাশেদ কোন ধরনের জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বিমা কোম্পানির সিদ্ধান্তটি কী মৌলিক হয়েছে বলে তুমি মনে করো? তোমার মতামত দাও। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো সম্পত্তির সম্পূর্ণ ক্ষতিতে পুরোপুরি ক্ষতিপূরণের পর ঐ ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির ধর্মসাবশেষের মালিক হবে বিমা কোম্পানি, এ নীতিকে স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি বলে।

খ শস্য বিমা হলো কৃষিপণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত সম্ভাব্য ঝুঁকি প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা। প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক কারণে কৃষি উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কৃষকদের আর্থিক অসঙ্গতার কারণে একবার ক্ষতিগ্রস্ত হলে সহজে তা কাটিয়ে উঠতে পারে না। শস্য বিমার মাধ্যমে এরূপ ক্ষতি আর্থিকভাবে পূরণ করা সম্ভব। চুক্তিতে উল্লিখিত কারণে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমা কোম্পানি তা পূরণ করবে। ফলে কৃষকরা আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে সুরক্ষা পাবেন। তাই বলা যায়, কৃষিক্ষেত্রে শস্য বিমার গুরুত্ব অপরিসীম।

ঘ উদ্দীপকে জনাব রাশেদ মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন। মেয়াদি জীবন বিমাপত্র মূলত মেয়াদের জন্য করা হয়ে থাকে। এ সময়ের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তাঁর পরিবার বিমার অর্থ পেয়ে থাকে। আর মারা না গেলে তিনি নিজেই এ অর্থ পাবেন।

উদ্দীপকে জনাব রাশেদ ৪০ বছর বয়সী একজন ক্যাসার আক্রান্ত ব্যক্তি। তিনি ‘রমনা’ বিমা কোম্পানির সাথে ২ লক্ষ টাকার একটি বিমাচুক্তি করেন। তিনি ১২ বছরের জন্য এ বিমা চুক্তি করেন। অর্থাৎ ১২ বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলে তাঁর পরিবার বিমার অর্থ পাবে। আর বেঁচে থাকলে ১২ বছর পর তিনি নিজেই এ অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন। বিমাচুক্তির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বলা যায়, তিনি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে বিমার অপরিহার্য নীতি সহিষ্ঠাসের সম্পর্ক ভঙ্গ করায় বিমা কোম্পানি বিমা দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তা মৌলিক হয়েছে। বিমার ক্ষেত্রে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে সহিষ্ঠাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কের কারণেই একে অন্যের নিকট বিমা চুক্তির বিষয়ে সকল তথ্য সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশে বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকে জনাব রাশেদ একজন ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তি। তিনি তার জীবনের জন্ম 'রমন' বিমা কোম্পানির কাছ থেকে ১২ বছর মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেন। তবে, বিমার চুক্তিতে তার রোগের বিষয়টি গোপন রাখেন। চুক্তির ২ মাস পর তিনি মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার অর্থ প্রদানে বিমা কোম্পানি অঙ্গীকৃতি জানায়।

বিমাচুক্তিতে কিছু অপরিহার্য শর্ত রয়েছে। এখানে জনাব রাশেদ তার রোগের বিষয়টি গোপন রেখে সংস্কারের সম্পর্কের শর্তটি ভঙ্গ করেছে। তাই বিমা কোম্পানি এ চুক্তি বাতিলের অধিকার রাখে। সুতরাং বিমা কোম্পানির গৃহীত সিদ্ধান্তটি আইনসঙ্গত এবং যৌক্তিক রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ বুমকি আহমেদ ২০১৫ সালে 'মেঘনা' লাইফ ইন্সুরেন্স-এর সাথে মাসিক প্রিমিয়ার প্রদানের বিনিময়ে ১২ বছরের জন্য একটি বিমা চুক্তি সম্পাদন করেন। ১২ বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলে তার মনোনীত সন্তানেরা বিমার অর্থ পাবেন আর বেঁচে থাকলে তিনি অর্থ পাবেন। ৬ বছর পর আর্থিক অসঙ্গতির কারণে তিনি বিমা চুক্তিটি বন্ধ করে দেয়ার জন্য আবেদন করেন এবং প্রদত্ত প্রিমিয়ামের ২৫% ফেরত প্রদানের দাবি করেন।

/চল্লা ইমাগিনিয়াল কলেজ/

- ক. সাময়িক বিমা কী? ১
খ. "জীবন বিমা চুক্তিকে কেন নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়"-ব্যাখ্যা
করো। ২
গ. উদ্দীপকে বুমকি আহমেদ কোন ধরনের জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'মেঘনা' লাইফ ইন্সুরেন্সে বুমকি আহমেদকে কী তার দাবিকৃত অর্থ প্রদান করবে? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমাপত্র নিদিষ্ট সময়ের জন্য করা হয় এবং ঐ সময়ের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়, তাকে সাময়িক বিমাপত্র বলে।

খ জীবন বিমার ক্ষেত্রে অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় বিধায় একে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

জীবন বিমা ব্যক্তিতে সকল বিমাই ক্ষতিপূরণের চুক্তি। সম্পত্তির ক্ষতিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্ভব। কিন্তু জীবনের হানি বা ক্ষতিতে প্রকৃত ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্ভব নয়। এ চুক্তি অনুযায়ী নিদিষ্ট কারণে বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুতে বা পঞ্চাত্ত্ব বা বার্ধক্যজনিত কারণে সংঘটিত ক্ষতির বিপরীতে নিদিষ্ট অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। তাই একে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বুমকি আহমেদ মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন। মেয়াদি জীবন বিমাপত্রের ক্ষেত্রে নিদিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিমাকৃত ব্যক্তি মারা গেলে মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার অর্থ পরিশোধ করা হয়ে থাকে। তবে উক্ত মেয়াদের মধ্যে বিমাকৃত ব্যক্তি মারা না গেলে তাকেই বিমার অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে বুমকি আহমেদ ২০১৫ সালে 'মেঘনা' লাইফ ইন্সুরেন্সের সাথে একটি বিমা চুক্তি করেন। চুক্তি অনুযায়ী তিনি ১২ বছর পর্যন্ত মাসিক প্রিমিয়াম প্রদান করবেন। এ চুক্তি অনুযায়ী ১২ বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলে তার মনোনীত সন্তানেরা বিমার অর্থ পাবেন। আর বেঁচে থাকলে তিনি নিজেই এ অর্থ পাবেন। সাধারণত, মেয়াদি জীবন বিমার ক্ষেত্রে বিমাকৃত ব্যক্তি মেয়াদের মধ্যে মারা গেলে বিমার অর্থ মনোনীত ব্যক্তিকে এবং বেঁচে থাকলে তাকে প্রদান করা হয়। এখানে বুমকি আহমেদের বিমার বৈশিষ্ট্য এরূপ হওয়ায় নির্বিধায় বলা যায় তিনি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে 'মেঘনা' লাইফ ইন্সুরেন্স বিমায় সমর্পণ মূল্য হিসেবে বুমকি আহমেদকে তার দাবিকৃত অর্থ প্রদান করবে।

বিমাগ্রহীতা আর্থিক অসঙ্গতি বা অন্য কোনো কারণে প্রিমিয়াম প্রদানে অসমর্থ হলে বিমা কোম্পানির নিকট তা সমর্পণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে, বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতা কর্তৃক প্রদত্ত প্রিমিয়ামের যে অংশ প্রদান করবে তা সমর্পণ মূল্য হিসেবে বিবেচিত।

উদ্দীপকে বুমকি আহমেদ 'মেঘনা' লাইফ ইন্সুরেন্সের নিকট হতে ১২ বছর মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেন। ৬ বছর পর আর্থিক অসঙ্গতির কারণে তিনি বিমা চুক্তিটি বন্ধের জন্য আবেদন করেন। তিনি প্রদত্ত প্রিমিয়ামের ২৫% ফেরত প্রদানের দাবি করেন।

সমর্পণ মূল্য সাধারণত মেয়াদি ও আজীবন বিমাপত্রের ক্ষেত্রে প্রদান করা হয়ে থাকে। এখানে, বুমকি আহমেদের গৃহীত বিমাপত্রটি মেয়াদি বিমাপত্র হওয়ায় তিনি এ সমর্পণ মূল্য পাবার অধিকারী। আবার সমর্পণ মূল্য পেতে হলে কমপক্ষে ২ বছর প্রিমিয়ামের টাকা পরিশোধ করতে হয়। এখানে, বুমকি আহমেদ ৬ বছর পর্যন্ত প্রিমিয়াম প্রদান করায় তিনি এ সমর্পণ মূল্য পাওয়ার অধিকারী। তাই বলা যায়, সকল শর্ত পূরণ করায় 'মেঘনা' লাইফ ইন্সুরেন্স অবশ্যই তাকে সমর্পণ মূল্য হিসেবে এ বিমা দাবি প্রদান করবে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ মি. আসাদ একজন ব্যবসায়ী। তার বয়স ৪০ বছর এবং তার স্ত্রীর বয়স ৩৭ বছর। পেশায় তিনি একজন বৈমানিক। মি. আসাদ নিজের ও তার স্ত্রীর নামে ২০ বছর মেয়াদি ৩০ লক্ষ টাকার দুটি পৃথক মেয়াদি বিমাপত্র খুলেন। এ জন্য তাকে প্রিমিয়াম বাবদ প্রতি তিনি মাসে দুই জনের যথাক্রমে ১৭,০০০ ও ২০,০০০ টাকা করে প্রদান করতে হয়।

/বেণ্ডা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সাতগাঁ/

- ক. যৌথ জীবন বিমা কী? ১
খ. মেয়াদপূর্তির পূর্বে পলিসি ফেরত দিলে যে মূল্য প্রদত্ত হয় তাকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মি. আসাদ কর্তৃক স্ত্রীর নামে বিমা চুক্তি সম্পাদনে বিমার কোন নীতি অনুসৃত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বয়স কম হওয়ার পরও মিসেস আসাদের পলিসিতে প্রিমিয়ামের হার বেশি হওয়া কতটা যৌক্তিক? মতামত দাও। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি বিমাপত্রের আওতায় একাধিক ব্যক্তির জীবন বিমা করা হলে তাকে যৌথ জীবন বিমাপত্র বলে।

খ মেয়াদপূর্তির পূর্বে পলিসি ফেরত দিলে যে মূল্য প্রদত্ত হয় তাকে সমর্পণ মূল্য বলে।

উদাহরণস্বরূপ, জনাব রাফিন একটি বিমা কোম্পানিতে ১০ বছর মেয়াদি একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। চুক্তি অনুযায়ী তিনি ১০ বছর পর্যন্ত কিন্তু প্রদান করবেন। ৬টি কিন্তু প্রদানের পর কোনো কারণে তিনি বিমা পলিসি ঢালিয়ে নিতে পারছেন না। এমতাবস্থায় তিনি এ পলিসি বিমা কোম্পানির নিকট ফেরত দেন। এক্ষেত্রে, বিমা কোম্পানি তার প্রদত্ত কিন্তু যে অংশ ফেরত দিবে সেটিই হলো সমর্পণ মূল্য।

গ উদ্দীপকে মি. আসাদ কর্তৃক স্ত্রীর নামে বিমা চুক্তি সম্পাদনে বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতি অনুসৃত হয়েছে।

বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে বিমার বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার বৈধ অধিকার ও আর্থিক স্বার্থকে বুঝায়। এরূপ স্বার্থ না থাকলে বিমা চুক্তি করা যায় না।

উদ্দীপকে মি. আসাদ একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার স্ত্রীর নামে ২০ বছর মেয়াদি ৩০ লক্ষ টাকার বিমাপত্র খুলেছেন। এখানে, তার স্ত্রীর অসুখে বা বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু হলে স্বামী আসাদের আর্থিকভাবে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অর্থাৎ স্ত্রীর জীবনের ওপর মি. আসাদের বিমাযোগ্য স্বার্থ রয়েছে। আর এ কারণেই তিনি স্ত্রীর নামে জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ এখানে বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতিটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বয়স কম হওয়ার পরও মিসেস আসাদের পলিসিতে প্রিমিয়ামের হার বেশি হওয়া যৌক্তিক।

বিমার প্রিমিয়াম নির্ধারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য হলো বিমাগ্রহীতার পেশা। সাধারণত, অধিক বুকিপূর্ণ পেশায় কর্মরত ব্যক্তিদের জীবন বিমা পলিসিতে প্রিমিয়াম অধিক হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে মি. আসাদ একজন ব্যবসায়ী এবং তার স্ত্রী মিসেস আসাদ একজন বৈমানিক। মি. আসাদের বয়স ৪০ বছর বৎসর বয়স ৩৭ বছর। তবে, মি. আসাদের জন্য গৃহীত বিমাপত্রের প্রিমিয়াম ১৭,০০০ টাকা এবং তার স্ত্রীর জন্য গৃহীত বিমাপত্রের প্রিমিয়াম ২০,০০০ টাকা।

এখানে, মিসেস আজাদের বয়স মি. আজাদের চেয়ে কম। তবে মিসেস আসাদের জন্য গৃহীত বিমাপত্রের প্রিমিয়ামের হার বেশি। কেননা, মিসেস আসাদের বৈমানিক পেশাটি অধিক ঝুকিপূর্ণ। ঝুকিপূর্ণ পেশায় কর্মরত ব্যক্তির ক্ষেত্রে দৃঢ়টিনা ঘটার আশঙ্কাও বেশি থাকে। তাই এখানে মিসেস আসাদের জন্য গৃহীত বিমাপত্রের প্রিমিয়ামের পরিমাণ বেশি হওয়া যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ২৮ ভবিষ্যৎ অনিষ্টয়তার কথা চিন্তা করে জনাব হাবিব একটি ৫ বছর মেয়াদি ও কম প্রিমিয়ামের বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে শুধু বিমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেই বিমা দাবি পরিশোধ করা হবে। অন্যদিকে জনাব লাবিব একটি ২০ বছর মেয়াদি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন যা মেয়াদের মধ্যে জনাব লাবিব মারা গেলে তার স্ত্রীকে অর্থবা মেয়াদোভীণ হলে তাকেই বিমাকৃত অর্থ বোনাসসহ প্রদানের নিষ্ঠ্যতা প্রদান করে।

/আবদুল কাসির মোজা সিটি অলিভ সরসিংহ/

ক. বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কী? ১

খ. কোন নীতির ভিত্তিতে স্বামী তার স্ত্রীর জীবনের ওপর বিমা করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব হাবিবের বিমা পলিসি মেয়াদের ভিত্তিতে কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. “জনাব লাবিবের বিমা পত্রটি একাধারে নিরাপত্তা ও বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে”-উচ্চীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ হলো বাংলাদেশে বিমা ব্যবসায় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে গঠিত প্রতিষ্ঠান।

খ বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতির ভিত্তিতেই স্বামী তার স্ত্রীর জীবনের ওপর বিমা করতে পারে।

বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে বিমার বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থকে বুঝায়। স্ত্রীর মৃত্যুতে বা তার অসুস্থিতাজনিত কারণে স্বামীর আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অর্থাৎ স্ত্রীর জীবনের ওপর স্বামীর বিমাযোগ্য স্বার্থ রয়েছে। এ স্বার্থের কারণেই স্বামী তার স্ত্রীর জীবনের ওপর বিমা করতে পারে।

গ উচ্চীপকে জনাব হাবিবের গৃহীত বিমা পলিসিটি হলো বিশুল্ব মেয়াদি বিমাপত্র।

বিশুল্ব মেয়াদি বিমাপত্র নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খোলা হয়ে থাকে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেই শুধু বিমাগ্রহীতা বিমা দাবির অর্থ লাভ করে। আর যদি বিমাগ্রহীতা মারা যায় তবে তার উত্তরাধিকারী কোনো অর্থ পায় না। উচ্চীপকে ভবিষ্যৎ অনিষ্টয়তার কথা চিন্তা করে জনাব হাবিব একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। তার বিমা পলিসির মেয়াদ ৫ বছর এবং এর প্রিমিয়ামের পরিমাণও কম। তবে শুধু বিমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেই এক্ষেত্রে বিমা দাবি পরিশোধ করবে। অর্থাৎ জনাব হাবিবের গৃহীত বিমা পলিসির বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে বলা যায়, তিনি বিশুল্ব মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। কেননা, বিশুল্ব মেয়াদি বিমাপত্র সাধারণত স্বল্পমেয়াদি হয় এবং মেয়াদ শেষে শুধু বিমাগ্রহীতাকে অর্থ পরিশোধ করা হয়।

ঘ উচ্চীপকে জনাব লাবিবের গৃহীত সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্রটি একাধারে নিরাপত্তা ও বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে।

সাধারণ মেয়াদি জীবন বিমাপত্রের ক্ষেত্রে মেয়াদ শেষে বিমাগ্রহীতাকে বিমার অর্থ পরিশোধ করা হয়। আর বিমাগ্রহীতা যদি মারা যায় তাহলে তার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারদের বিমার অর্থ প্রদান করা হয়।

উচ্চীপকে জনাব লাবিব ২০ বছর মেয়াদি একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। চুক্তি অনুযায়ী, মেয়াদোভীণ হলে তাকে বোনাসসহ অর্থ পরিশোধ করা হবে। তিনি মারা গেলে তার স্ত্রীকে এ অর্থ পরিশোধ করা হবে। অর্থাৎ বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তিনি সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

এরূপ বিমাপত্র গ্রহণের মাধ্যমে তিনি বিনিয়োগ ও নিরাপত্তা উভয় সুবিধাই পাচ্ছেন। কেননা, ২০ বছর মেয়াদের মধ্যে তিনি মারা গেলে

তার পরিবার বিমার অর্থ পাবে। তাই তার পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা এ বিমার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছে বলা যায়। অন্যদিকে, নির্দিষ্ট সময় পর বোনাসসহ আসল অর্থ পাবেন। অর্থাৎ তিনি এ বিমা পলিসির মাধ্যমে বিনিয়োগ সুবিধাও পাচ্ছেন।

প্রশ্ন ▶ ২৯ মি. আজাদ একজন ব্যবসায়ী। তার বয়স ৪০ বছর এবং তার স্ত্রীর বয়স ৩৭ বছর। পেশায় তিনি একজন বৈমানিক। মি. আজাদ নিজের ও তার স্ত্রী নামে ২০ বছর মেয়াদি ৩০ লক্ষ টাকার দুটি পৃথক মেয়াদি বিমাপত্র খুললেন। এ জন্য তাকে প্রিমিয়াম বাবদ প্রতি তিনি মাসে দুইজনের যথাক্রমে ১৭,০০০ ও ২০,০০০ টাকা করে প্রদান করতে হয়।

/প্রিমিয়া ডিজিটালিয়া সরকারি কলেজ/

ক. যৌথ জীবন বিমা কী? ১

খ. জীবন বিমায় মৃত্যুহার পঞ্জি ব্যবহার করা হয় কেন? ২

গ. মি. আজাদ কর্তৃক স্ত্রীর নামে বিমা চুক্তি সম্পাদনে বিমার কোন নীতিকে অনুসৃত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বয়স কম হওয়ার পরও মিসেস আজাদের পলিসিতে প্রিমিয়ামের হার বেশি হওয়া কতটা যৌক্তিক? মতামত দাও। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি বিমাপত্রের আওতায় একাধিক ব্যক্তির জীবন বিমা করা হলে তাকে যৌথ জীবন বিমা বলে।

খ মৃত্যুহার পঞ্জি হলো অতীত মৃত্যুহারের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ মৃত্যুহার সম্পর্কে অনুমান করার জন্য প্রস্তুতকৃত একটি তালিকা।

এ তালিকায় নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি হাজারের মৃত ব্যক্তির সংখ্যা প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোন বয়সে মৃত্যুহার বেশি বা কোন বয়সে মৃত্যু হার কম তা এ তালিকা হতে জানা যায়। আর জীবন বিমায় বিষয়বস্তু হলো মানুষের জীবন। তাই মৃত্যু ঝুকি বিবেচনা করে প্রিমিয়াম নির্ধারণের জন্য এ তালিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ উচ্চীপকে মি. আজাদ কর্তৃক স্ত্রীর নামে বিমা চুক্তি সম্পাদনে বিমার বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতিটি অনুসৃত হয়েছে।

বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে বিমার বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থকে বুঝায়। এ স্বার্থ না থাকলে বিমা করা যায় না। জীবন বিমার ক্ষেত্রে স্বামীর জীবনের ওপর স্ত্রীর এবং স্ত্রীর জীবনের ওপর স্বামীর এ স্বার্থ রয়েছে।

উচ্চীপকে মি. আজাদ একজন ব্যবসায়ী। তার বয়স ৪০ বছর এবং তার স্ত্রীর বয়স ৩৭ বছর। তিনি তার স্ত্রীর নামে ২০ বছর মেয়াদি ৩০ লক্ষ টাকার একটি মেয়াদি বিমাপত্র খুললেন। স্ত্রীর মৃত্যুতে বা অসুস্থিতাজনিত কারণে বা অন্য কোনো কারণে স্বামী ও তার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অর্থাৎ স্ত্রীর জীবনের ওপর স্বামীর বিমাযোগ্য স্বার্থ রয়েছে। আর এ স্বার্থের কারণেই তিনি তার স্ত্রীর নামে বিমাপত্র খুলতে পেরেছেন। সুতরাং এখানে বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতিটি অনুসৃত হয়েছে।

ঘ ঝুকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত থাকায় মিসেস আজাদের পলিসিতে প্রিমিয়ামের হার বেশি হওয়াটা যৌক্তিক।

বিমার প্রিমিয়াম নির্ধারণে পেশা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণত অধিক ঝুকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের বিমা পলিসির প্রিমিয়াম বেশি হয়ে থাকে।

উচ্চীপকে মি. আজাদ নিজের এবং তার স্ত্রীর জন্য দুটি বিমা পলিসি করেন। মি. আজাদের বয়স ৪০ এবং তার স্ত্রীর বয়স ৩৭ বছর। তবে তার নিজের পলিসির প্রিমিয়ামের চাইতে তার স্ত্রীর জন্য গৃহীত পলিসির প্রিমিয়াম বেশি।

এখানে, তার স্ত্রী অর্থাৎ মিসেস আজাদ পেশায় একজন বৈমানিক। এ পেশাটি ঝুকিপূর্ণ হওয়ায় দুঃঘটনায় জীবনহানির সম্ভাবনা বেশি। আর এ কারণেই মিসেস আজাদের জন্য গৃহীত বিমা পলিসির প্রিমিয়ামের হার বেশি এবং তা যৌক্তিক।

প্রমা ▶ ৩০ জনাব কবির ৪০ বছর ধরে সরকারি চাকরি করছেন। নিজ স্তানের ভবিষ্যৎ ও লেখাপড়ার কথা চিন্তা করে তিনি নিজ নামে ১৫ বছরের একটি জীবন বিমানপত্র গ্রহণ করেন। ২টি কিন্তু পরিশোধের পর জনাব কবিরের মৃত্যু হয়। তার স্ত্রী বিমা কোম্পানির কাছে বিমা দাবি পেশ করে।

/সেজাফলী সরকারি ফিল্ম কলেজ/

ক. মৃত্যুহার পঞ্জী কী? ১

খ. কোন বিমা পারিবারিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব কবির কোন ধরনের বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব কবিরের স্ত্রী কি বিমা দাবি পাওয়ার অধিকারী? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৃত্যুহার পঞ্জী হলো অতীত মৃত্যুহারের ভিত্তিত ভবিষ্যৎ মৃত্যুহার সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার একটি সারণী।

খ জীবন বিমা পারিবারিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে।

মানুষের জীবন সংশ্লিষ্ট বুকি আর্থিকভাবে মোকাবেলার ব্যবস্থাই হলো জীবন বিমা। কোনো মানুষের মৃত্যুতে তার ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গ আর্থিক দুর্দশার শিকার হয়। জীবন বিমা এ আর্থিক দুর্দশা লাঘব করে। কেননা, জীবন বিমা চুক্তি অনুযায়ী বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে বা অসুস্থতায় বা অন্য কোনো কারণে ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি তার পরিবারকে বা তাকে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করে। তাই বলা যায়, জীবন বিমা পারিবারিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

গ উদ্দীপকে জনাব মেয়াদি জীবন বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন। মেয়াদি বিমাপত্র মূলত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা হয়ে থাকে। এই সময়ের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত বাস্তি এ বিমার দাবি পেয়ে থাকেন। আর বেঁচে থাকলে তিনি নিজেই পাবেন।

উদ্দীপকে জনাব কবির ৪০ বছর ধরে সরকারি চাকরি করছেন। তিনি তার স্তানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে নিজ নামে ১৫ বছরের জন্য একটি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেন। অর্থাৎ বিমাচুক্তি অনুযায়ী ১৫ বছর পর তিনি এ বিমাপত্রের অর্থ পাবেন। আর যদি মারা যান, তাহলে তার স্ত্রী ও স্তানেরা এ অর্থ পাবে। অর্থাৎ জনাব কবিরের গৃহীত বিমাপত্রটির বৈশিষ্ট্য মেয়াদি জীবন বিমাপত্রের অনুরূপ। তাই বলা যায়, তিনি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে জীবন বিমাচুক্তি অনুযায়ী জনাব কবিরের স্ত্রী অবশ্যই বিমা দাবি পাওয়ার অধিকারী।

জীবন বিমা হলো আর্থিক নিষ্ঠয়তার চুক্তি। পরিবারের উপার্জনকারীদের মৃত্যুতে নির্ভরশীল সদস্যদের আর্থিক ঝর্ণিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েই জীবন বিমাচুক্তি করা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে জনাব কবির নিজ নামে ১৫ বছরের একটি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেন। দুটি কিন্তু প্রদানের পর তিনি মারা যান। তার স্ত্রী বিমা কোম্পানির কাছে বিমা দাবি পেশ করে।

পরিবারের কোনো সদস্যদের মৃত্যুতে অন্য সদস্যদের আর্থিক ঝর্ণিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েই জীবন বিমা চুক্তি সম্পাদিত হয়। এখানে জনাব কবিরের মৃত্যুতে সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়বে তার স্ত্রী ও স্তানেরা। অর্থাৎ তার স্ত্রী ও স্তানেরাই বিমার অর্থ পাওয়ার দাবিদার। আবার মাত্র ২টি কিন্তু প্রদান করলেও বিমা চুক্তি অনুযায়ী ১৫ বছরের মধ্যে তিনি মারা যাওয়ার বিমা কোম্পানি অবশ্যই বিমা দাবি প্রদানে বাধ্য। সুতরাং, জনাব কবিরের স্ত্রী অবশ্যই বিমা দাবি পাওয়ার অধিকারী।

প্রমা ▶ ৩১ শরীফ একজন ব্যাংকার। তাঁর অবর্তমানে পরিবারের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তিনি বিমা কোম্পানির সঙ্গে নিজের নামে একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। তাঁর অবর্তমানে পরিবার আর্থিক সুবিধা পাবে এ চিন্তা থেকে তিনি এই বিমাচুক্তি করেন। অন্যদিকে, জনাব সালমান ১৫ বছর মেয়াদি জীবন বিমা করেছেন। কিন্তু ৫ বছর পর দৃঢ়টনায় তার মৃত্যু হয়। জনাব সালমানের স্ত্রী দাবি উপস্থাপন করলে বিমা কোম্পানি তা পরিশোধ করে।

/জাললাবাদ ক্যাস্টমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট/

ক. সম্পর্ক মূল্য কী?

খ. হৈতি বিমা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

গ. শরীফ নিজের নামে কীবৃপ্ম বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের ছিতীয় বিমাচুক্তি একই সাথে বিনিয়োগ ও আর্থিক সুরক্ষার সুযোগ দেয় - তোমার মতামত দাও।

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সম্পর্ক মূল্য হলো বিমাগ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধিত দেই অংশ, যা বিমাপত্র সমর্পণের সময় তাকে পরিশোধ করা হয়।

সত্ত্বক তথ্য

বিমাপত্রে সম্পর্ক বলতে চুক্তিতে উল্লিখিত মোদাদের প্রবেশ বিমা পলিসি ক্ষেত্র দাবকে বোঝায়।

খ কোনো একক বিষয়বস্তু একাধিক বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করা হলে তাকে হৈতি বিমা বলে।

উদাহরণস্বরূপ, ১০০ কোটি টাকা মূল্যের একটি জাহাজ একক কোম্পানির নিকট বিমা করা হলে ঐ জাহাজের সম্পূর্ণ ক্ষতিতে বিমা কোম্পানিকে সম্পূর্ণ ক্ষতি পূরণ করতে হবে। এ দাবি পূরণ করতে গিয়ে বিমা কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে একক কোম্পানির পরিবর্তে একাধিক কোম্পানির নিকট ভাগ ভাগ করে বিমা করা যায়। এরূপ ভাগ ভাগ করে একাধিক কোম্পানির নিকট বিমা করাকেই হৈতি বিমা বলা হয়।

ঘ উদ্দীপকে জনাব শরীফ নিজের নামে আজীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

আজীবন বিমাপত্রের ক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতাকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বা নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয়। পরবর্তীতে বিমা গ্রহীতার মৃত্যুর পর তার মনোনীত ব্যক্তিকে বা উত্তরাধিকারীকে বিমা কোম্পানি বিমা দাবি পরিশোধ করে।

উদ্দীপকে জনাব শরীফ একজন ব্যাংকার। তার অবর্তমানে পরিবারের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তিনি বিমা কোম্পানি থেকে একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। মূলত তার অবর্তমানে পরিবার আর্থিক সুবিধা পাবে এ চিন্তা থেকে তিনি এ বিমাচুক্তি করেন। অর্থাৎ তিনি এমন একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেছেন, যেখানে তার মৃত্যুর পর তার পরিবারকে বিমার অর্থ প্রদান করা হয়। সাধারণত, আজীবন বিমাপত্রের ক্ষেত্রে এরূপ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। তাই বলা যায়, এখানে শরীফ আজীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের ছিতীয় বিমাচুক্তি হলো সাধারণ মেয়াদি জীবন বিমাপত্র এবং এটি একই সাথে বিনিয়োগ ও আর্থিক সুরক্ষার সুযোগ দেয়।

এরূপ বিমাপত্রের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে বা উত্তরাধিকারীকে বিমাকৃত অর্থ প্রদান করা হয়। আর মারা না গেলে তাকেই এ অর্থ প্রদান করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব সালমান ১৫ বছর মেয়াদি জীবন বিমা করেছেন। কিন্তু ৫ বছর পর দৃঢ়টনায় তার মৃত্যু হয়। জনাব সালমানের স্ত্রী দাবি উপস্থাপন করলে বিমা কোম্পানি তা পরিশোধ করে।

এখানে জনাব সালমান জীবন বিমার সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন। তাই তার মৃত্যুতে বিমাচুক্তি অনুযায়ী তার পরিবারকে আর্থিক প্রতিদান প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ এ বিমাপত্রটি আর্থিক সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। আবার, জনাব সালমান যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে শুধু জমাকৃত অর্থ নয়, তিনি বোনাসসহ জমাকৃত অর্থ পেতেন। তাই বলা যায়, এরূপ বিমাপত্র একদিকে বিনিয়োগ এবং অন্যদিকে আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করেছে।

প্রমা ▶ ৩২ মি. 'X' ১০ বছর মেয়াদি ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের একটি বিমাপত্র গ্রহণ করে। বিমা চুক্তির সময় বিমা কোম্পানি তাকে বলেন উক্ত সময়ের মধ্যে মৃত্যু হলে তার মনোনীত ব্যক্তি এ বিমা দাবির টাকা পাবেন। এমনকি ৫ বছরের মধ্যে মৃত্যু না হলে তিনি নিজে টাকা পাবেন। এমনকি ৫ বছরের মধ্যে মৃত্যু হলেও তার মনোনীত ব্যক্তিকে ২০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে।

/ক্যাট্টনমেট কলেজ, ফুসোর/

- ক. প্রিমিয়াম কী? ১
 খ. বিমা কীভাবে মানসিক উৎকর্ষ বাড়ায়? ব্যাখ্যা করো। ২
 গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত 'X' যে চুক্তি সম্পাদন করেছেন তা কোন ধরনের চুক্তি? ব্যাখ্যা করো। ৩
 ঘ. মি. 'X' যে বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন তার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা কোম্পানি কর্তৃক বুকি গ্রহণের বিনিয়য় মূল্য হলো প্রিমিয়াম।

খ বিপদের মুহূর্তে আর্থিক সহযোগিতার নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে বিমা ব্যক্তি জীবনে মানসিক উৎকর্ষ বাড়ায়।

যেকোনো সময় মানুষের ব্যক্তি জীবনে দুঃটিনা ঘটতে পারে। পরিবারের কোনো সদস্যের মৃত্যুতে বা দুঃটিনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে মানুষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। এরূপ বিপদে অনেকে সাম্ভূত প্রদান করলেও বস্তুতপক্ষে বিমা প্রতিষ্ঠানই কার্যকর পদক্ষেপ নেয়। কেননা, এরূপ ক্ষতির বিপক্ষে বিমা কোম্পানি আর্থিক প্রতিদানের নিশ্চয়তা প্রদান করে। এভাবে বিমা ব্যক্তি জীবনে মানসিক উৎকর্ষ বাড়ায়।

গি উদ্বীপকে 'X' যে চুক্তি সম্পাদন করেছেন তা হলো মেয়াদি জীবন বিমা চুক্তি।

মেয়াদি জীবন বিমা চুক্তি বলতে এমন বিমা চুক্তিকে বুঝায় যা নিদিষ্ট সময়কাল বা মেয়াদের জন্য খোলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে অথবা বেঁচে থাকলে তাকেই বিমার অর্থ পরিশোধ করা হয়।

উদ্বীপকে মি. 'X' ১০ বছর মেয়াদি ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের একটি বিমাপত্র গ্রহণ করে। তার এরূপ বিমাপত্রে বলা হয়েছে, এই সময়ের মধ্যে তিনি মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমা দাবি পরিশোধ করা হবে। এ সময়ের মধ্যে তিনি মারা না গেলে তাকেই এ অর্থ পরিশোধ করা হবে। অর্থাৎ মি. 'X' এর গৃহীত বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্যের সাথে মেয়াদি জীবন বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্যের হুবহু মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, মি. 'X' নিঃসন্দেহে মেয়াদি জীবন বিমা চুক্তি করেছেন।

ঘ উদ্বীপকে মি. 'X' যে মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন তা পুরোপুরি যৌক্তিক।

মেয়াদি বিমাপত্রের ক্ষেত্রে মেয়াদ শেষে বিমাগ্রহীতাকে বিমাকৃত মূল্য পরিশোধ করা হয়। কোনো কারণে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে এ মূল্য পরিশোধ করা হয়।

উদ্বীপকে মি. 'X' ১০ বছর মেয়াদি ২০ লক্ষ টাকা একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। বিমা চুক্তি অনুযায়ী, ১০ বছর পর তাকে এই ২০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে। তবে তিনি এ সময়ের মধ্যে মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে এ অর্থ পরিশোধ করা হবে। অর্থাৎ তিনি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

মেয়াদি জীবন বিমাপত্র সংগ্রহ করায় মি. 'X' একদিকে আর্থিক সুরক্ষা এবং অন্যদিকে বিনিয়োগের সুযোগ পাবেন। কেননা, কোনো কারণে তিনি মারা গেলে তার পরিবার আর্থিক প্রতিদান স্বরূপ ২০ লক্ষ টাকা পাবে। আবার, তিনি বেঁচে থাকলে ১০ বছর পর বোনাসহ তার বিমার অর্থ ফেরত পাবেন। অর্থাৎ আর্থিক সুরক্ষা ও বিনিয়োগের সুযোগ থাকায় বলা যায়, তার গৃহীত বিমাপত্রটি যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ মি. অমিত ও মি. মিলন দুজন বন্ধু। মি. অমিত বিমানের পাইলট। তিনি দু'বছরের জন্য জীবন বিমাপত্র খুলেছেন। এক্ষেত্রে প্রিমিয়াম কম। মারা গেলেই শুধু তার নমিনী অর্থ পাবেন। অন্যদিকে মি. মিলন এমন পলিসি খুলেছেন যাকে নিদিষ্ট মেয়াদের মধ্যে তিনি মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি অথবা না মারা গেলে তিনি নিজেই তার মেয়াদ পূর্তিতে পুরো টাকা পাবেন। এতে প্রিমিয়ামের পরিমাণ বেশি। কিন্তু দুঃটিনাবশত মেশিনটির ২,০০,০০০ টাকা সমমূল্যের ক্ষতি সংঘটিত হয়।

/সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজ, টুলনা/

- ক. সমর্পণ মূল্য কী? ১
 খ. মালিক কর্মীদের জন্য একক বিমাপত্রের অধীনে কোন ধরনের বিমা করে? ব্যাখ্যা করো। ২
 গ. উদ্বীপকের জন্য অমিত কোন ধরনের জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
 ঘ. উদ্বীপকের বর্ণনা অনুযায়ী মি. মিলন আর্থিক প্রতিরক্ষার পাশাপাশি বিনিয়োগ সুবিধাও পাবেন –এ ব্যক্তিকে যথার্থতা বিশ্বেষণ করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমর্পণ মূল্য হলো বিমাগ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধিত প্রিমিয়ামের সেই অংশ, যা বিমাপত্র সমর্পণের সময় তাকে পরিশোধ করা হয়।

খ মালিক কর্মীদের জন্য একক বিমাপত্রের অধীনে গোষ্ঠী বিমা করে। গোষ্ঠী বিমা ব্যবস্থায় একটা বিশেষ গোষ্ঠীর জীবনকে একক বিমাপত্রের অধীনে বিমা করা হয়ে থাকে। সাধারণত একই স্থানে কর্মরত কর্মীদের জন্য এ ধরনের বিমা করা হয়। মূলত কর্মীদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ও আর্থিক ক্ষতিপূরণের কথা চিন্তা করে নিয়োগকর্তা এ ধরনের বিমা করে।

গি উদ্বীপকে মি. অমিত সাময়িক জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। সাময়িক বিমাপত্র সাধারণ স্বরূপ মেয়াদিহ্য। এক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা মারা গেলেই তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়। তিনি বেঁচে থাকলে কোনো বিমা দাবি পরিশোধ করা হয় না।

উদ্বীপকে মি. অমিত একজন পাইলট। তিনি ২ বছরের জন্য একটি জীবন বিমাপত্র খুলেছেন। এতে প্রিমিয়ামের হারও কম। তিনি এমন একটি বিমা পলিসি খুলেছেন যেখানে শুধু মারা গেলেই তার নমিনী অর্থ পাবেন। সাময়িক বিমাপত্রের ক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের হার কম হয় এবং বিমাগ্রহীতা মারা গেলেই মনোনীত ব্যক্তিকে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়। এ সকল বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে বলা যায়, মি. অমিত সাময়িক জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্বীপকে মি. মিলন মেয়াদি জীবন বিমাপত্র খুলেছেন, যেখানে তিনি আর্থিক প্রতিরক্ষার পাশাপাশি বিনিয়োগ সুবিধাও পাবেন।

মেয়াদি জীবন বিমাপত্র বলতে এমন বিমাপত্রকে বুঝায় যা নিদিষ্ট সময়কাল বা মেয়াদের জন্য খোলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নিদিষ্ট মেয়াদের পর বিমাগ্রহীতাকে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়। তবে এ মেয়াদের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়।

উদ্বীপকে মি. অমিত ও মি. মিলন দুজন বন্ধু। মি. মিলন একটি বিমা পলিসি খুলেছেন। এক্ষেত্রে তিনি মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে অথবা বেঁচে থাকলে মেয়াদ শেষে তাকেই বিমার মূল্য পরিশোধ করা হবে। বিমাচুক্তির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তিনি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র খুলেছেন।

এরূপ বিমাপত্রের মাধ্যমে মি. মিলন তার পরিবারের জন্য আর্থিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। কেননা তার মৃত্যুতে পরিবার যেন অর্থকষ্টে না থাকে, সেই জন্য বিমা কোম্পানি বিমার মূল্য তার পরিবারকে পরিশোধ করবে। অন্যদিকে, তিনি বেঁচে থাকলে এ বিমা পলিসি তার জন্য বিনিয়োগ স্বরূপ। কেননা, মেয়াদ শেষে তার প্রদত্ত সকল প্রিমিয়ামের সাথে বোনাসও প্রদান করা হবে। তাই বলা যায়, মি. মিলন এতে আর্থিক প্রতিরক্ষার পাশাপাশি বিনিয়োগ সুবিধাও পাবেন উত্তিতি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ জনাব রিফাত সাহেব তার একটি মেশিন ক্রয়ের জন্য 'সোনালী' বিমা কোম্পানির সাথে ২,০০,০০০ টাকার এবং 'রমনা' বিমা কোম্পানির সাথে ৪,০০,০০০ টাকার বিমাপত্র ক্রয়ের মাধ্যমে চুক্তিবন্ধ হলেন। কিন্তু দুঃটিনাবশত মেশিনটির ২,০০,০০০ টাকা সমমূল্যের ক্ষতি সংঘটিত হয়।

- ক. দায় বিমা কী? ১
 খ. 'নেতৃত্ব বুকি' কীভাবে বিমা পলিসিতে প্রভাব ফেলে? ২
 গ. উদ্বীপকের জন্য রিফাত সাহেবে মেশিনের জন্য কোন ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
 ঘ. উদ্বীপকের আলোকে এ ধরনের বিমাপত্র গ্রহণের যৌক্তিকতা কতটুকু? মূল্যায়ন করো। ৪

ক. কোনো দুষ্টিনার কারণে ততীয় পক্ষের কোনো ক্ষতি হলে দায় বিমা চুক্তির মাধ্যমে তা পূরণের ব্যবস্থা করা হয়।

সহায়ক উত্তর

কারখানায় কোনো দুষ্টিনার শুধুমাত্র আছত হলে সেখানে কর্মরত শুধুমাত্রদের ক্ষতিপূরণ দিতে মালিক বাধ্য থাকে। একজনে কারখানার মালিক এবং ক্ষতিপূরণের জন্য বিমাচুক্তি করলে তা দায় বিমা হিসেবে গণ্য হবে।

খ. নেতৃত্বক বুকি বিমা পলিসিতে নেতৃত্বাচক প্রভাব বিস্তার করে।

মানব সৃষ্টি বুকিই মূলত নেতৃত্বক বুকি। প্রাকৃতিক বুকির ক্ষেত্রে নানা বিষয় বিবেচনা করে বুকি অনুমান করা যায়। তবে নেতৃত্বক বুকি অনুমান করা অসম্ভব। পল্য গুদাম বিমা করে পরে পল্য সরিয়ে আগুন লাগানো ও ক্ষতিপূরণ দাবি মূলত নেতৃত্বক বুকির দ্বারা সৃষ্টি। তাই সম্পত্তির ক্ষতিতে নেতৃত্বক বুকির প্রমাণ মিললে বিমা পলিসি অকার্যকর হয়।

গ. উদ্দীপকের জন্ম রিফাত সাহেব মেশিনের জন্য হৈত বিমা গ্রহণ করেন।

হৈত বিমায় একই বিষয়বস্তু একাধিক বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করা হয়। এ ধরনের বিমা সাধারণত অধিক মূল্যমানের সম্পদের ক্ষেত্রে করা হয়।

উদ্দীপকের জন্ম রিফাত সাহেব একটি মেশিন ক্রয় করেন। জন্ম রিফাত মেশিনটির আর্থিক বুকি নিরসনে এর বিমা করেন। তবে তিনি মেশিনটি দুটি বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করেন। অর্থাৎ জন্ম রিফাত একই বিষয়বস্তুর জন্য দুটি বিমা কোম্পানির কাছে থেকে দুটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। এটি হৈত বিমাপত্রের সাথে বৈশিষ্ট্য পূর্ণ। একজনে মেশিনটির ক্ষতিতে উভয় বিমা কোম্পানি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করতে বাধ্য থাকবে।

ঘ. উদ্দীপকে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতিতে আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করতে হৈত বিমাপত্র গ্রহণ যৌক্তিক হয়েছে।

অধিক মূল্যমানের সম্পদ একটি বিমা কোম্পানির কাছে বিমা করা অনেক ক্ষেত্রে বুকিপূর্ণ। হৈত বিমার ক্ষেত্রে একটি অধিক মূল্যের সম্পত্তির জন্য কোম্পানির কাছে বিমা করা হয়।

উদ্দীপকে জন্ম রিফাত একটি মেশিন ক্রয় করেন। তবে মেশিনের মূল্য অধিক হওয়ায় তিনি দুটি বিমা কোম্পানির সাথে বিমাচুক্তি করেন। একজনে, মেশিনের জন্য একাধিক বিমাপত্র গ্রহণের উদ্দেশ্য হলো বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতিতে নিশ্চিত ক্ষতিপূরণ আদায়।

অধিক মূল্যবান সম্পত্তি বা যন্ত্রপাতির বিমাকৃত মূল্য ও অধিক হয়। সেক্ষেত্রে বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতিতে বিমাকারী প্রতিষ্ঠানটি তা পরিশোধে অক্ষম হতে পারে। তাই একটি সম্পত্তির জন্য একাধিক বিমাকারী প্রতিষ্ঠানে বিমা করলে ক্ষতিপূরণ আদায়ে অধিক নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। সুতরাং, মূল্যবান সম্পত্তির আর্থিক বুকি মোকাবিলায় হৈত বিমা করা হয়ে থাকবে।

গ্রন্থ ▶ ৩৫ জন্ম এবং জন্ম দুইজন সরকারি চাকরিজীবী। জন্ম এবং জন্ম দুই বছরের জন্য জাতিসংঘ মিশনে সোমালিয়া যান। তিনি তার সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে দুটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি মারা গেলেই কেবল তার সন্তানের বিমা দাবি পাবেন। সাধারণত সাময়িক বিমাপত্রের ক্ষেত্রেই বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি বিমা দাবি পেয়ে থাকে। এখানেও, জন্ম এবং জন্ম দুই বছরের ক্ষেত্রেই বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি বিমা দাবি পেয়ে থাকবে।

- ক. মৃত্যুহার পঞ্জি কাকে বলে? ১
- খ. পুনর্বিমা বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. জন্ম এবং জন্ম গৃহীত বিমাপত্রটি কোন ধরনের বিমাপত্র? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. জন্ম এবং জন্ম গৃহীত দুটি বিমাপত্রের মধ্যে কোনটি বেশি লাভজনক বলে তুমি মনে করো? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

ক. পরিসংখ্যান অনুযায়ী নির্দিষ্ট বয়স সীমায় নির্দিষ্ট এলাকায় প্রতি হাজারে মৃত্যু ব্যক্তির সংখ্যা সংবলিত তালিকাকে মৃত্যুহার পঞ্জি বলে।

খ. পুনর্বিমা বলতে পুনরায় বিমা করাকে বোঝায়।

এ ব্যবস্থায় বিমা কোম্পানি তার গৃহীত বুকির সম্পূর্ণ বা আংশিক নতুন কোনো বিমাকারীর নিকট অর্পণ করে। একজনে, বিমা কোম্পানি নিজেই বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয় ভূমিকা পালন করে। সাধারণত, অধিক বুকি সম্পর্ক বা অধিক মূল্যের বিমা পলিসি পুনর্বিমা করে বুকি বন্ডন করা হয়।

গ. উদ্দীপকে জন্ম এবং জন্ম গৃহীত বিমাপত্রটি হলো সাময়িক বিমাপত্র।

সাময়িক বিমাপত্রের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিমাকৃত ব্যক্তি মারা গেলে বিমা দাবির অর্থ পরিশোধ করা হয়।

উদ্দীপকে, জন্ম এবং জন্ম সরকারি চাকরিজীবী। তিনি দুই বছরের জন্য জাতিসংঘ মিশনে সোমালিয়া যান। তিনি তার সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে দুটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি মারা গেলেই কেবল তার সন্তানের বিমা দাবি পাবেন। সাধারণত সাময়িক বিমাপত্রের ক্ষেত্রেই বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি বিমা দাবি পেয়ে থাকে। এখানেও, জন্ম এবং জন্ম গৃহীত বিমাপত্রের ক্ষেত্রেই বৈশিষ্ট্য এবং হওয়ায় নিস্তন্দেহে বলা যায়, তার গৃহীত বিমাপত্রটি সাময়িক বিমাপত্র।

ঘ. উদ্দীপকে জন্ম এবং জন্ম গৃহীত সাময়িক বিমাপত্র এবং জন্ম এবং জন্ম গৃহীত সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্রের মধ্যে সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্রটিই অধিক লাভজনক।

সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্রের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিমাকৃত ব্যক্তি মারা গেলে মনোনীত ব্যক্তিকে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়। তবে ঐ মেয়াদের মধ্যে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু না হলে মেয়াদ শেষে তাকেই বিমাকৃত অর্থ প্রদান করা হয়।

উদ্দীপকে জন্ম এবং জন্ম সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে দুটি সাময়িক বিমাপত্র গ্রহণ করেন। অন্যদিকে জন্ম এবং জন্ম দুই বছরের জন্য তিনি লক্ষ টাকায় একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। সেখানে উক্ত সময়ের মধ্যে তার মৃত্যু না হলে মেয়াদ শেষে তিনি বিমা দাবি পাবেন। অর্থাৎ জন্ম এবং জন্ম সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেন।

এখানে, জন্ম এবং জন্ম দুই বছরে তিনি বিমা দাবি হিসেবে কোনো অর্থ পাবেন না। অন্যদিকে জন্ম এবং জন্ম দুই মেয়াদ শেষে বিমা দাবি পাবেন। আবার, উভয় বিমাপত্রের ক্ষেত্রে বিমাকারীর মৃত্যু হলে তাদের মনোনীত ব্যক্তি বিমা দাবি পাবেন। অর্থাৎ জন্ম এবং জন্ম গৃহীত সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র অধিক সুবিধা প্রদান করে বিধায় এটিই বেশি লাভজনক।

গ্রন্থ ▶ ৩৬ জন্ম এবং জন্ম দুইজন সরকারি চাকরিজীবী। তিনি সান লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি. থেকে ১৫ বছরের একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। তিনি ৫ বছর পর্যন্ত নিয়মিত অধিবার্ষিক হিসাবে ১০,০০০ টাকা করে কিন্তু প্রদান করতে থাকেন। কিন্তু বর্তমানে পণ্যদ্রব্যের উচ্চমূল্যের কারণে পারিবারিক খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি নিয়মিত কিন্তু পরিশোধে ব্যর্থ হচ্ছেন। একজনে জন্ম এবং জন্ম গৃহীত বিমাপত্রটি অবহিত করেন।

চাকরা করার ক্ষেত্রে ১

ক. বার্ষিক বৃত্তি কী? ১

খ. জীবন বিমা কোন ধরনের চুক্তি? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে জন্ম এবং জন্ম গৃহীত বিমা পলিসি বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বর্তমান প্রেক্ষাপটে জন্ম এবং জন্ম কি আর্থিক সুবিধা পাবেন বলে তুমি মনে করো? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে বিশেষণ করো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বা নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রতি বছর নিদিষ্ট হারে যে অর্থ প্রদান করে তাকে বার্ষিক বৃত্তি বলে।

খ. জীবন বিমা হলো নিশ্চয়তার চুক্তি।

এক্ষেত্রে মানুষের জীবনের ওপর ভিত্তি করেই বিমাপত্র করা হয়ে থাকে। মানুষের মৃত্যু হলে তার প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ আর্থিকভাবে নিরূপণযোগ্য নয়। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি শুধু একটি নিদিষ্ট পরিমাণ আর্থিক সহায়তার নিশ্চয়তা দেয়। এ কারণেই জীবন বিমাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়ে থাকে।

গ. উদ্দীপকে জনাব ইমন মেয়াদি জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেছিলেন।

একটি নিদিষ্ট সময়ের জন্য বা বিমাগ্রহীতার নিদিষ্ট বয়স পর্যন্ত এ বিমা পলিসি গ্রহণ করা হয়। বিমার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অথবা বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে এক্ষেত্রে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে জনাব ইমন একজন চাকরিজীবী। তিনি সান লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি থেকে একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। তিনি ১৫ বছরের জন্য এ বিমা পলিসিটি গ্রহণ করেন। অর্থাৎ ১৫ বছর পর তাকে বিমাপত্রে উল্লিখিত মূল্য পরিশোধ করা হবে। এরূপ নিদিষ্ট সময়ের জন্য বিমা করায় নিঃসন্দেহে বলা যায়, তিনি মেয়াদি জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেছিলেন।

ঘ. উদ্দীপকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে জনাব ইমন আর্থিক সুবিধা হিসেবে সমর্পণ মূল্য পাবেন।

সমর্পণ মূল্য হলো পরিশোধিত প্রিমিয়ামের সেই অংশ যা বিমাপত্র সমর্পণের সময় বিমাগ্রহীতাকে ফেরত দেয়া হয়। তবে বিমা পলিসি গ্রহণের পর কমপক্ষে ২ বছর কিস্তির টাকা পরিশোধিত হলেই এ সমর্পণ মূল্য প্রদান করা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে জনাব ইমন সান লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি হতে ১৫ বছরের জন্য মেয়াদি জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। তিনি ৫ বছর পর্যন্ত অর্ধবার্ষিক হিসাবে ১০,০০০ টাকা করে কিস্তি প্রদান করেন। কিন্তু বর্তমানে পণ্যস্তোরে উচ্চ মূল্যের কারণে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হচ্ছেন। তাই তিনি বিষয়টি বিমা কোম্পানিকে অবহিত করেন।

এখানে জনাব ইমন ৫ বছর পর্যন্ত নিয়মিত কিস্তি প্রদান করায় তিনি সমর্পণ মূল্য পাওয়ার অধিকারী। কেননা, কোনো কারণে বিমাগ্রহীতা বিমা পলিসি চালিয়ে নিতে অসমর্থ হলো এবং বিমাপত্র জমা দিলে বিমা কোম্পানির সমর্পণ মূল্য প্রদান করে থাকে। এখানে সমর্পণ মূল্য পাওয়ার সকল শতই তিনি পূরণ করেছেন। তাই জনাব ইমন তার বিমা পলিসির আর্থিক সুবিধা স্বরূপ সমর্পণ মূল্য পাবেন।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ 'বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায়: সমস্যা ও করণীয়' শীর্ষক একটি সভা চলছে। বাংলাদেশের সকল বিমা কোম্পানির উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত আছেন। অধিকাংশ জীবন বিমা কোম্পানির কর্মকর্তারা জানালেন, তাদের বিমাখাতে সব থেকে বড় সমস্যা সঠিক ভাবে ঝুকি নিরূপণ করতে পারা। এই সমস্যার কারণে তাদের ব্যবসায় পরিকল্পনা ব্যাহত হয়। এ থেকে উত্তরণের জন্য আধুনিক ও সময় উপযোগী মৃত্যুহার পঞ্জি ব্যবহারের বিকল্প নেই। অন্যদিকে, সাধারণ বিমা কোম্পানির কর্মকর্তাগণ জানালেন দেশের বৈদেশিক মুদ্রা উপর্যুক্ত তাদের ভূমিকা কর্তৃতা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, বিমা শুধু রপ্তানি বৃদ্ধিতেই সহায়তা করে না বরং অদৃশ্য রপ্তানি ও বৃদ্ধি করে।

ক. সার্বিক মোটর বিমার প্রিমিয়ামের হার সর্বাধিক।

সার্বিক মোটর বিমার অধীনে অনেকগুলো মোটর ঝুকি অন্তর্ভুক্ত করে বিমা করা হয়। এক্ষেত্রে গাড়ির দুর্ঘটনায় বিমাগ্রহীতার মৃত্যু বা জখমের ক্ষতিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া চুরি ও অগ্নিকান্ডের ফলে গাড়ির ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতিপূরণও করা হয়। অর্থাৎ একটি বিমার আওতায় অনেকগুলো ঝুকি অন্তর্ভুক্ত থাকায় এ বিমায় প্রিমিয়াম হার বেশি হয়।

গ. একটি নিদিষ্ট বয়সে কতজন লোক মারা যায় তার সংখ্যা হলো মৃত্যুহার এবং জীবন বিমার প্রিমিয়াম নির্ধারণে এটি গুরুত্বপূর্ণ।

অতীতের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ মৃত্যুহার নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এ মৃত্যুহার সংబলিত তালিকা মৃত্যুহার পঞ্জি নামে পরিচিত।

উদ্দীপকে 'বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায়: সমস্যা ও করণীয়' শীর্ষক একটি সভার কথা বলা হয়েছে। অধিকাংশ জীবন বিমা কোম্পানির কর্মকর্তারা জানালেন যে, জীবন বিমা খাতে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো সঠিকভাবে ঝুকি নিরূপণ করতে পারা। অর্থাৎ মানুষের জীবনের ঝুকি বা মৃত্যু ঝুকি নিরূপণ করাই এ বিমার প্রধান সমস্যা। মৃত্যুহার পঞ্জিতে কোনো বয়সে প্রতি হজারে কতজন মারা যেতে পারে তার সম্ভাব্য সংখ্যার উল্লেখ থাকে। যা ব্যবহার করে অধিক ঝুকি ও কম ঝুকি নিরূপণের মাধ্যমে সঠিকভাবে প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা যায়।

ঘ. বিমা ব্যবসায় বিশেষত নৌ বিমা দেশের অদৃশ্য রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

মানব জীবন ও সম্পদের ঝুকির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাই হলো বিমা। বিমা মানুষের ব্যক্তি জীবনে, ব্যবসায় সম্প্রসারণে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায় নিয়ে অনুষ্ঠিত একটি সভার কথা বলা হয়েছে। এখানে সাধারণ বিমা কোম্পানির কর্মকর্তারা দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বিমার ভূমিকার কথা বলেছেন। কেননা, বিমা শুধু রপ্তানি বাড়াতেই সহায়তা করে না, বরং অদৃশ্য রপ্তানি ও বাড়ায়।

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে সাধারণত নৌ বিমা প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রাখে। দেশ থেকে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিমা খরচও পণ্য মূল্যের সাথে যুক্ত হয়। অর্থাৎ বিমার কারণে অধিক পণ্য মূল্য পাওয়া যায়, যা রপ্তানির আয় বাড়ায়। অর্থাৎ বিমা অদৃশ্যভাবে মূল্য বাড়ানোর মাধ্যমে রপ্তানি আয় বাড়ায়।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ মি. আহমেদ হোট চাকরি করেন। তার স্ত্রী একজন শুভিন্দী। তার মৃত্যুতে কী হবে এ নিয়ে তিনি দৃশ্চিন্তায় থাকেন। তিনি মনে করছেন, বিমা পলিসি খুলবেন। এতে তিনি প্রিমিয়াম জমা দিতে থাকবেন। বাঁচলেও টাকা পাবেন। আর এর মধ্যে মারা গেলে স্ত্রী পাবে। তার এক বন্ধু বললো, তোমাকে এখানে অনেক প্রিমিয়াম দিতে হবে। তুমি যেহেতু মৃত্যু ঝুকির বিপক্ষে প্রতিরক্ষা চাও তাই এমন বিমাপত্র খোলো যাতে খুব কম প্রিমিয়ামে মৃত্যু ঝুকি বিমা করতে পারবে। তবে এটা প্রতি বছর নবায়ন করতে হবে।

ক. মৃত্যুহার পঞ্জি কাকে বলে? ১

খ. হৈত বিমা কীভাবে ক্ষতিপূরণের অধিক নিশ্চয়তা দেয়? ২

গ. উদ্দীপকের মি. আহমেদ প্রথমে কোন ধরনের পলিসি খুলেতে চেয়েছিলেন তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বন্ধুর পরামর্শ মি. আহমদের অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ—এ বক্তব্যের যথার্থতা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মৃত্যুহার পঞ্জি হলো নিদিষ্ট বয়সের মানুষের প্রতি হজারে মৃত্যুর সম্ভাব্য একটি তালিকা।

খ. একাধিক বিমা কোম্পানিতে ঝুকি বন্ড করার মাধ্যমে হৈত বিমা ক্ষতিপূরণের অধিক নিশ্চয়তা দেয়।

ক. বিমার বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার যে স্বার্থ থাকে তাকে বিমাযোগ্য স্বার্থ বলে।

হৈত বিমা বলতে একই বিষয়বস্তু একাধিক বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করাকে বুঝায়। অধিক মূল্যমানের কোনো বিষয়বস্তু একটি কোম্পানিতে বিমা করা হলে খুঁকি বেশি হবে। কেননা, ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে গিয়ে ঐ বিমা কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে। কিন্তু হৈত বিমায় সকল কোম্পানি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করায় এবং খুঁকি কম। তাই খুঁকি বণ্টনের মাধ্যমে হৈত বিমা আধিক নিশ্চয়তা প্রদান করে।

গ. উদ্দীপকে মি. আহমেদ প্রথমে মেয়াদি জীবন বিমা পলিসি খুলতে চেয়েছিলেন।

সাধারণত একটি নিদিষ্ট সময়ের জন্য বা বিমাগ্রহীতার নিদিষ্ট বয়স পর্যন্ত এ বিমা পলিসি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে, নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি বিমার অর্থ পায়। আর বেঁচে থাকলে তিনি নিজেই এ অর্থ পান।

উদ্দীপকে মি. আহমদ চাকরি করেন। তার স্ত্রী একজন গৃহিণী। মি. আহমদ তার মৃত্যুতে তার পরিবারের কী হবে এ নিয়ে দুঃখিত্বায় থাকেন। তাই তিনি একটি বিমা পলিসি খোলার সিদ্ধান্ত নেন। বিমার শর্তানুযায়ী, নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি মারা গেলে বিমার অর্থ তার স্ত্রী পাবে। আর তিনি যদি বেঁচে থাকেন তাহলে নিজেই এ অর্থ পাবেন। এ সকল বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে নিঃসন্দেহে বলা যায়, মি. আহমেদ প্রথমে মেয়াদি জীবন বিমাপত্র খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

ঘ. উদ্দীপকে মি. আহমদের বন্ধু সাময়িক বিমাপত্রের পরামর্শ দিয়েছে, যা তার অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

সাময়িক বিমাপত্র হলো এবং বিমাপত্র যেখানে বিমাগ্রহীতা কেবল মারা গেলেই মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার অর্থ পরিশোধ করা হয়। অর্থাৎ বিমাগ্রহীতা বেঁচে থাকলে এক্ষেত্রে কোনো অর্থ পরিশোধ করা হয় না।

উদ্দীপকে মি. আহমদ ছেট চাকরি করেন। তার মৃত্যুতে তার পরিবারের কী হবে এ নিয়ে তিনি দুঃখিত্বায় থাকেন। তাই তিনি প্রথমে মেয়াদি জীবন বিমাপত্র খুলতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীতে তার বন্ধু এমন একটি বিমা পলিসির কথা বলে যেখানে কম প্রিমিয়ামে মৃত্যু খুঁকি বিমা করা যায়।

অর্থাৎ তার বন্ধু তাকে সাময়িক বিমাপত্রের পরামর্শ দেয়। মি. আহমদ ছেট চাকরি করেন বিধায় তার আস্তও কম। তাই মেয়াদি বিমার ক্ষেত্রে অধিক প্রিমিয়াম পরিশোধ তার জন্য কষ্টসাধা বাপার। এক্ষেত্রে সাময়িক বিমাপত্রের অর্থ প্রিমিয়াম তিনি সহজেই প্রদান করতে পারবেন। এছাড়া সাময়িক বিমাপত্র মেয়াদি বিমাপত্রের মতো মৃত্যু খুঁকি গ্রহণ করে। ফলে মি. আহমদ অর্থ ব্যয়ে এবং স্বাচ্ছন্দ্যভাবে আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারবেন। তাই বলা যায়, তার বন্ধুর পরামর্শটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ৩৯ মোন্টফা সাহেবের কাছে জীবনের নিরাপত্তাটাই সর্বোচ্চ অগ্রগণ্য। তাই তিনি ১২ বছরের জন্য একটি বিমাপত্র খোলেন তার জীবনের ওপর ডেল্টা বিমা কোম্পানিতে। সম্প্রতি তিনিসহ তার দুই বন্ধু চুক্তির ভিত্তিতে একটি সুপার শপ চালু করেন। দেশের নানা প্রান্ত থেকে পণ্য আনার জন্য কাউকে না কাউকে ঢাকার বাইরে যেতে হয়। এক্ষেত্রে সকলের নিরাপত্তার জন্য একটি বিমার কথা ভাবছেন।

/সাফিটেক্স সরকার একাডেমী এড কলেজ, গাজীপুর/

ক. গোষ্ঠী বিমা কাকে বলে? ১

খ. জীবন বিমা কোন ধরনের চুক্তি এবং কেন? ২

গ. মোন্টফা সাহেব নিজের জীবনের ওপর কোন ধরনের বিমা করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অংশীদারি ব্যবসায় হওয়ায় মোন্টফা সাহেব ও তার বন্ধুদের জন্য কোন ধরনের জীবন বিমা চুক্তি উত্তম হবে বলে তুমি মনে করো? মতামত দাও। ৪

ক. যে বিমা ব্যবস্থায় একটা বিশেষ গোষ্ঠীর জীবনকে একটি বিমাপত্রের আওতায় বিমা করা হয় তাকে গোষ্ঠী বিমা বলে।

সহজেক তথ্য

উদাহরণস্বরূপ, একই স্থানে কর্মরত সকল শ্রমিকের জন্য গৃহীত বিমাপত্র হলো গোষ্ঠী বিমা।

ঘ. জীবন বিমায় আর্থিক প্রতিদানের নিশ্চয়তা দেয়া হয় বলে একে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

জীবন বিমা ব্যতীত সকল বিমাই হলো ক্ষতিপূরণের চুক্তি। জীবন বিমার ক্ষেত্রে কারো জীবনহানি বা পজ্ঞাত্বের কারণে ক্ষতি হলে তার প্রকৃত আর্থিক ক্ষতিপূরণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তাই এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি কেউ মারা গেলে বা পজ্ঞাত্ব বরণ করলে এ নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। এজনাই একে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

ঘ. উদ্দীপকে মোন্টফা সাহেব নিজের জীবনের ওপর মেয়াদি জীবন বিমা করেছেন।

মেয়াদি বিমাপত্র মূলত একটি নিদিষ্ট মেয়াদের জন্য খোলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে এ নিদিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে বা এ সময়ে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে বিমা দাবির অর্থ পরিশোধ করা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে মোন্টফা সাহেবের কাছে জীবনের নিরাপত্তাটাই সর্বোচ্চ অগ্রগণ্য। তাই তিনি ডেল্টা বিমা কোম্পানিতে ১২ বছরের জন্য একটি বিমা পলিসি খোলেন। তিনি এ বিমা পলিসি তার জীবনের ওপরই করেছেন। তাই ১২ বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলে ডেল্টা কোম্পানি তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার অর্থ পরিশোধ করবে। আর যদি তিনি বেঁচে থাকেন তাহলে ১২ বছর পর তাকেই এ অর্থ পরিশোধ করা হবে। এ সকল বৈশিষ্ট্যের সাথে মেয়াদি জীবন বিমার বৈশিষ্ট্যের হুবহু মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, তিনি মেয়াদি জীবন বিমা পলিসি করেছেন।

ঘ. উদ্দীপকে মোন্টফা সাহেব ও তার বন্ধুদের জন্য জীবন বিমার যৌথ বিমা চুক্তি উত্তম হবে বলে আমি মনে করি।

যৌথ বিমা ব্যবস্থায় একই বিমা পলিসির আওতায় একাধিক ব্যক্তির জীবনের বিমা করা হয়ে থাকে। এ ধরনের বিমা পলিসিকে বহুজীবন বা যৌথ জীবন বিমাপত্রও বলা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে মোন্টফা সাহেব এবং তার দুই বন্ধু মিলে একটি সুপার শপ চালু করেন। দেশের নানা প্রান্ত থেকে পণ্য আনার জন্য তাদের কাউকে না কাউকে ঢাকার বাইরে যেতে হয়। তাই তিনি সকলের নিরাপত্তার জন্য একটি বিমার কথা ভাবছেন।

এখানে মোন্টফা সাহেব সকলের জীবনের ওপর যৌথ বিমা চুক্তি করতে পারেন। কেননা, এ বিমাপত্রের মাধ্যমেই তিনি তার নিজের জীবন ও আরো দুই অংশীদারের জীবনের খুঁকি একটি বিমা পলিসির আওতায় করতে পারবেন। এতে কেউ দুঃটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা কারো জীবনহানি ঘটলে বিমা কোম্পানি অন্য অংশীদারদের আর্থিক প্রতিদান প্রদান করবে। তাই বলা যায়, মোন্টফা সাহেব ও তার বন্ধুদের জন্য যৌথ বিমা চুক্তি উত্তম হবে।

প্রশ্ন ৪০ ৩৫ বছর বয়সী জাবেদ ৮ বছর মেয়াদি একটি জীবন বিমা পত্র খুলেছেন। বিমাকৃত অঞ্চের পরিমাণ ৩,৫০,০০০ টাকা। বিমা কোম্পানি কর্তৃক ধার্যকৃত প্রিমিয়ামের পরিমাণ হলো ৩,০০০, ৪,০০০, ৫,০০০, ৭,০০০, ৮,০০০, ৯,০০০, ১০,৫০০ ও ১০,০০০ টাকা।

ঠিকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজ/

ক. বিমাগ্রহীতার সংখ্যা ভিত্তিক বিমাপত্র কয় ধরনের হয়? ১

খ. বিমার কোন অপরিহার্য শর্তটি আর্থিক হতে হবে? ২

গ. জাবেদ কোন ধরনের বিমাপত্রের আওতায় আসবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সমকিতি পরিকল্পনায় জাবেদের বাস্তৱিক কিসিতের পরিমাণ কত হবে? নির্মপণ করো? ৪

ক বিমাগ্রহীতার সংখ্যার ভিত্তিতে বিমাপত্র দুই প্রকার।

সহজক উত্তর

যথা: ১. একক জীবন বিমাপত্র ২. বহুজীবন বিমাপত্র।

খ বিমার অপরিহার্য আর্থিক শাস্তি হলো বিমাযোগ্য স্বার্থ।

বিমাকৃত বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থ হলো বিমাযোগ্য স্বার্থ। বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বিমাগ্রহীতা যদি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তবে ধরে নেয়া হয় উক্ত বিষয়ে বিমাযোগ্য স্বার্থ জড়িত। এবং বিমাযোগ্য স্বার্থ না থাকলে বিমা চুক্তি করা যায় না।

সহজক উত্তর

জৈবনের বাড়ি আগুনে পুঁজে গেলে নোভের আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে জৈবন। তাই বাড়িটিতে জৈবনের বিমাযোগ্য স্বার্থ রয়েছে। নোভের বিমাযোগ্য স্বার্থ নেই। এ কারণে বাড়িটি জৈবনই বিমা করার অধিকার রাখে।

গ জাবেদ মেয়াদি জীবন বিমাপত্রের আওতায় আসবে।

নিদিন্ত সময়ের জন্য নিদিন্ত অর্থে মেয়াদি জীবন বিমাপত্র করা হয়। এ বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি নয় বরং নিশ্চয়তার চুক্তি।

উদ্দীপকে ৩৫ বছর বয়সী জাবেদ ৮ বছর মেয়াদি একটি জীবন বিমাপত্র খুলেছেন। নিদিন্ত সময়ের জন্য নিদিন্ত অভেক্ষণ বিমাপত্র হলো মেয়াদি জীবন বিমাপত্র। এ বিমাপত্রের উল্লেখ মেয়াদের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে বিমা কোম্পানি তার মনোনীত ব্যক্তিকে চুক্তিতে উল্লিখিত নিদিন্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করে। আর বেচে থাকলে মেয়াদ পূর্ণিতে বিমাগ্রহীতা বিমাকৃত অর্থ পায়। উদ্দীপকে জাবেদ যে বিমাপত্রটি করেছেন তার মেয়াদ ও বিমাকৃত অভেক্ষণ নিদিন্ত। তাই এটি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র।

ঘ সমকিতি পরিকল্পনায় জাবেদের বাংসরিক কিস্তির পরিমাণ নির্ণয়: আমরা জানি,

$$\text{মোট পরিশোধিতকৃত কিস্তির পরিমাণ} = \frac{\text{বিমার মেয়াদকাল}}{\text{বিমার মেয়াদকাল}}$$

এখানে, মোট পরিশোধিত কিস্তির পরিমাণ হবে প্রতি বছর পরিশোধিত কিস্তির যোগফল।

বিমার মেয়াদ = ৮ বছর

∴ সমকিতিতে বাংসরিক কিস্তি =

$$৩,০০০ + ৪,০০০ + ৫,০০০ + ৬,০০০ + ৮,০০০ + ৯,০০০ + ৯,৫০০ + ১০,০০০$$

৪

$$= \frac{৫৫,৫০০}{৮}$$

= ৬,৯৩৭.৫০ টাকা

অর্থাৎ সমকিতি পরিকল্পনার বাংসরিক কিস্তির পরিমাণ হবে ৬,৯৩৭.৫০ টাকা।

উত্তর : ৬,৯৩৭.৫০ টাকা।

প্রশ্ন ৪১ গ্রীন বাংলা এয়ারলাইনসের একটি বিমান ২০১৬ সালের শুরুতে প্রশান্ত মহাসাগরে বিধ্বস্ত হলে যাত্রী, ক্রুসহ সবাই নিহত হয়। রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থাটি ৪৪ জন বিদেশি যাত্রী, কেবিন ক্রুসহ সবার জীবনের জন্য বিমা করেছিলেন। নিহতের পরিবার স্বজনদের ফিরে না পেলেও বিমার অর্থ পেয়ে কিছুটা স্বত্ত্বাতে রয়েছে।

/হজারগাঁও মডেল কলেজ, চান্দপুর/

গ. গ্রীন বাংলা এয়ারলাইনসের আরোহীদের জন্য কোন ধরনের জীবন বিমা করেছিল? ব্যাখ্যা করো।

৫

ঘ. 'প্রশান্ত মহাসাগরে বিধ্বস্ত বিমানের যাত্রীদের জীবন বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা যাবে না'। বিষয়টির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো।

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে বিমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত যে আর্থিক সুবিধা প্রদান করে তাকে বোনাস বলে।

খ নিদিন্ত বয়স সীমায় প্রতি হজারে মৃত ব্যক্তির সংখ্যা সংবলিত সারণীকে মৃত্যুহার পঞ্জি বলে।

অর্থাৎ কোন বয়স সীমায় মৃত্যু হারের সংখ্যা কেমন কিংবা মারা যাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু তা সারণী থেকে জানা যায়। সাধারণত অধিক বয়স সীমায় মৃত্যুহার বেশি হয়ে থাকে। তাই অধিক বয়স সীমার লোকদের জীবন বিমা পলিসির প্রিমিয়ামও বেশি হয়ে থাকে। বিমা কোম্পানির বিমা প্রিমিয়াম নির্ধারণে এ মৃত্যুহার পঞ্জি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে গ্রীন বাংলা এয়ারলাইনস আরোহীদের জন্য যৌথ বিমা করেছিল।

যৌথ বিমা পলিসিতে একই বিমা পলিসির আওতায় একাধিক ব্যক্তির জীবন বিমা করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় বিমা কোম্পানি একই সাথে একাধিক জীবনের ঝুকি গ্রহণ করে।

উদ্দীপকে গ্রীন বাংলা এয়ারলাইনস হলো একটি রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থা। ২০১৬ সালে এ সংস্থার একটি বিমান প্রশান্ত মহাসাগরে বিধ্বস্ত হয়। এতে যাত্রী, ক্রুসহ সবাই নিহত হয়। তবে বিমান সংস্থাটি ৪৪ জন বিদেশি যাত্রী, কেবিন ক্রুসহ সবার জীবনের জন্য বিমা করেছিল। অর্থাৎ বিমান সংস্থাটি এবং বিমা পলিসি নিয়েছে যেখানে একটি বিমার আওতায় সকলের জীবনের ঝুকি গ্রহণ করা হয়েছে। এবং বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনায় বলা যায়, বিমান সংস্থাটি যৌথ বিমা পলিসি গ্রহণ করেছিল।

ঘ উদ্দীপকে "প্রশান্ত মহাসাগরে বিধ্বস্ত বিমানের যাত্রীদের জীবন বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা যাবে না" – উক্তিটি যৌক্তিক।

ব্যক্তিগত বিমা ব্যক্তীত সকল বিমাই ক্ষতিপূরণের চুক্তি। কেননা, ব্যক্তিগত বিমা ছাড়া অন্য সকল বিমা চুক্তির উদ্দেশ্য হলো দুষ্টিনার ফলে ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা।

উদ্দীপকে গ্রীন বাংলা এয়ারলাইনসের একটি বিমান ২০১৬ সালে বিধ্বস্ত হয়। এতে সকল যাত্রী ও কেবিন ক্রুসহ সবাই নিহত হয়েছে। তবে বিমান সংস্থাটি সকলের জীবনের ওপর যৌথ বিমা পলিসি গ্রহণ করেছিল।

এখানে বিমান সংস্থাটি সকলের জীবনের ঝুকি ই একটি জীবন বিমা পলিসিতে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু দুষ্টিনায় নিহত ব্যক্তিদের জীবনের আর্থিক ক্ষতি কখনই নিরূপনযোগ্য নয়। তাই বিমা কোম্পানি কখনই এসকল জীবনহানির ক্ষতিপূরণ নির্ণয় করতে পারবে না। বরং বিমা কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারদেরকে একটি নিদিন্ত আর্থিক প্রতিদানের নিশ্চয়তা দিতে পারে। তাই জীবন বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তির পরিবর্তে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা যায়।

ক. বোনাস কী?

১

খ. মৃত্যুহার পঞ্জি কাকে বলে? ব্যাখ্যা করো।

২

ফিন্যান্স, ব্যুংকিং ও বিমা

অধ্যায়-১১ : জীবন বিমা

২৭০. কোন বিমা চুক্তির মাধ্যমে বার্ধক্যে ও দুর্ঘটনা জনিত শারীরিক অক্ষমতায় আর্থিক সঙ্গলতা নিশ্চিত হয়? (জান)

- (ক) নৌ বিমা
 - (খ) অগ্নিবিমা
 - (গ) জীবন বিমা
 - (ঘ) দুর্ঘটনা বিমা
- ৩

২৭১. বাংলাদেশে সবচেয়ে পুরনো জীবন বিমা প্রতিষ্ঠান কোনটি? (জান)

- (ক) ন্যাশনাল লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি
 - (খ) ডাক জীবন
 - (গ) Met Life ALICO
 - (ঘ) জীবন বিমা কর্পোরেশন
- ৩

২৭২. বিমারূতি ব্যক্তি মারা গেলে বিমা দাবি কাকে পরিশোধ করা হবে তা পূর্বে নির্ধারণ করাকে কী বলা হয়? (জান)

- (ক) বিমাযোগ্য স্বার্থ
 - (খ) নির্বাচন
 - (গ) মনোনয়ন
 - (ঘ) নিশ্চয়তা প্রদান
- ৩

২৭৩. কোন ধরনের জীবন বিমাপত্রে প্রিমিয়ামের হার বেশি হয়? (অনুধাবন)

- (ক) মেয়াদি
 - (খ) সাময়িক
 - (গ) আজীবন
 - (ঘ) গ্রুপ
- ৩

২৭৪. একই বিমা পলিসির আওতায় একাধিক ব্যক্তির বিমা করা হয় কোন বিমাপত্রে? (জান)

- (ক) মেয়াদি বিমাপত্রে
 - (খ) আজীবন বিমাপত্রে
 - (গ) যৌথ বিমাপত্রে
 - (ঘ) গোষ্ঠী বিমাপত্রে
- ৩

২৭৫. জনাব কাদের তার গামেন্টসের কর্মীদের সবার জন্য এক সঙ্গে একটি বিমা করলেন। তার করা বিমাটি কোন ধরনের? (প্রয়োগ)

- (ক) যৌথ বিমা
 - (খ) সাময়িক বিমা
 - (গ) গোষ্ঠী বিমা
 - (ঘ) মেয়াদি বিমা
- ৩

২৭৬. জীবন বিমা চুক্তিতে অতি গ্রয়োজনীয় উপাদান কোনটি? (অনুধাবন)

- (ক) প্রতিদান
 - (খ) চূড়ান্ত সহিষ্ণুস
 - (গ) বিমাযোগ্য স্বার্থ
 - (ঘ) সমর্পণ মূল্য
- ৩

২৭৭. বিমাপত্রের মূল্য ও বিমাপত্রের মেয়াদ নিয়ে পর্যালোচনা করা হয় কোন ধাপে? (জান)

- (ক) প্রস্তাব নির্বাচন
 - (খ) প্রস্তাব পর্যালোচনা
 - (গ) প্রস্তাব গ্রহণ
 - (ঘ) প্রস্তাব প্রদান
- ৩

২৭৮. বিমান্তিতার মৃত্যু ঘটলেই কেবল যে বিমা দাবি পূরণ করা হয় তাকে কী বলে? (জান)

- (ক) মেয়াদি বিমা
 - (খ) আজীবন বিমা
 - (গ) জীবন বিমা
 - (ঘ) শস্য বিমা
- ৩

২৭৯. বিমান্তিতার মৃত্যুর প্রমাণপত্র হিসেবে কোনটি দাখিল করা যায়? (জান)

- (ক) বিমান্তিতার বার্থ সার্টিফিকেট
 - (খ) বিমান্তিতার পরিচয়, নাম ও ঠিকানা
 - (গ) ডাক্তার হতে সংগৃহীত মৃত্যু সনদপত্র
 - (ঘ) বিমান্তিতার জীবন বৃত্তান্ত
- ৩

২৮০. সাধারণত বিমান্তিতা বিমাকারীর প্রতিশুভ্রির বিনিময়ে কোনটি প্রদান করে? (জান)

- (ক) চান্দা
 - (খ) বিমাদাবি
 - (গ) প্রিমিয়াম
 - (ঘ) কিন্তি
- ৩

২৮১. বিমাকারী কর্তৃক অন্যের ঝুঁকি প্রাপ্তির বিনিময় মূল্যকে কী বলে? (জান)

- (ক) বৃত্তি
 - (খ) প্রিমিয়াম
 - (গ) মুনাফা
 - (ঘ) বোনাস
- ৩

২৮২. বিমার ক্ষেত্রে বোনাস কী? (জান)

- (ক) বিমার অর্জিত মুনাফা
 - (খ) বিমার লভ্যাংশের অংশ
 - (গ) বিমার মূল্য
 - (ঘ) প্রাপ্তি বেতনের অধিক অর্থ
- ৩

২৮৩. সমর্পণ মূল্য কী? (জান)

- (ক) বিমা পলিসির মূল্য
 - (খ) বিমাপত্র ইন্সুর মূল্য
 - (গ) বিমাপত্র সমর্পণের মূল্য
 - (ঘ) বিমাপত্রের অগ্রিম মূল্য
- ৩

২৮৪. মৃত্যুহার পঞ্জি কী? (জান)

- (ক) বাংসরিক মৃত্যুর সন্তানবনার বিবরণী
 - (খ) বার্ধিক মৃত্যুর সংখ্যার বিবরণী
 - (গ) অতীত তথ্যের আলোকে, ভবিষ্যৎ মৃত্যুর সন্তানবনা সম্পর্কিত বিবরণী
 - (ঘ) বার্ধিক মৃত্যুর ঝুঁকির তালিকা
- ৩

২৮৫. সমর্পণ মূল্যের বৈশিষ্ট্য কী? (অনুধাবন)

- (ক) সমর্পণ মূল্য বিমা দাবির ওপর নির্ভর করে
 - (খ) সমর্পণ মূল্য বিমা চুক্তির মেয়াদ শেষে দেয়া হয়
 - (গ) সমর্পণ মূল্য মেয়াদি ও আজীবন বিমাপত্রের ক্ষেত্রে দেয়া হয়
 - (ঘ) সমর্পণ মূল্য প্রতিমাসে দেয়া হয়
- ৩

২৮৬. জীবন বিমার উদ্দেশ্য হলো — (অনুধাবন)

- i. আর্থিক নিশ্চয়তার বিধান
 - ii. পরিনির্ভরশীলতা হ্রাস
 - iii. ক্ষতিপূরণ
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii
 - (খ) i ও iii
 - (গ) ii ও iii
 - (ঘ) i, ii ও iii
- ৩

২৮৭. জীবন বিমায় বিমা দাবি পরিশোধ করা হয় —
(অনুধাবন)

- i. বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুতে
 - ii. নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে
 - iii. বিমাকারীর অন্যান্য ক্ষয়-ক্ষতিতে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ঙ)

২৮৮. বিমা দাবি উত্থাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন — (অনুধাবন)

- i. বিমাগ্রহীতার বয়সের প্রমাণপত্র
 - ii. বিমাগ্রহীতার মৃত্যুর প্রমাণপত্র
 - iii. বিমাগ্রহীতার পারিবারিক তথ্য
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ঙ)

২৮৯. মেয়াদি বিমাপত্রে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয় —
(অনুধাবন)

- i. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যক্তি মারা গেলে
 - ii. মেয়াদের মধ্যে ব্যক্তি মারা গেলে
 - iii. জীবিতাবস্থায় মেয়াদকাল পূর্ণ হলে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ঙ)

২৯০. জীবন বিমায় প্রিমিয়ামের হার নির্ধারণে বিবেচ্য
বিষয়ের মধ্যে পড়ে — (অনুধাবন)

- i. বিমাকৃত ব্যক্তির বয়স
 - ii. বিমাকৃত ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা
 - iii. বিমাকৃত অর্থের পরিমাণ
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ঙ)

২৯১. সমর্পণ মূল্য প্রদান করা হয় — (অনুধাবন)

- i. সাময়িক বিমাপত্রের জন্য
 - ii. আজীবন বিমাপত্রের জন্য
 - iii. মেয়াদি বিমাপত্রের জন্য
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ঙ)

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৯২ ও ২৯৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
মি. রোকেন বিমা করতে 'সানশাইন' কোম্পানিতে
গেলেন। বিমা প্রতিষ্ঠান মি. রোকেনের ডাক্তারি পরীক্ষার
পর তার বয়স প্রমাণ করতে বললেন এবং তার জাতীয়
সনদপত্র ছাইলেন। মি. রোকেনের কাছে জাতীয়
সনদপত্র না থাকায় তিনি বিমা চুক্তির উত্ত কার্য প্রক্রিয়াটি
সম্পন্ন করতে পারলেন না।

২৯২. বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে মি. রোকেনের কোনটি
প্রয়োজন? (প্রয়োগ)

- ক) পেশাগত সাটিফিকেট
খ) বার্ষ সাটিফিকেট
গ) পরিবারবর্ণের নাম
ঘ) ব্যক্তিগত ডাক্তারের প্রতিবেদন

ঝ

২৯৩. মি. রোকেনের কাছে জাতীয় সনদপত্র না থাকায়
তিনি কীসের মাধ্যমে বয়স প্রমাণ করতে
পারতেন? (উচ্চতর দফতর)

- ক) শিক্ষা সনদপত্র খ) পারিবারিক তথ্য
গ) ডাক্তারি প্রতিবেদন ঘ) পেশাগত সাটিফিকেট
উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৯৪ ও ২৯৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
মি. লতিফ জীবিত অবস্থায় একটি জীবন বিমা
করেছেন। কিন্তু তিনি বিমা দাবি প্রাপ্তির জন্য কাউকে
মনোনীত করেন নি। তার মৃত্যুতে তার পুত্র জিসিম বিমা
কোম্পানির কাছে বিমা দাবি উপস্থাপন করলো।

২৯৪. জিসিমকে বিমা দাবি উপস্থাপনের জন্য কী
করতে হবে? (প্রয়োগ)

- ক) বিভিন্ন তথ্যাদি প্রদান
খ) উত্তরাধিকারী প্রমাণ
গ) ফরম পূরণ
ঘ) আর্জীয়-স্বজনের সহায়তা নেয়া

ঝ

২৯৫. উত্তরাধিকারী প্রমাণের জন্য জিসিম কী দাখিল
করতে পারেন? (উচ্চতর দফতর)

- ক) শিক্ষা সনদপত্র খ) পাসপোর্ট
গ) জেলা জজ হতে সংগৃহীত উত্তরাধিকারী সনদপত্র
ঘ) বার্ষ সাটিফিকেট

ঝ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৯৬ ও ২৯৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
মি. সুজা এবং মি. রবি দুই বন্ধু। মি. রবি ধূমপানে
অভ্যন্ত ছিলেন। দুইবন্ধু একটি বিমা কোম্পানি হতে ৮
বছর মেয়াদি একটি বিমা করলেন। সবকিছু এক ব্রকম
হওয়া সত্ত্বেও বিমা কোম্পানি দুজনের জন্য দুরকম
প্রিমিয়ামের হার নির্ণয় করলেন।

২৯৬. উত্ত ক্ষেত্রে জীবন বিমার প্রিমিয়ামের হার
নির্ধারণের বুকি কোনটি? (প্রয়োগ)

- ক) বিমাগ্রহীতার জন্মস্থান
খ) বিমাগ্রহীতার বয়স
গ) বিমাগ্রহীতার মানসিক সমস্যা
ঘ) বিমাগ্রহীতা যদি অপরাধী হয়

ঝ

২৯৭. মি. সুজা এবং মি. রবির প্রিমিয়ামের হার দুরকম
হওয়ার কারণ কী? (উচ্চতর দফতর)

- ক) বিমাপত্রের মেয়াদ খ) বিমা দাবির পরিমাণ
গ) আর্থিক সামর্থ্য ঘ) অভ্যাসের ভিন্নতা

ঝ